চিড়িয়াখানা

[সামাজিক নাটক]

বর্ণপরিচয়, বিবি আনন্দময়ী, পাগলাগারদ প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যশের সহিত নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত।

প্রকাশক

সাহিত্যমালা

৯৮।২ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

মূল্য—ছয় টাকা।

শাঁখা দিও না ভেঙে

রচনা—কমলেশ ব্যানার্জী

সীতা সাবিত্রী বেহুলা বিষ্ণুপ্রিয়া যে মাটিতে জন্ম নিয়েছে—আমিও তো সেই দেশেরই মেয়ে,—তাদের মত আমার মনেও প্রেম প্রীতি ভালবাসার প্রদীপ অনির্বান আছে, আমিও তো সব দুঃখ আঘাত সইতে শিখেছি—তবু কি তোমার দয়া হবে না ?

হে ঈশ্বর ! তুমি আমাকে আরও আঘাত কর—আরও দুঃখ দাও—আমি হাসিমুখে সব সইবো,—শুধু একটি প্রার্থনা—আমার শাঁখা দিও না ভেঙে।

জ্যোতি। এ কি ! এ তোমাকে কোন বেশে দেখছি ? এযে বাইজীর রূপ—

ছন্দা। তুমি যে ভালবাস—

জ্যোতি। না। এরূপে তোমাকে আমি দেখতে চাই না।

ছন্দা। তবে কোন রূপ দেখতে চাও—

জ্যোতি। ঠিক সেই রূপ—সিঁথিতে সিদুঁর থাকবে—পায়ে থাকবে আলতা—স্বামীর মঙ্গলের চিহ্ন হাতে শঙ্খের শাঁখা।

ছন্দা। তুমি—

জ্যোতি। ঠিক সেই রূপ—

সেই তুলসীতলায় প্রদীপ হাতে গৃহলক্ষীর সাজ—আঃ—যন্ত্রণা, যন্ত্রণা—একি অসহ্য যন্ত্রণা !

ছন্দা। হে ভগবান তুমি আমার—

শাঁখা দিও না ভেঙে।

উৎসর্গ

আমার জীবন আকাশের

চাঁদ-সূর্য

স্নেহের

অরুণ মুখোপাধ্যায়

এবং

অজন্তা মুখোপাধ্যায়কে

বাবা

এ্যামেচার ক্লাবের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

রঞ্জন দেবনাথের

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

• • •

মা মাটি মেয়ে

• • •

কোন এক গাঁয়ের বধূ

• • •

কন্যাদায়

• • •

বিদূষী ভার্য্যা

—: পাঠকদের প্রতি :—

শিয়ালদহ ষ্টেশন। প্ল্যাটফর্ম ভর্তি লোক ঠেলে কোনও রকমে এগিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে, পরনে ছেঁড়া শাড়ী··· চোখের নীচে কালি। কুন্ঠিতভাবে হাত বাড়িয়ে বলছে, "বাবু! আমার শ্বশুর মারা গেছেন। সংকার করার কেউ নেই। কিছু সাহায্য করবেন বাবু?" ছোট্ট ঘটনা···সে ঘটনার যারা সাক্ষী সবাই ভুলে গেছে সেকথা। আমি পারি নি। সেই কাহিনীর বীজই আস্তে আস্তে আমার মনের মাটিতে অংকুর মেললো। তারপর অংকুর থেকে শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প একদিন পরিপূর্ণ বৃক্ষের রূপ নিল সে। আমি দেখলাম, এ কাহিনী··· কাহিনী নয়···আজকের সমাজের গোপন কান্না। সংসার যেন এক বিচিত্র চিড়িয়াখানা। সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে আঁকতে বসলাম আমি। রচিত হলো একালের জীবন্তকাব্য···চিড়িয়াখানা। তুলে দিলাম নট্ট কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মাখন নট্টের হাতে। নট্ট কোম্পানীর সুশৃঙ্খল প্রযোজনায় বাংলাদেশের বিভিন্নপ্রান্তে যশের মালা কুড়িয়ে নিয়ে এলো এ নাটক। এবার ছাপার পালা। ছাপলেন সাহিত্যমালার দুই কর্ণবার পঞ্চানন দে ও গোপাল গরাই। সংশোধন করলেন মোহিত বিশ্বাস। সবশেষে বিচার। সে দায়িত্ব আপনাদের। এ সমাজের যথাযথ চিত্রণে যদি আমি ব্যর্থ হই তবে যে কোনও শাস্তি নিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমার বিশ্লেষণ যদি সত্য হয় তাহলে অন্তত: একমিনিটের জন্য ভাববেন আজ আমরা কোথায়? সমাজে? সংসারে? না, চিড়িয়াখানায়?

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়

কমলেশ ব্যানার্জীর

আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও

• • •

স্বামী পুত্র সংসার

• • •

তরণীসেন বধ

• • •

হাসির হাটে কান্না

• • •

ঘূর্ণীঝড়

• • •

মার্ডার

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

পবিত্রবাবু	···	মধ্যবিত্ত ব্যক্তি
মঙ্গল ও শঙ্খ	···	ঐ পুত্রদ্বয়
সত্যব্রত	···	মঙ্গলের বন্ধু (দারোগা)
দোদুল	···	ঐ অধঃস্তন কর্মচারী
ভবেন সরকার	···	নিম্নবিত্ত ব্যক্তি
গোপাল	···	ঐ পুত্র
জীবন	···	পাড়ার ডাক্তার
দীপক মল্লিক	···	চোরাকারবারী
রাসবিহারী সেন	···	ধনী ব্যবসায়ী
সম্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ	···	ঐ পুত্রদ্বয়
দেবু	···	বাড়ীর বেয়ারা
কিষাণজী কাঙ্কারিয়া	···	সহব্যবসায়ী
এমটি মিটার পিপি	···	পাগলা দার্শনিক
পেনিসিলিন	···	পথের ছেলে

স্ত্রী

কল্যাণী	·	রাসবিহারীর স্ত্রী
পম্পি	···	ঐ মেয়ে
শুভা	···	ভবেনের মেয়ে
আরতি	···	পবিত্রের মেয়ে

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

বিবি আনন্দময়ী

• • •

বর্ণপরিচয়

• • •

মেহেরুন্নিসা

• • •

অচল পয়সা

• • •

তাজমহল

চিড়িয়াখানা

——:০: * :০:——

প্রথম দৃশ্য

থানা।

আগে সেঃ অফিসার দোদুল দে, পিছনে চালভর্তি ব্যাগ নিয়ে শুভার প্রবেশ।

দোদুল। ধরেছি… আজ তোমাকে হাতে-নাতে ধরেছি ছুকরা। বাকী মেয়েগুলো খুব পালিয়েছে। এই! ওদের বাড়ী কোথায়?

শুভা। জানি না।

দোদুল। তোর নাম কি?

শুভা। শুভা।

দোদুল। জন্ম থেকে অশুভ কাজ করছিস, অথচ নামের বেলায় শু—ভা! বাঃ-বাঃ-বাঃ, শুভা কি?

শুভা। শুভা সরকার।

দোদুল। কি! সরকারী কর্মচারী—মানে পুলিশের সঙ্গে ইয়ার্কি? থলে নামা, দেখি কতগুলো চাল আছে।

শুভা। বললাম তো দশ কেজি! [থলি নামায়]

দোদুল। [ভেংচে] "বললাম তো দশ কেজি"! তুই যা বলবি আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে? [রুল দিয়ে থলিতে গুঁতো মেরে]

ঠিক আছে তুই ভাগ। চালটা থানায় জমা করে, মানে জমা করে নেব।

শুভা। না-না, চাল আপনি নেবেন না। বাড়ীতে আমার ছোটদা দু'দিন হলো জ্বরে অজ্ঞান হয়ে আছে। সংসারের কথা বাদ দিলাম, বিশ্বাস করুন ওই চাল বিক্রি করে যে ক'টাকা লাভ হবে—তাই দিয়ে আমি ছোটদার জন্যে ওষুধ কিনে আনবো। দয়া করুন—দয়া করে চালগুলো আমাকে ফেরত দিন!

দোদুল। নো—মানে নেভার। [চালের থলিতে পা দিয়ে পা নামায়]

শুভা। আপনার পায়ে পড়ছি। চালগুলো আমাকে দিন। বিশ্বাস করুন আমি একটুও আপনাকে মিথ্যা বলিনি।

[শুভা দোদুলের পায়ে ধরে, দোদুল লাথি মারে]

দোদুল। যা ভাগ এখান থেকে। ধরে ফেললেই, মানে নাকে কান্না। আরে ওসব কান্না-কান্নায় মন ভেজালে আমার চলে না—তবে হ্যাঁ···একটা কথা · ছেড়ে তোকে দিতে পারি, যদি—

দারোগা সত্যব্রতের প্রবেশ।

সত্য। বলুন, বলুন। থামলেন কেন? এর পরেও মহাশয়কে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী বললে সরকার অন্যায় করবেন!

দোদুল। স্যার! মানে আমি ওর সঙ্গে—

সত্য। রহস্য করছিলেন, তাই না?

দোদুল। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার—

সত্য। মিথ্যা কথা বলতে লজ্জা করছে না?

দোদুল। আমি—

সত্য। মেয়েটিকে নিয়ে থানা কম্পাউণ্ডে আসার পর থেকে আপনার সব কথা আমি শুনেছি···তার পরেও বলতে চান আপনি সাধু? তার পরেও আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে আপনি সরকারের সৎ কর্মচারী?

দোদুল বিশ্বাস করুন স্যার! আমি—

সত্য। সাট আপ! মিথ্যা কথা বলে নিজেকে সত্যবাদী বানাবার চেষ্টা করবেন না। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এমনি করে আপনি সরকারের কাজ করছেন? এমনি করে আপনারা এদের মনে ছড়িয়ে দিচ্ছেন দুর্নীতির বিষ?

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। বিশ তারিখে আসতে পারিনি বলে কিছু মনে করো না সত্যব্রত। বিশ্বাস কর বিশেষ একটা কাজে—আই এ্যাম স্যরি, তুমিও দেখছি বিশেষ কাজে ব্যস্ত।

সত্য। আর বল না মঙ্গল! এদের নিয়ে যে কি করা যায় কিছুই বুঝতে পারছি না।

শুভা। আমাকে ছেড়ে দিন স্যার!

সত্য। কেন তোমাকে ছেড়ে দেব? দিনের পর দিন অন্যায় করবে আর জেনে-শুনে তোমাদের আমি ছেড়ে দেব? না, আজ তোমাকে ছাড়বো না।

শুভা। চালের চোরাকারবার আমার পেশা নয়। বাড়ীতে আমার ভীষণ বিপদ তাই বাধ্য হয়ে আজই আমি এ কাজ করেছি। বিশ্বাস করুন, এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।

সত্য। বাড়ীতে বিপদ বলে, সংসারে অভাব বলে শেষ পর্যন্ত এই পথ বেছে নিলে! কেন, এ ছাড়া কোন ভাল পথ পেলে না?

শুভা। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি।

সত্য। কি বলছো!

শুভা। ঠিকই বলছি স্যার। এপার বাংলায় এসে বাবা একটা চটকলে চাকরী পেয়েছিলেন। মাইনে যা পেতেন তাতে কোন রকমে সংসার চলতো। দাদা অনেক চেষ্টা করেও একটা চাকরী জোগাড় করতে পারেনি। দুটো টিউশনি করে কোনরকমে আমি হায়ার-সেকেণ্ডারী পাস করলাম—ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন খবর এল বাবার মিল লে-অফ হয়ে গেছে। পায়ের তলায় যেটুকু মাটি ছিল সেটুকুও ধ্বসে গেল। [কাঁদতে কাঁদতে] বলুন···ছিন্নমূল বাস্তুহারা এক পরিবারের সামনে অন্ধকার ছাড়া আলোর কোন সন্ধান পেলেন?

মঙ্গল। পেয়েছি।

সত্য। মঙ্গল!

মঙ্গল। তোমার ছোটদা কতদূর লেখাপড়া করেছে?

শুভা। ম্যাট্রিক পর্যন্ত।

মঙ্গল। এই কার্ডখানা রাখো। সামনের সোমবারে বেলা এগারোটার মধ্যে তোমার দাদাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। [কার্ড দেয়। শুভা কার্ড নিয়ে অপলক চেয়ে থাকে]

শুভা। আপনি ছোটদাকে চাকরী দেবেন?

মঙ্গল। চেষ্টা করবো। সত্যব্রত! আমি চললাম ভাই। রবিবারে কিন্তু আমাদের বাড়ী নিশ্চয়ই যাচ্ছো।

সত্য। অবশ্যই।

মঙ্গল। না গেলে কিন্তু ভীষণ রাগ করবো।

সত্য। আচ্ছা ঠিক আছে।

মঙ্গল। মনে থাকে যেন, আগামী···

সত্য। রবিবার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মঙ্গল। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

সত্য। চালের ব্যাগটা নিয়ে যাও।

দোদুল। স্যার!

সত্য। আর কোনদিন কিন্তু একাজ করবে না, বুঝলে?

শুভা। আচ্ছা।

সত্য। তোমার দাদাকে যেন নিশ্চয়ই সোমবার মঙ্গলবাবুর অফিসে পাঠিয়ে দিও।

শুভা। দেব। [প্রস্থানোদ্যতা]

সত্য। শোনো!

শুভা। বলুন।

সত্য। চালগুলো তো বাজারের কোন দোকানে বিক্রি করে দেবে?

শুভা। হ্যাঁ।

সত্য। না, বিক্রি করবে না। তোমার ছোটদার চিকিৎসার জন্যে আমি কুড়ি টাকা দিচ্ছি নিয়ে যাও।

শুভা। ক্ষমা করবেন স্যার!

সত্য। কেন!

শুভা। চালগুলো আমার নয়, মহাজনের। মহাজনের টাকাতেই আমি চাল কিনেছি, কাজেই মহাজনকে চাল আমাকে দিতেই হবে।

সত্য। শুভা!

শুভা। দশ কেজি চাল মহাজনকে দিলে তার টাকা শোধ হয়ে লাভ হবে পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সা। ওই পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সাতেই ছোটদার একদিনের ওষুধের দাম হয়ে যাবে। চলি স্যার! নমস্কার!

[চালের প্যাকেট নিয়ে প্রস্থান।

সত্য। পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সায় না হয় একদিন চলবে…কিন্তু তার পরদিন?

দোদুল। আবার চাল বইবে। ওদের ওই কাজ স্যার। আপনি যেমন ওর কথায় বিশ্বাস করলেন! ওরা পাকা সমাজবিরোধী।

সত্য। সমাজ আজ অমানুষে ছেয়ে গেছে। সারা সংসারের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে মিথ্যার স্রোত। দুর্নীতি, কর্তব্যহীনতা, আত্মসুখের কশাইখানায় মানবতা আজ পশুর মতো ঝুলছে…কিন্তু কেন? কারা এর জন্যে দায়ী?

দোদুল। আমি তো স্যার ঠিক বলতে পারব না।

সত্য। পারবেন না। আমিও পারব না। কারণ কেউ আমরা সত্যি কথা বলি না। কেউ আমরা অন্যের জন্যে ভাবি না। শঠতা—প্রবঞ্চনা- শোষণ আমাদের জীবন, ব্যবসার মূলধন। তাই কারও ভাল দেখতে পারি না—কোথাও আলো জ্বালতে পারি না। মানুষের মত মানুষ তাই সংসারে আজ বিরল।

পবিত্রবাবুর প্রবেশ।

পবিত্র। আসতে পারি স্যার?

দোদুল। আসুন। কাকে চান?

পবিত্র। বড়বাবুকে।

দোদুল। উনিই বড়বাবু।

পবিত্র। নমস্কার স্যর!

সত্য। নমস্কার! বলুন কি জন্যে এখানে এসেছেন?

পবিত্র। একটা জরুরী দরকার আছে স্যর।

সত্য। নিশ্চয়ই বাড়ীতে চুরি হয়েছে?

পবিত্র। আজ্ঞে না।

সত্য। তাহলে পাড়ায় কোন গণ্ডগোল?

পবিত্র। আজ্ঞে তাও না।

দোদুল। তবে কি কেউ আপনাকে খুন করবো বলে শাসিয়েছে?

পবিত্র। আমি কারও ক্ষতি করেছি বলে তো মনে পড়ে না।

সত্য। থামুন। বাজে কথা বলবেন না। কম করে আপনার বয়েস হলো—

পবিত্র। ষাট বছর।

সত্য। ষাট বছর ধরে পৃথিবীতে বাস করছেন অথচ একটুও অন্যায় করেন নি—এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

পবিত্র। করবেন না। কিন্তু আমি যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি…

সত্য। বাড়ীতে চোর পড়েনি, পাড়ায় গণ্ডগোল হয়নি, আপনার কোন শত্রু নেই তাহলে কি জন্যে আপনি থানায় এসেছেন মশাই? বলুন, কি জরুরী দরকার যেটাতে আপনি পুলিশের কাছে এসেছেন?

এমটি মিটারের প্রবেশ।

মিটার। টিকিট কাটতে।

সত্য। }
দোদুল। } টিকিট।

মিটার। বুঝলেন না স্যর? রাঁচির টিকিট।

দোদুল। হাঃ হাঃ হাঃ, তা-যা বলেছেন।

মিটার। আমি স্যর বাজে জায়গা ছাড়া বাজে কথা বলিনা।

সত্য। কে আপনি ?

মিটার। এমটি মিটার।

সত্য। এমটি মিটার !

মিটার। বুঝলেন না স্যর ? এমটি মানে শূন্য ···আর মিটার হলো গিয়ে আপনার কোন বিশেষ জিনিষের পরিমাপক যন্ত্র ·· তাহলে দাঁড়ালো কি—আমি হলাম শূন্যতা পরিমাপক যন্ত্র। হাঃ হাঃ হাঃ—

সত্য। ভদ্রলোক পাগল নাকি ?

দোদুল। হ্যাঁ স্যর। মাথায় একটু গোলমাল আছে।

মিটার। প্লিজ, একটা সিগারেট দিন না স্যর···অনেকদিন খাইনি।

সত্য। তাই নাকি ?

দোদুল। দেবেন না স্যর। একদিন দিলেই দৈনিক দিতে হবে।

মিটার। কুকুর তো স্যর! লাই দিলেই একেবারে মাথায় ! তবে হ্যাঁ আমি ভ্যাগাবণ্ড, কুকুর নয়, দস্তুর মত প্রভুভক্ত···তু করে ডাকলেই ছুটে আসবো।

সত্য। নিন ধরুণ। [সিগারেট দেয়] দেশলাই কিন্তু নেই।

মিটার। থ্যাঙ্ক ইউ স্যর। ম্যানেজ করে নিচ্ছি [পবিত্রকে] দেশলাইটা—

পবিত্র। আমি ধুমপান করিনা।

মিটার। অশেষ ধন্যবাদ। পরে ম্যানেজ করে নেব। তাহলে আপনি রাঁচি যাওয়াই ঠিক করলেন ? ঠিক আছে টিকিট এখান থেকে কেটে নিন···ঠিকানা আমি বলে দিচ্ছি—

একটি ছেলের প্রবেশ।

ছেলে। আমাকে ঠিকানাটা দিন না বাবু।

মিটার। কোথাকার ঠিকানা ?

ছেলে। যেখানে আমি যাব।

সত্য। তুমি কোথায় যাবে খোকা ?

ছেলে। সেতো আমি জানিনা।

মিটার কি করে জানবে খোকা! তোমার মত কোটি কোটি শিশু জানেনা তারা কোথায় যাবে। এই খোকা তুমি আমার কাছে থাক। চলে এস।

ছেলে। চলুন।

সত্য। আপনার সিগারেট কিন্তু ধরানো হলো না।

মিটার। ধরিয়ে নিচ্ছি স্যর।

সত্য। আগুন কোথায় পাবেন ?

মিটার। সমাজে, সংসারে, মানুষের মনে মনে যে দুর্নীতির আগুন জ্বলছে স্যর সেই আগুনের একটা ফুলকি হলেই আমার মুখের সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গুড বাই স্যর!

[ছেলেটির হাত ধরে প্রস্থান]

সত্য। আশ্চর্য্য!

পবিত্র। তার চেয়েও আশ্চর্য; আমি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

সত্য। বেশতো, বসুন।

পবিত্র। বসতে আমি আসিনি।

সত্য। অথচ কি জন্যে এসেছেন তাও বলছেন না।

পবিত্র। বলতে দিচ্ছেন না।

সত্য। হোয়াট্‌ ?

পবিত্র। আপনি নিজের কথাই বলছেন, আমার কথা শুনছেন না।

সত্য। মিঃ দে! এঁর নাম ঠিকানা বক্তব্য লিখেনিন তো।

দোদুল। ঠিক আছে স্যার। [বসে খাতা খুলে লিখতে গিয়ে বলে] আপনার নাম?

পবিত্র। কি মুস্কিল! নাম লিখে কি করবেন! এই নিন— [পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে] এটা আপনার কাছে জমা দিচ্ছি।

সত্য। কি ওটা?

পবিত্র। মানিব্যাগ।

সত্য। কি আছে ওতে?

পবিত্র। টাকা। ব্যাগটা আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি। তাই আপনার কাছে জমা দিতে এলাম।

দোদুল। নিশ্চয়ই দু-পাঁচ টাকা আছে? দু পাঁচটা টাকা সমেত ব্যাগটা থানায় জমা দিয়ে আপনি মহাপুরুষ সাজতে এসেছেন।

পবিত্র। দুটো কথার একটাও ঠিক নয় স্যার!

সত্য। তার মানে!

পবিত্র। মহাপুরুষ সাজতে আমি চাইনা—আর ব্যাগে দু-পাঁচ টাকা নেই।

সত্য। তবে?

পবিত্র। মানিব্যাগটায় দু' হাজার টাকা আছে।

সত্য। সত্যি?

পবিত্র। গুনে দেখেনিন। কার ব্যাগ তা জানি না। ভাবলাম আপনাকে জমা দিলে হয়তো যার ব্যাগ সেই ফিরে পাবে। অনেক-গুলো টাকা তো, তাই অনেক কষ্ট করে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। চলি স্যার! নমস্কার! [প্রস্থান।

সত্য। [ব্যাগটা নিয়ে] দু'হাজার টাকা হাতে পেয়ে ভদ্রলোক থানায় জমা দিয়ে গেল! অথচ একটু আগেও মানুষের সম্পর্কে আমার কি ধারণাই না ছিল মিঃ দে!

দোদুল। স্যার!

সত্য। ভদ্রলোকের নামটা কি বললেন?

দোদুল। আজ্ঞে নাম বলেন নি।

সত্য। বলেননি! নামটাও বলে গেলেন না—ভুল করেছি—ভীষণ ভুল। মিঃ দে! দেখুন তো ভদ্রলোক কোন দিকে যাচ্ছেন।

দোদুল। যাচ্ছেন মানে, এখনও সোজা রাস্তা ধরেই যাচ্ছেন।

[প্রস্থান।

সত্য। সোজা রাস্তা ধরে যাচ্ছেন বলেই আমরা বাঁকা পথের পথিকরা ওদের দেখতে পাইনা। তাহলে তো আমার জীবনের হিসাব ভুল হয়ে গেছে—ভুল হয়ে গেছে হিসাবের অঙ্ক। জীবন ভর শুধু বিয়োগ কষে যাচ্ছি—আজ যোগের অঙ্ক শিখিয়ে দিয়ে গেলেন ওই ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের কি নাম? মঙ্গল তো এখানকার লোকাল লোক। তাকে জিজ্ঞাসা করেই জেনে নেব ভদ্রলোকের ঠিকানা।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বস্তি।

ভবেনবাবুর প্রবেশ ।

ভবেন। ঠিকানা···ঠিকানা দিয়ে কি হবে? কত ঠিকানায় তো দরখাস্ত করলি। কিছু লাভ হলো···পেলি একটা কুলী-মজুরের চাকরী? ওসব বাদ দে। চাকরীর আশা বাদ দিয়ে অন্য কিছু কর।

গোপালের প্রবেশ ।

গোপাল। অন্ত কিছু কি করবো তুমি বল?

ভবেন। রিক্সা টানবি—ট্রেনে হকারী করবি। পাড়ার ছেলেরা কি কচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না?

গোপাল। পাচ্ছি। কিন্তু মেনে নিতে পাচ্ছি না।

ভবেন। কেন?

গোপাল। পাস করার পর থেকে চাকরীর জন্তে কোথায় না গেছি—কি না করেছি! আমি জানি আমার পাড়ার ছেলেরা কি করে পয়সা রোজগার করছে···তবু আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। লেখা-পড়া শিখেছি আমি। আমি যদি ভাল হয়ে বাঁচতে চাই··· আমি যদি সৎপথে থেকে জীবন গড়তে চাই···সেকি আমার অপরাধ?

ভবেন। ওসব থিয়েটারের এ্যাকটিং থিয়েটারেই ভাল লাগে। সংসারটা মঞ্চ নয়। এখানে বাস্তব আছে···খিদে আছে···জীবন আছে।

যেমন করেই হোক মানুষকে বাঁচতে হবে···বাঁচতে গেলে যদি নরকে যেতে হয়, তাও যেতে হবে।

গোপাল। কি বলছো বাবা!

ভবেন। ঠিকই বলছি। বোন স্মাগলিং করে পয়সা আনবে, আর সেই পয়সায় তুমি বসে বসে খাবে—বড়বড় স্বপ্ন দেখবে তা হবে না। কাল থেকে উপায়ের ধান্দা দেখবে। দরকার হলে—

গোপাল। দরকার হলে—

ভবেন। চুরি করবি। পকেট মারবি।

গোপাল। তার চেয়ে অনেক সহজ একটা পথ আমি ঠিক করেছি বাবা।

ভবেন। কি?

গোপাল। আমি আত্মহত্যা করবো।

ছোট ব্যাগ হাতে শুভার প্রবেশ।

শুভা। তোমার আত্মরক্ষার কবচ আমি নিয়ে এসেছি দাদা।

গোপাল। শুভা!

শুভা। এই নাও কার্ড। আগামী সোমবারে বেলা এগারোটার আগে তুমি এই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবে। [কার্ড দিল]

গোপাল। [কার্ড পড়ে] মঙ্গল ব্যানার্জী। ম্যানেজার আর, বি, সেন এণ্ড কোম্পানী। মঙ্গলবাবুর সঙ্গে তোর কি করে পরিচয় হলো?

শুভা। সে অনেক কথা, পরে বলব। বাবা! তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস। আমি এখনি তোমাকে রুটি করে দিচ্ছি।

ভবেন। তাড়াতাড়ি করতে হবে না শুভা। দুপুরে আমি খেয়েছি।

শুভা। কোথায় খেলে ?

ভবেন। দীপকের দোকানে।

শুভা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, তোমার জন্যে দেখছি মান-ইজ্জত সব যাবে।

গোপাল। তুইও কি খুব সম্মানের কাজ করে এলি শুভা ?

শুভা। মানে !

গোপাল। একদল মেয়ের সঙ্গে বর্ধমান থেকে চাল নিয়ে এসে এখানে যে বিক্রি করে এলি, এটা কি খুব ইজ্জতের কাজ ?

শুভা। বুঝতে পারিনি দাদা! সংসারের অবস্থা দেখে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে জীবনে আমি প্রথম ভুল করেছি।

গোপাল। কাজটা করার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

ভবেন। উনি শুনলে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা বার করে দিতেন!

গোপাল। ঠাট্টা করো না বাবা, ঠাট্টা করো না। যেমন করেই হোক এতদিন তো সংসার চালিয়ে এসেছি। আজ না হয় পার্ট-টাইম কাজটা গেছে। কিন্তু তুমি ? তুমি যে এই বয়েসে এত নীচে নেমেছ, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

ভবেন। এই খবরদার, বাজে কথা বলবি না গোপাল!

গোপাল। বাজে কথা বলিনি।

ভবেন। বাজে কথা বলিস নি ?

গোপাল। না। যা বলছি ঠিকই বলছি। দীপক মল্লিককে তুমি চেনো না? জানো না সে কি চরিত্রের লোক? জেনেশুনে তার দোকানে তুমি অকারণে কেন গিয়েছিলে? কেন খেয়েছ তুমি তার দেওয়া খাবার ?

ভবেন। বেশ করেছি খেয়েছি। যাদের বুড়ো বাপকে খেতে

দেবার মুরোদ নেই—তাদের এত ফুটানী কিসের! আমি আবার তার কাছে যাব।

শুভা। না—দীপকের দোকানে তুমি যাবে না।

ভবেন। আলবৎ যাব।

শুভা।
গোপাল। } বাবা!

ভবেন। বেরো : দূর হ' আমার সামনে থেকে। দীপক আমাকে ভাল ভাল খাবার খাওয়াচ্ছে বলে তোদের মনে হিংসে হচ্ছে, তাই না? তোদের মুখে জল আসছে? কেন তোমাদের তো শুখনো কড়কড়ে রুটি আছে, কাঠ-খোলায় ভাজা শাক চচ্চরি আছে তাই খাওগে···আমার খাবারের ওপর তোমরা হিংসে করছো কেন? কেন—?

দীপক মল্লিকের প্রবেশ।

দীপক। কেন যে তুমি গোঁয়াতু´মী করছো শুভা, আমি বুঝতে পারছি না।

শুভা। দীপকবাবু!

ভবেন। কে? দীপক! এস বাবা, এস। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল। কি ভাগ্য আমাদের, যে তুমি আমাদের বাড়ীতে এসেছ! শুভা···এই শুভা তোর দীপুদাকে একটা মোড়া এনে দে, বসবে।

দীপক। না কাকাবাবু। আজ আমার বসবার টাইম নেই। অন্য একদিন এসে আপনার সঙ্গে গল্প করে যাব।

ভবেন। আমি তো কাল তোমার দোকানে যাচ্ছি।

দীপক। তা তো যাচ্ছেন, কিন্তু শুভা কি বলছে শুনুন!

ভবেন। কি বলছিস রে শুভা ?

শুভা। আমি আর চাল আনতে যাব না।

গোপাল। ঠিক বলেছিস। ওসব কাজ—

ভবেন। তুই থাম গোপলা। শুভা! দীপককে কি বলেছিস বল ? আমি তোর মুখ থেকে ভাল করে শুনতে চাই।

দীপক। শুভা বলেছে—

শুভা। চালের ব্যবসা আজই আমার প্রথম এবং শেষ।

ভবেন। না। শেষ নয়—আজ থেকেই শুরু। চালের কারবার তোকে চালিয়ে যেতেই হবে। আমি দীপককে কথা দিয়েছি।

শুভা। আমিও দারোগাবাবুকে কথা দিয়েছি—

দীপক। দারোগাবাবু! তার মানে—

শুভা। প্রথমদিনেই আমি ধরা পড়েছিলাম।

গোপাল। ছিঃ-ছিঃ, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তোকে ওরা—

শুভা। থানায় নিয়ে গিয়েছিল দাদা। নতুন দারোগাবাবু কিছুতেই ছাড়বেন না। মঙ্গলবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে ধরে অনেক কষ্টে শেষ কালে ছাড়া পেয়েছি। কথা দিয়ে এসেছি আর কোনদিন এ কাজ করবো না।

গোপাল। শুভা!

শুভা। আমার মুখে সংসারের অবস্থা শুনে মঙ্গলবাবু ওই কার্ডখানা দিলেন। তুমি যেন দেখা করো দাদা।

গোপাল। নিশ্চয়ই!

দীপক। মঙ্গলবাবু! কোন্ মঙ্গলবাবু ?

গোপাল। মঙ্গলবাবুর সম্পর্কে কোন কিছু জানবার তোমার

দরকার নেই দীপক। তুমি শুধু জেনে যাও শুভা আর চালের বিজনেস করবে না। [প্রস্থান।

ভবেন। করবে না মানে? আলবৎ করবে। এঁ্যা, কোথাকার কে মঙ্গল না বুধ কি একটা কার্ড না কি দিয়েছে তাতেই বাবুর মেজাজ গরম! শোন শুভা! তোর দিপুদা আমাদের জন্যে খুব ভাবে, বুঝলি? ও আমাদের মঙ্গল চায়। পুলিশের ভয় কচ্ছিস? কোন ভয় নেই। দুদিন লাইনে গেলেই আটঘাট বুঝে ফেলবি। যা সকাল সকাল রুটি ফুটি করে নে—ভোর ভোর উঠে রেডি হয়ে থাকবি। আমি শান্তি, বেলা, শেফালীকে বলে রেখেছি, ওরা ঠিক সময়ে এসে তোকে ডাকবে।

[প্রস্থান।

শুভা। বাবার মাথার কিছু ঠিক নেই।

দীপক। শুভা!

শুভা। আপনি যান দীপক বাবু!

দীপক। টাকা নেবে না?

শুভা। টাকা!

দীপক। চাল কেনার টাকা?

শুভা। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না দীপক বাবু?

দীপক। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

শুভা। তার মানে!

দীপক। অনেক বুদ্ধি খরচ করে আমি তোমার সামনে আসতে পেরেছি শুভা। চালের কারবার তুমি যদি বন্ধ করে দাও তাহলে—

শুভা। তাহলে—

দীপক। তোমার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই থাকবে না।

শুভা। কি বলতে চান আপনি!

দীপক। এখনও বুঝতে পারোনি? বুঝতে পারোনা তখন যখন তোমাদের জানলার কাছে এসে আমি সাইকেলের হর্ণ বাজাই? তাছাড়া…সেই প্রথম দিন যেদিন তুমি রাস্তার কলে গা ধুচ্ছিলে, আর আমি পিপাসা না পাওয়া সত্ত্বেও মোটর সাইকেল থামিয়ে বললাম একটু ছাড়বেন—আমি জল খাবো—

শুভা। দীপক বাবু!

দীপক। তখন তো তুমি বাঁকা চোখে আমার দিকে চেয়েছিলে শুভা। দেখতে পাওনি আকার চোখে ভালবাসার ছায়া?

শুভা। বুঝতে পারিনি দীপক বাবু।

দীপক। কিন্তু আজতো বুঝতে পেরেছ শুভা?

শুভা। হ্যাঁ পেরেছি।

দীপক। শুভা!

শুভা। এতক্ষণে বুঝতে পারছি বাবাকে আপনি কেন খাবার খাওয়ান—

দীপক। না মানে—

শুভা। কেন আপনি ভুল করে পাঁচ টাকা তিরিশ পয়সার বদলে দশ টাকা তিরিশ পয়সা দিয়েছিলেন।

দীপক। সেটা আমার—

শুভা। ইচ্ছাকৃত ভুল। ইচ্ছা করে ভুল করে আমাকে পাঁচটাকা বেশী দিতে ছেয়েছিলেন।

দীপক। তোমাকে আমি আরও অনেক বেশী দিতে চাই শুভা। তুমি নেবে?

শুভা। পারবেন দিতে?

দীপক। চেয়েই দেখ দিতে পারি কিনা।

শুভা। দীপক বাবু!

দীপক। এর পরে আর বাবু বলো না শুভা। আজ থেকে তুমি আমাকে দীপুদা বলবে।

শুভা। দীপুদা!

দীপক। বল শুভা তুমি কি চাও?

শুভা। শুভাকে তুমি ছোট বোন মনে করে এখান থেকে চলে যাও দীপুদা।

দীপক। শুভা!

শুভা। দাদার কাছে ছোট বোন আর কিছু চায়না দীপুদা। তুমি যাও··

দীপক। তাড়িয়ে দিচ্ছো? প্রকারান্তরে অপমান করে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো শুভা? বেশ, ঠিক আছে। চলে আমি যাচ্ছি, তবে তোমাকে আমি বলে যাচ্ছি শুভা, দীপক মল্লিকের বোন এই নোংরা পচা বস্তিতে বাস করে না।

শুভা। দীপুদা!

দীপক। তোমাকে আমি আর একবার মনে পড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি শুভা, মনে রেখো আমার নাম দীপক মল্লিক। [প্রস্থান।

শুভা। একজন দীপক মল্লিক আর একটা শুঁয়া পোকা—প্রায় সমান তাদের গতি প্রকৃতি। ওদের উভয়ের উদ্দেশ্যই হলো সুন্দর একটা ফুলকে কুচি কুচি করে কেটে শেষ করে দেওয়া। বাবাকে বস করেছে দীপক মল্লিক। না—বাবাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। মঙ্গল বাবুর অফিসে দাদার চাকরী হয় ভাল, না হলে সবাই মিলে বিষ খেয়ে মরবো তবু ঐ শুঁয়া পোকা দীপক মল্লিকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। তোমার দাদার কাজের সম্বন্ধে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

শুভা। মঙ্গল বাবু!

মঙ্গল। মানে তখন ঠিক খেয়াল ছিলনা আর কি। বাড়ী গিয়ে মনে পড়লো। তাই বলতে এলাম।

শুভা। বেশতো বলুন।

মঙ্গল। সোমবার দিন তোমার দাদা যেন রেডি হয়েই যায়। ওই দিনেই আমি তাকে এপোয়েন্টমেন্ট দেব।

শুভা। সত্যি!

মঙ্গল। তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলতে এসেছি?

শুভা। না না তা কেন, তবে—বিশ্রাম করুন—চা খাবেন?

মঙ্গল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শুভা। কি হলো হাসছেন যে?

মঙ্গল। তোমার ছেলেমানুষী দেখে। আচ্ছা তুমি তো আমার বোন আরতির সঙ্গে পড়তে?

শুভা। হ্যাঁ। আরতি ভাল আছে তো? দুজনে আমাদের খুব ভাব ছিল—ও আমাকে সব কথা বলতো। আমিও বলতাম।

মঙ্গল। কি বলতে?

শুভা। বলতাম, জানিস আরতি তোর বড়দাটা না বেজায় গম্ভীর। দেখে যেন গুরু-গুরু মনে হয়। [লজ্জায় জিব কাটে]

মঙ্গল। কি হলো শুভা?

শুভা। কিচ্ছু হয়নি। আপনি যান। দাদাকে কথাটা আমি বলে দেব। [প্রস্থানোদ্যতা]

মঙ্গল। শোনো!

শুভা। বলুন।

মঙ্গল। বলুন নয়—[শুভার হাত ধরে] বল।

শুভা। বল।

মঙ্গল। শুভা! [কাছে টানে]

শুভা। না-না ছাড়ো! এখনি দাদা এসে পড়বে। [সরে যায়]

মঙ্গল। তোমার দাদার চাকরীর কথা আরতি আমাকে অনেকবার বলেছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে তুমিই সেই শুভা। গোপাল যেন নিশ্চিন্ত হয়েই যায়। মাইনে আপাততঃ দুশো নব্বই, পরে আরও বাড়বে··· আচ্ছা তোমার হাত ধরে আমি অন্যায় করলাম? মানে—

শুভা। মানে মানে কেটে পড়ুন। না হলে খুন হয়ে যাবেন।

মঙ্গল। খুন! মানে···

শুভা। কাউকে ডাকবো না। আমি নিজেই ছুরি মারব।

মঙ্গল। কি সর্বনাশ! না-না মানে, আমি তোমার কাছে—

শুভা। ক্ষমা চান—ক্ষমা চান বলছি।

মঙ্গল। হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। [জোড় হাত করে বলে]

শুভা। শুধু ক্ষমা কি! বলুন—

মঙ্গল। কি বলবো?

শুভা। গীত।

ফুল হয়ে তুমি ফুটেছিলে ওগো
আমার মনের গাছে—
ভুল হয় পাছে এই ভয়ে ভয়ে
তুলতে পারিনি।
চাঁদ হয়ে তুমি উঠেছিলে ওগো
আমার স্বপ্নাকাশে
অপরাধ হয় হোক তবু আমি
ভুলতে পারিনি।
তোমার হাসিতে ফুটেছে প্রথম
প্রেমের রজনীগন্ধা—
আমার এ মন-মরু সাহারায়
তুমি যে শ্রাবণ সন্ধ্যা।
ডাহুকী হয়ে গো ডেকেছিলে তুমি
আমার ঘরের কাছে
আহা কি থামিবে। সেই ভয়ে দ্বার
খুলতে পারিনি।

শুভা। বলুন এতদিন তোমার কাছে ভালবাসার কথা না বলে আমি ভুল করেছি।

মঙ্গল। শুভা!

শুভা। হাঃ-হাঃ-হাঃ…

মঙ্গল। হাঃ-হাঃ-হাঃ…সত্যিই ভুল করেছি শুভা। সাহস করে বলতে পারিনি।

শুভা। মুখে না বললেও চোখে বলোছলে।

মঙ্গল। কবে?

শুভা। [ভেংচে] কবে! কবে নয়? যখনই দেখা হয়েছে তখনই তুমি এমনি করে [ট্যারা চোখে ঈশারা করে] চেয়ে থাকতে।

মঙ্গল। দেখেছো?

শুভা। না দেখিনি। আমি অন্ধ!

মঙ্গল। আচ্ছা পরে তোমার কথার জবাব দেব। আজ চললাম।

[প্রস্থান।

শুভা। যা বাবা! এ আবার কি রকম হিরো? যাবার সময় একজিট নাম্বার দিয়ে গেল না। ঠিক আছে···আমিও দেখে নেব। তুমি যেমন···না-না আমি ভুল করছি। সবাই তো আর দীপক মল্লিক নয়। মঙ্গল সভ্য ভদ্র—তাই মনের কথা মনেই চেপে রেখেছিল। ভাগ্যিস দাদার চাকরীর ব্যাপারটা ঘটলো তাই সাহস করে···তবে হ্যাঁ মঙ্গল যদি সত্যিই মঙ্গলদীপ জ্বেলে আমার জীবনে আসে তাহলে প্রথম মিষ্টি খাওয়াব আমি দীপক মল্লিককে। কারণ প্রকারান্তরে সেই আমাদের মিলন প্রজাপতি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পবিত্র বাবুর বাড়ী।

পুলকে শিহরিত আরতির প্রবেশ।

[প্রজাপতিতে তাড়া করেছে। ছু' হাত দিয়ে
বাধা দিতে দিতে।]

আরতি। প্রজাপতি!…এই দুষ্টু প্রজাপতি! তুই আমার পিছু নিয়েছিস কেন রে? আমি যেখানে যাচ্ছি…তুই সেখানে যাচ্ছিস… কেন? আমি কি ফুল যে আমার বুকে বসতে আসছিস? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা‥ [প্রজাপতিটাকে ধরতে যায়]

বই হাতে শঙ্খের প্রবেশ।

শঙ্খ। ডোণ্ট টাচ্ মাই ডিয়ার সিস্টার।

আরতি। তার মানে?

শঙ্খ। ওকে ছুঁয়ো না।

আরতি। কেন, ছুঁলে কি হবে?

শঙ্খ। এ বাড়ী থেকে তোকে বিদেয় হতে হবে।

আরতি। বুঝলাম না।

শঙ্খ। প্রজাপতি ছুঁলেই বিয়ে হয়ে যাবে।

আরতি। যা। ইয়ার্কি করতে হবে না। পড়তে বসগে।

শঙ্খ। পড়তে বসেছিলাম।

আরতি। বসেছিলিস তো উঠে এলি কেন?

শঙ্খ। তোকে দেখাতে।

আরতি। কি?

শঙ্খ। একটা মজার জিনিষ।

আরতি। মজার জিনিষ!

শঙ্খ। দাদার টেবিলে ছিল। এই দেখ। [বই থেকে খাম বার করে]

আরতি। চিঠি? কার চিঠি?

শঙ্খ। বলছি—বলছি—ডোণ্ট তাড়াতাড়ি···অনলি চুপচাপ দাঁড়াও··আমি সাংকেতিক ভাষায় বলছি। চিশোচিন, চিএ চিটা, চিদা চিদা চির চিপ্রে চিম চিপ চিত্র।

আরতি। চিকে চিলি চিখে চিছে?

শঙ্খ। চিতো চির চিব চিন্ধু।

আরতি। চিকে?

শঙ্খ। চিশু চিভা।

আরতি। শুভা! তাই বল। আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম।

শঙ্খ। তার মানে?

আরতি। যখনই শুভার দাদার চাকরী করে দিয়েছে তখনই বুঝেছি।

শঙ্খ। ভালই হবে। কি বলিস? মেয়েটা নিঃসন্দেহে ভদ্র এবং সুন্দরী। অবশ্য ওরা খুবই গরীব। তা হোক, বাবা নিশ্চয়ই দেনা-পাওনার কথা তুলবেন না। ইস কি যে আনন্দ হচ্ছে!

আরতি। হচ্ছে?

শঙ্খ। তোর হচ্ছে না? তোর তো বেশী আনন্দ হওয়ার কথা।

আরতি। কেন?

শঙ্খ। কেন কি? ম্যারেজ লাইনের সেকেণ্ড ক্যাণ্ডিডেট তো তুই। দাদা পেরিয়ে গেলেই তোর পালা।

আরতি। আর তুই ?

শঙ্খ। আমি লাষ্ট। আগে বি, এ, পাস করি তারপর তো বিয়ে। তাছাড়া তোকে না তাড়িয়ে এ বাড়িতে আমি বৌ আনছি না। এবং···

আরতি। সুতরাং···

শঙ্খ। অতএব দাদার পরেই তুই।

আরতি। ছোটদা!

শঙ্খ। প্রজাপতিটা তোকেই তাড়া করেছিল।

আরতি। পড়তে বসবি, না ইয়ার্কি করবি ?

শঙ্খ। পড়ছি।

আরতি। পড়ছিস?

শঙ্খ। আজ্ঞে হ্যাঁ পড়িতে পড়িতে প্রস্থান। [বই পড়ে] বাড়ীতে যদি তিন ভাই বোন থাকে, এবং বোন যদি বিবাহযোগ্যা হয় তাহা হইলে বড় ভাইয়ের বিবাহের পরেই বোনের বিবাহ হওয়া উচিত।

আরতি। তবে রে! [তেড়ে যায়]

শঙ্খ। এবং তাহাই হইবে। [ছুটিয়া প্রস্থান।

আরতি। তোর মাথা হইবে! মুখে বিরক্তি প্রকাশ কচ্ছি কিন্তু মনটা কি বলছে ? বলছে ছোটদা একশো বার ওই কথা বলুক। কেন এমন হয় ? কেন মনে হয় আমি খুব একা ? কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম আমি যেন কোন অচিন দেশে চলে গেছি···আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে ···হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়াল সুন্দর এক রাজপুত্তুর। মিষ্টি হেসে বললো—

সত্যব্রতের প্রবেশ।

সত্য। এইটাই কি মঙ্গল ব্যানার্জীদের বাড়ী ?

আরতি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্য। ওকে একটু ডেকে দেবেন?

আরতি। দাদা তো বাড়িতে নেই।

সত্য। নেই! আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে আসব। [প্রস্থানোদ্যত]

আরতি। শুনুন।

সত্য। বলুন!

আরতি। আপনার পরিচয়টা দিয়ে গেলে আমি দাদাকে বলতে পারতাম।

সত্য। আমি ওর বন্ধু। আমার নাম সত্যব্রত।

আরতি। স্যরি! কিছু মনে করবেন না। দাদার মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি। একি! দাঁড়িয়ে কেন, বসুন···ইস, এ ঘরে তো মোড়া ছাড়া বসবার আর কিছু নেই···

সত্য। ঠিক আছে···আমি মোড়াতেই বসছি···

আরতি। কষ্ট করে একটুখানি বসুন। আমি এখনি আসছি। [প্রস্থানোদ্যতা]

সত্য। ইয়ে···মানে···শুনুন···

আরতি। বলুন।

সত্য। আপনি···

আরতি। মঙ্গলবাবুর বোন। আমার নাম আরতি। [প্রস্থান।

সত্য। মঙ্গলের বোন আরতি। [মোড়াটা দু'হাতে তুলে] কি সুন্দর দেখতে··· চোখে-মুখে-চলায়-বলায় শিক্ষার পবিত্র ছাপ। সাদা শাড়ীটা যেন আরও সাদা করে দিয়েছে ওর মনটাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ছে····

সত্য। মহাভারত পড়ছেন !

শঙ্খ। হ্যাঁ। সকালে রোজই বাবা মহাভারত পড়েন। কত নিষেধ করেছি। বাবার কিন্তু সেই এক কথা—

পবিত্রবাবুর প্রবেশ।

পবিত্র। যা নেই ভারতে…তা নেই ভারতে। অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই…সারা ভারতে তা নেই। বিশ্বের অন্যতম মহাকাব্য মহাভারত হচ্ছে জ্ঞানের খনি—বিজ্ঞানের সূতিকাগার।

সত্য। আপনি—

মঙ্গল। আমার বাবা।

সত্য। [সহসা পবিত্রবাবুকে প্রণাম করে] আপনি আমাকে ক্ষমা করুন কাকাবাবু !

পবিত্র। আরে না-না, ক্ষমা করার কি আছে ! আমি কিছু মনে করিনি। [তোলে] এস বাবা, দীর্ঘজীবী হও…ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন….

সত্য। বিশ্বাস করুন কাকাবাবু ! সেদিন অনেক কারণে মাথার ঠিক ছিল না। তাছাড়া আপনি যে মঙ্গলের বাবা…

পবিত্র। ষ্টপ ষ্টপ মাই বয়। আমি মঙ্গলের বাবা শুনলে তুমি আমাকে বিশেষ খাতির করতে…আর যারা মঙ্গলের বাবা নয় অথচ তোমার বাবা-কাকার মতন তাদের তুমি খাতির করতে না ভাবাও অন্যায়।

সত্য। কাকাবাবু !

পবিত্র। তুমি আমার ছেলের বন্ধু। তোমার মুখ থেকে ওই কথা শুনবো ··আই কাণ্ট্ ইমাজিন—ভাবতেও পারিনি।

মঙ্গল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না সত্যব্রত!

সত্য। পরে বলব ভাই। আজ আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারছি না। কাকাবাবু! আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

ট্রেতে কফির কাপ নিয়ে আরতির প্রবেশ।

আরতি। কফি!

সত্য। অন্য একদিন খাব'খন।

মঙ্গল। এই সত্যব্রত! কি পাগলামী কচ্ছো? কফি খাও।

সত্য। কিন্তু···

পবিত্র। কিন্তু করছো কেন সত্যব্রত! ভুল ছাড়া কি মানুষ থাকে?

শঙ্খ। আপনার সঙ্গে কি সত্যব্রতদার আগে আলাপ হয়েছিল বাবা?

পবিত্র। হ্যাঁ শঙ্খ। সে এক মুস্কিলের কাণ্ড···

সত্য। টাকাটা আমি পৌঁছে দিয়েছি কাকাবাবু। তার পরের দিন ভদ্রলোক পেপারে—

পবিত্র। পড়েছি। সে সব কথা বাদ দাও··কাজ-কর্ম কেমন লাগছে বল। লাইনটা কেমন?

সত্য। ভাল নয় কাকাবাবু। অনেক দায়িত্ব···সব সময় ঠিক··· হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেছে মঙ্গল তুমি তো আর বি সেন এ্যাণ্ড কোম্পানীতে চাকরী কর?

মঙ্গল। হ্যাঁ। কেন বল তো?

সত্য। তোমাদের কোম্পানীর বিরুদ্ধে এ্যালিগেশেন আছে।

মঙ্গল। তার মানে!

সত্য । তুমি জানো না ?

মঙ্গল । না তো ।

সত্য । সাবধানে থেকো । ওদের আসল বিজনেস হচ্ছে স্মাগলিং !

মঙ্গল । সত্যব্রত !

সত্য । ক্ষমা করবেন কাকাবাবু! আজ আমার একটা জরুরী কাজ আছে—আজ আমি চললাম । চিনে গেলাম, সময় পেলেই এসে আপনাকে বিরক্ত করবো । মঙ্গল ! তোমাদের কোম্পানীর অফিসে খুব শীগ্‌গির আবার দেখা হবে । আজ গেলাম— [প্রস্থান ।

আরতি । ভদ্রলোক বেশ শান্ত, নম্র, ধীর ; তাই না বাবা ?

শঙ্খ । বাবা ! আপনার সঙ্গে ওর কবে দেখা হয়েছিল ?

মঙ্গল । বাবার মতই সত্যব্রতও প্রাচীন-পন্থী ! পরিচয় হলো তো··· প্রায়ই আসবে বাবার সঙ্গে গল্প করতে । [প্রস্থানোদ্যত]

পবিত্র । মঙ্গল !

মঙ্গল । বলুন ।

পবিত্র । তুমি আর বি সেন এ্যাণ্ড কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে দেবে !

মঙ্গল ।
শঙ্খ । } বাবা !
আরতি ।

পবিত্র । তোমাদের কোম্পানী যে স্মাগলিং-এর বিজনেস করে একথা তুমি জানতে ? কি হলো ! চুপ করে আছো কেন ? জানতে তুমি ?

মঙ্গল । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

পবিত্র । জানতে ! আর জেনে-শুনেও তুমি সেখানে চাকরী করছিলে ?

মঙ্গল। তাতে কি হয়েছে ! আমি তো আর স্মাগলিং করছি না।

পবিত্র। নিশ্চয়ই করছো !

মঙ্গল। বাবা !

পবিত্র। চুরি করা আর চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া একই অপরাধ।

মঙ্গল। কিন্তু—

পবিত্র। কোন কিন্তু আমি শুনতে চাই না মঙ্গল। আমি চাই তুমি আজই চাকরীতে জবাব দিয়ে আসবো।

মঙ্গল। সম্ভব নয়।

পবিত্র। মঙ্গল !

মঙ্গল। আজকের দিনে ওইরকম একটা চাকরী ছেড়ে দেওয়া মুখের কথা নয়।

পবিত্র। তাহলে কি চাও—আমি শঙ্খ আরতি উপবাস করে থাকবো ?

আরতি। কি বলছেন বাবা ?

মঙ্গল। হঠকারিতা করে—

পবিত্র। চুপ কর। আমি তোমাদের কারও কোন যুক্তি শুনতে চাই না। শুধু জেনে রাখো, মঙ্গল যদি চাকরী ছেড়ে না দেয় তাহলে ওর চাকরীর পয়সায় কেনা কোন জিনিষ আমরা মুখে তুলবো না।

[প্রস্থানোদ্যত]

শঙ্খ। শুনুন বাবা !

মঙ্গল। আমি বলছিলাম…

আরতি। একটু ভেবে কাজটা—

পবিত্র। আঃ, তোমরা তো জানো আমি কোন দিন বেশী কথা বলি না।　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

আরতি। তুমি কি চাকরী ছেড়ে দেবে দাদা ?

মঙ্গল। পিতৃসত্য পালন করতে হলে রামকে বনবাসে যেতেই হয়।

আরতি। বাবাকে নিয়ে হয়েছে মুস্কিল !

মঙ্গল। কিছু মুস্কিল নয়। তোরা কিছু ভাবিস না। আমি সব ম্যানেজ করে নেব।

শঙ্খ। কি করে ম্যানেজ করবে ?

আরতি। চাকরী না ছাড়লে বাবা নিশ্চয়ই অনশন ধর্মঘট শুরু করবেন।

মঙ্গল। চাকরী ছেড়ে দেব।

শঙ্খ। }
আরতি। } দাদা !

মঙ্গল। সত্যি করে নয়। মিছে করে বলব চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

শঙ্খ। সে কি করে সম্ভব ?

মঙ্গল। বেশী ভাবিস না শঙ্খ। আরতি, তুইও বেশী চিন্তা করিস না। এ যুগ ভাবনা চিন্তার যুগ নয়। শুধু ম্যানেজ করে চলতে পারলেই এভরিথিং ও, কে।

আরতি। কি জানি বাবা শেষ পর্যন্ত কি হবে !

মঙ্গল। কি হবে মানে !

আরতি। পুত্রশোকে রাজা দশরথ হয়তো প্রাণত্যাগ ..বে।

প্রস্থান

মঙ্গল। নারে পাগলী না। এ যুগে দশ. .থরা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করে না। তারা পঞ্চবটির ছায়া হয়ে রামদের পিছনে পিছনে ঘোরে।

শঙ্খ। দাদা!

মঙ্গল। আজ রাত্রে খাবার সময় আমরা তিনজনে মিলে রিহার্সাল দেব। সবে তো নাটকের প্রথম অঙ্ক, এখন থেকেই ঠিক করে নিতে হবে কখন কার প্রবেশ—প্রস্থান। [প্রস্থান।

শঙ্খ। আরতি প্রায় দাদার লাইন ধরে নিয়েছে। কিন্তু আমি! আমিও কি পবিত্র ব্যানার্জীর পবিত্র মানবিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবো? না-না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রিহার্সাল ওরা দিক। শঙ্খ ব্যানার্জী কিছুতেই ওদের দৃশ্যে নেই। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লন।

সর্বাধুনিক পোশাক পরে পম্পির প্রবেশ।

পম্পি। নেই···নেই ·নেই, নেই বললে তো সাপের বিষও থাকে না ইডিয়ট। এ অফিস···সে অফিস সব অফিস ভাল করে খুঁজে দেখ। আজ এনোয়াল ফাংসন, নিশ্চয়ই সে এসেছে···কি হলো! গেল কোথায় বেয়ারাটা? দেবু—এই সান অফ বীচ—এই ব্লাডি সোয়াইন—

বেয়ারা দেবুর প্রবেশ।

দেবু। কোথাও নেই মেমদিদি।

পম্পি। কোথাও নেই ?

দেবু। আজ্ঞে না।

পম্পি। আজ অফিসে এসেছে তো ?

দেবু। আমি দেখিনি।

পম্পি। লোকটাকে তুই চিনিস তো ?

দেবু। বলেন কি মেমদিদি! খুব ভাল করে চিনি।

পম্পি। নাম কি বল দেখি ?

দেবু। মঙ্গল বাবু।

পম্পি। দেখতে খুব সুন্দর, তাই না ?

দেবু। খুব।

পম্পি। পম্পি সেনকে দেখেনি তো! দেখলে বিষদাঁত ভেঙ্গে যেতো।

দেবু। মেমদিদি!

পম্পি। শুনেছি ছেলেটার খুব বুদ্ধি। পাপির খুব প্রিয় পাত্র।

দেবু। ঠিকই শুনেছেন।

পম্পি। শুনেছি তো, দেখছি না কেন? তাকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করছে। দার্জিলিংয়ে রেগুলার ছেলেদের সঙ্গে মিশতাম। তা এখানে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। পাপিটা একটু সেকেলে…মামির তো কথাই নেই—দিনরাত ঠাকুর ঘরে বসে আছে।

এমটি মিটারের প্রবেশ।

মিটার। ভদ্র মহিলার নির্ঘাৎ মাথা খারাপ।

পম্পি। মিটার!

মিটার। শুধু মিটার নয়। এমটি মিটার পি-পি। এই বেয়ারা যাও…মঙ্গল বাবু এলেই ধরে নিয়ে আসবে।

পম্পি। তাই যা দেবু। দেখা হলেই বলবি—

মিটার। মিস্ মাকড়সা ডাকছেন।

দেবু। আচ্ছা। [প্রস্থান।

পম্পি। এই, তুমি আমাকে মিস্ মাকড়সা বললে কেন ?

মিটার। অন্যায় বলেছি ম্যাডাম ? দেখেন নি আজকাল পথে ঘাটে, লেকে, ময়দানে কেমন মিস্ মাকড়সারা মিষ্টার পোকা মাকড়দের যৌবনের জালে জড়িয়ে কায়দা করে বেড়াচ্ছে ? আরে বাবা, ওই করে বর পাওয়া যায় না। পাওয়া যায়—

পম্পি। কি ?

মিটার। অভিশাপ।

পম্পি। মিটার !

মিটার। এমটি মিটার পি-পি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আজকের ফ্যাশনের সব জিনিষই পেয়েছি, পাইনি কেবল দুটো জিনিষ। একটা আপনার মঙ্গল, আর একটা আমার অমঙ্গল।

পম্পি। তোমার অমঙ্গল মানে ?

মিটার। দশটা টাকা। সকাল থেকে পেটে এক ফোঁটাও পড়েনি। টেন রূপিজ ছাড়বেন ?

পম্পি। এই নাও। [দশ টাকা দেয়]

মিটার। ব্যস ··ব্যস···বিলকুল ম্যানেজ···পাবলিক প্রসিকিউটার এমটি মিটার এবার এ, সি কারেন্ট হয়ে গেল।

কিষণজী কংকারীয়ার প্রবেশ।

কিষণ। এ্যাতাক্ষণ তুমি কি ডি, সি-তে চোলছিলে মিটার বাবু

মিটার। নট বাবু। বাট এমটি মিটার পি-পি। তারপর কেমন আছেন কিষনজী ঝংকারীয়া ?

কিষণ। নেহি। হামি তো মিষ্টার কংকারীয়া আছে।

মিটার। কেষ্ট বেষ্টু একই কথা স্যর। আর চালে কাংকর মিশিয়ে মিশিয়ে যে হারে টাকা কামাচ্ছেন তাতে কাংকারীয়া না বলে ঝংকারীয়া বলাই ভাল। কারণ আপনাদের ঝংকারেই তো বড়বাজার চলছে।

কিষণ। ফালতু কোথা ছোড়িয়ে দাও মিটার। বোলো মিঃ সেন এখোন কোথায় আছেন ?

মিটার। ঠিক জায়গাতেই আছেন। ঠিক সময়েতেই দর্শন দেবেন। তার আগে তাঁর কন্যা মিস্ হায়নার সঙ্গে পরিচয় করুন।

পম্পি। আবার বাজে কথা বলে!

মিটার। প্রিন্সেস পম্পি সেন। দার্জ্জিলিং কনভেণ্টে লেখা পড়া করছিলেন। সবে সাতদিন কলকাতায় এসেছেন···আপনিই প্রথম নেকড়ে, আপনার সঙ্গে শ্রীমতী হায়নার প্রথম দেখা। খেঁক খেঁক করুন।

পম্পি। হোয়াট!

মিটার। কথা বলুন।

কিষণ। নমস্তে মিস সেন! কেমোন আছেন বোলেন ?

পম্পি। ভাল। আপনি ?

কিষণ। ভাল। লেকিন···

মিটার। আপনাকে দেখে হার্টের উপর দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস রান করছে।

দোদুল দের প্রবেশ।

দোদুল। রান করলে কি হবে, সেঞ্চুরী তো হচ্ছেনা মিঃ মিটার!

মিটার। এমটি মিটার পি-পি…আসুন মিঃ দে! ইনি হচ্ছেন আমাদের থানার সেকেণ্ড অফিসার। সব সময় স্নান করে বেড়ান। দাঁড়ালেই দোলেন। আর ইনি হচ্ছেন মিঃ সেনের মেয়ে।

পম্পি। নমস্কার!

দোদুল। নমস্কার! আপনি—

পম্পি। দার্জ্জিলিংয়ে কনভেণ্টে পড়ছিলাম।

মিটার। আমি সেদিন ড্রেনে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। ছিলাম ফুটপাতে, আপাতত একটা বস্তিতে আছি। আমি বস্তির দলে।

রাসবিহারীর প্রবেশ।

রাস। দলে দলে ভিখিরীগুলো এসে ভিড় করছে। ওদের তাড়াবার কেউ নেই? হ্যালো মিঃ কিষণজী কংকারীয়া! অনেক দিন পরে দেখা। ভাল আছেন?

কিষণ। হঁ্যা বাবুজী। হাপনি ভি ভালো আছেন?

রাস। নিশ্চয়ই। ভাল না থাকলে আপনাদের নিয়ে আনন্দ করছি কি করে! ওরে কে আছিস?

মিটার। আমি আছি স্যার। বলুন কি করতে হবে?

রাস। ভিখিরীগুলোকে তাড়াতে হবে। পারবে?

মিটার। মেরে?

রাস। হোয়াট!

মিটার। জুতো মেরে তাড়ানোই ভাল। কুকুর তো নয় যে লাঠি নিয়ে তাড়া করবো। ওরা কুকুরেরও অধম। জুতো দিন…

সম্বুদ্ধর প্রবেশ।

সম্বুদ্ধ। কিছু লাগবে না। ওরা আপনি চলে যাবে।

পম্পি। বল কি দাদাসোনা! ওরা এত ভদ্র ভিখিরী?

মিটার। ভদ্র তো বটেই ম্যাডাম। ভদ্রলোক না হলে ভিখিরী হয়?

রাস। মিটার!

মিটার। এমটি মিটার পি-পি।

রাস। সম্বুদ্ধ! গোপালকে ড্রিঙ্কস আনতে বল।

সম্বুদ্ধ। মিটার ড্রিঙ্কস···

মিটার। গোপাল ড্রিঙ্কস—

গোপালের প্রবেশ।

তার পরনে উর্দি। হাতে ট্রেতে মদের বোতল ইত্যাদি।

মিটার। আমাদের গোপাল। মিঃ সেনের বাড়ীতে-অফিসে বেয়ারার চাকরী করে! এই রকম আমাদের অনেক গোপাল বাপের পয়সা খরচ করে এখানে সেখানে চাকরী করে। এই রকম চাকরী। গ্রামে, দেশে, পাড়ায় গিয়ে বলে সে অফিসার। আমাদের গোপাল বাবুরা তবু কিষণজীদের মত কিছুতেই ব্যবসা করবে না। গোপাল বাবুরা অতি সুবোধ সন্তান।

গোপাল ট্রে টেবিলে রাখে। পম্পি হাততালি দিলে আসে একটি মেয়ে। সে সকলকে মদ বণ্টন করে।

মিটার। আর বি সেন এ্যাণ্ড কোম্পানীর এনোয়াল ফাংশন আরম্ভ হলো।

অর্কেষ্টায় দ্রিমিক-দ্রিমিক মৃদু বাজনা শুরু হয়। সকলের চোখে তখন নেশা। পা টলে। শুরু হয় নাচ। পম্পি এবং মেয়েটি সকলকেই সঙ্গ দান করে।

মিটার। রাস্তায় যখন ভিখিরীরা একটা পয়সা কিম্বা একমুঠো ভাতের জন্য চিৎকার করে, এখানে তখন শোনা যায়—

মিঃ সেন ও কিষণজী মদের পাত্র ঠেকা-ঠেকি করে।

কিষণ। ক্যা তাজ্জব কি বাত বাবুজী! চাউল হাপনি কেতো লিবেন? ওতো কোমসে কোম পাঁচ গোডাউন হোড করা আছে। মগর বোলেন বাবুজী, বিশ লাখ রূপিয়া নাড়া-চাড়া কোরছি, ঠিক ঠিক পরফিট আসছে না কেনো?

রাস। আরে বিশ লাখ টাকা তো আমার একটা বিজনেসে খাটছে; কিন্তু কথা দাও কিষণজী তুমি ইষ্ট মার্কেটটা আমাকে ছেড়ে দেবে?

মিটার। অন্য দিকে…

সম্বুদ্ধ মেয়েটিকে নিয়ে নাচতে নাচতে বলতে থাকে।

সম্বুদ্ধ। কত টাকা তোমার চাই বল?

মেয়েটি। দুশো!

সম্বুদ্ধ। ফুঃ, দুশো টাকা আবার টাকা! যাবার সময় নিয়ে যেও। অফ্ কোর্ষ—কাল রাত্রে কিন্তু আমার কাছে—

মেয়েটি। বলতে হবে না।

মিটার। আর এক দিকে—

দোদুল দেকে পম্পি বলে।

পম্পি। শুনলাম মঙ্গল ব্যানার্জী নাকি সত্যব্রতবাবুর বন্ধু?

দোদুল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পম্পি। আচ্ছা, মঙ্গলকে লাভার হিসাবে আমার পাশে মানাবে তো?

দোদুল। অদ্ভুত মানাবে।

পম্পি। অল রাইট! তাকে আমি দেখে নেব।

॥ বাজনা দীর্ঘ থেকে হ্রস্ব হয়। নাচও ক্রমে দ্রুত লয়ে পৌছায়। সকলে মাতাল—প্রায় উন্মত্ত ॥

মিটার। কিন্তু সেই পুরোনো কথাটা এবং ঘটনা…পাঁক থেকেই পদ্ম জন্মায়।

॥ বাজনা আরও দ্রুত হয়। নাচ আরও দ্রুত। আসে কল্যাণী। তার পরনে লালপাড় গরদের শাড়ী ॥

কল্যাণী। বাঃ বাঃ বাঃ, অপূর্ব! আনন্দে আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে।

পম্পি। মামি!

কল্যাণী। চুপ কর হতভাগী। মামি! না খবরদার আমাকে মামি বলবি না। মা বলে ডাকতে পারিস ডাকবি, না হলে ডাকবি না।

সম্বুদ্ধ। তুমি রাগ করছো?

কল্যাণী। থাম হতভাগা! লজ্জা করছে না আমার সঙ্গে কথা বলতে?

রাস। তুমি এখানে না এলেই পারতে কল্যাণী।

কল্যাণী। তোমাদের সম্মানে বাধছে? নোংরামীর চূড়ান্ত প্রতি-যোগিতায় গরদের লাল শাড়ী প'রে আসা স্ত্রীকে-মাকে ঠিক মানাচ্ছে না কেমন?

সম্বুদ্ধ। মা!

কল্যাণী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! পাশেই আমার রাধামাধবের ঘর। সেখানে বসে আমি পুজো করতে পারছি না। মদের দুর্গন্ধে আর উন্মত্ত অমানুষদের দাপাদাপিতে মন্ত্র আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে—

রাস। এখন পুজো কচ্ছো কেন?

কল্যাণী। ভুল হয়ে গেছে! মন্ত্র বলে পুজো করা এসময়ে আমার সত্যিই ভুল হয়ে গেছে! তোমরা আরও মদ খাও, আরও উলঙ্গ হয়ে নাচো। আমি চললাম রাধামাধবের পুজো করতে—তবে মন্ত্র বলে নয়, চোখের জলের নৈবেদ্য সাজিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে—ওগো রাধামাধব এমন নরকের দৃশ্য দেখবার আগে তুমি আমার মৃত্যু দিলে না কেন!

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান ॥

পম্পি। ভদ্র মহিলা ব্যাক ডেটেড—

সম্বুদ্ধ। এ যুগে একেবারে অচল।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ।

সত্যব্রতের প্রবেশ।

সত্য। মে আই কাম ইন!

রাস। ইয়েস।

দোদুল। স্যর!

সত্য। আপনিও এখানে!

দোদুল। হ্যাঁ স্যর। মানে আমি এদিকে একটু কাজে গিয়েছিলাম, মানে আমি অফিসে যাচ্ছি স্যর। [প্রস্থান।

মিটার। মানে, মানে মানে কেটে পড়লো। শেয়াল—ধূর্ত খেঁক শেয়াল। যে গর্ত দিয়ে ঢোকে সে গর্ত দিয়ে বেরোয় না। কাজ সেরে নিন স্যর। আমি চললাম।

সত্য। মিটার!

মিটার। এমটি মিটার পি-পি। দুটো টাকা হবে স্যার!

সত্য। বিরক্ত করবেন না।

মিটার। নমস্কার স্যর। ডোণ্ট মাইণ্ড! আমার রক্ত নেই বলেই আমি বিরক্ত করি। [প্রস্থান।

কিষণ। নোমস্তে বড় বাবু! [কিষণজীর প্রস্থান।

সত্য। নমস্তে।

মেয়েটি। আমি গেলাম সম্বুদ্ধ। বাই—বাই—

[মেয়েটির প্রস্থান।

সম্বুদ্ধ। গোপাল, বড়বাবুর জন্যে কোল্ডডিঙ্ক্—

গোপাল। আচ্ছা স্যর। [প্রস্থান।

সত্য। ওকে বলে দিন আমি কিছু খাব না।

পম্পি। গোপাল! কোল্ডডিঙ্ক্ লাগবে না।

রাস। বসুন স্যর!

সত্য। বসব না। আপনাকে কিছু কথা বলব মিঃ সেন।

রাস। বলুন।

সম্বুদ্ধ। চেম্বারে চলুন স্যর।

পম্পি। এয়ার-কণ্ডিসন চেম্বার তো—মন মাথা ঠাণ্ডা থাকবে।

সত্য। আমি মিঃ সেনের সঙ্গে কথা বলছি।

রাস। বলুন স্যর বলুন।

সত্য। ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্যের দরুণ আজ আপনাদের এনোয়াল ফাংশান। তাই দেহ এবং মন দুটোই আপনার আনফিট। বেশী কথা বলব না। আপনার সমস্ত খাতাপত্রগুলো থানায় পাঠিয়ে দেবেন।

রাস। কিন্তু স্যর !

সত্য। কোন 'কিন্তু' আমি শুনতে আসিনি। যা বললাম তাই করবেন।

সম্বুদ্ধ। মঙ্গলবাবু তো আপনার বন্ধু ?

রাস। তাই নাকি ! জানতাম না তো। তা হলে বড়বাবু—

পম্পি। তুমি থামো পাপি, আমি বলছি। বুঝলেন স্যর—চলুন না একটু।—আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ—

সত্য। মিঃ আর বি সেন ! আপাততঃ আমার কাজ শেষ। আমি চললাম। [প্রস্থান

পম্পি। বড়বাবুর বড় অহঙ্কার তো ! কোল্ড ড্রিঙ্কও খেলো না ?

পেনিসিলিনের প্রবেশ।

পেনি। আমাকে কিছু খেতে দিন না বাবু। আমি কাল থেকে কিছু খাইনি।

রাস। হোয়াট ! এখানে ভিখিরী ! গেটকীপার কি কচ্ছে ?

দোতুল দের প্রবেশ।

দোতুল। কি আবার করবে ! মদ খেয়ে ঢুলছে।

রাস। }
সম্বুদ্ধ। } আপনি !

দোতুল। যাইনি স্যর। পাশে লুকিয়ে ছিলাম। কি বলে গেলেন বড়বাবু ?

রাস। খাতা-পত্র অফিসে জমা দিতে বলে গেছে।

দোতুল। দেবেন ?

সম্বুদ্ধ। কি করে সম্ভব !

দোদুল। মঙ্গল বাবুকে দিয়ে ম্যানেজ করে নেবেন। পরে তুনম্বর ব্যাবস্থা করে খাতাপত্র সাবমিট করবেন।

পম্পি। মঙ্গল বাবু আজ আসেনি কেন পাপি ?

রাস। এসেছে।

পম্পি। কোথায় ?

সম্বুদ্ধ। বিশেষ কাজে ব্যস্ত।

পেনি। কিছু খেতে দিন না বাবু। বড্ড খিদে পেয়েছে।

রাস। ভাগ জানোয়ার !

[লাথি মারে। পেনিসিলিন পড়ে যায়।
তার কপাল ফেটে রক্ত ঝরে, সে কাঁদে।
ওরা হাসে।

গীতকণ্ঠে মাতাল প্রবুদ্ধর প্রবেশ।

প্রবুদ্ধ। গীত।

এই দুনিয়া হায়
চিড়িয়াখানা,
কেউ বা হাসে আর কেউ বা কাঁদে।
কারও আনন্দ ধরে নাকো
উপচে পড়ে
কারও মন ভেঙে কুচি কুচি
অবসাদে।
বড় বড় এই জনারণ্য
কেউ আর ভাবে নাকো
আর কারও কথা.

সবাই ছুটে যাচ্ছে—
হরিণ শিশুটা বেঁচে ছিল কিছুটা
ওকে মেরে ভাগ করে খাচ্ছে—
একাকার আজ পাপ পুণ্য
মানুষের সংখ্যা শূন্য
মুখোষের আড়ালে সব কটি মুখ
উন্মুখ হয়ে আছে রক্ত স্বাদে।

পম্পি। রাবিশ ! ছোটদাটার জন্যে মানসম্মান সব যাবে।

[প্রস্থান।

রাস। সম্বুদ্ধ ! তুমি ওকে পাগলা-গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

প্রবুদ্ধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এর চেয়ে বড় পাগলা-গারদ আর কোথাও নেই।

সম্বুদ্ধ সাট আপ। তোর কি লজ্জা বলতে নেই ? এই শুয়ারের বাচ্চা ! যা দূর হ এখান থেকে :

দোদুল। এখনও রক্ত বেরুচ্ছে স্যর।

এমটি মিটারের প্রবেশ।

মিটার। তাতে কিছু ক্ষতি হবে না স্যর। বদ রক্ত বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

দোদুল। ননসেন্স ! [প্রস্থান।

মিটার। গানটা ঠিক ফিট করলো না ছোটবাবু। জানোয়ার-টানোয়ার বললে ভাল হত। যাকগে···আপনারা ভয় পাবেন না। এ মরবে না। এই বাবা পেনিসিলিন ওঠ। কাঁদছিস কেন ? খেতে পাসনি ? মিথ্যে কথা।

সম্বুদ্ধ। তোমাদের কোন কথাটা সত্যি ? [প্রস্থান ।

মিটার। আমরা এখনও মরিনি। এই আয়। খাসনি কি রে ? ভ্যাজাল খাচ্ছিস বিষ খাচ্ছিস···জ্ঞানের ট্যাবলেট খাচ্ছিস—খাচ্ছিস না কি ? চল বাব···তুই হচ্ছিস আমার আগামী দিন··সর্বরোগ হর পেনিসিলিন। তোরাই তো মরা সমাজটাকে বাঁচিয়ে তুলবি। তোরাই তো দুর্নীতির মৃত দেহটাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাবি। আয়। ভয় কি, সঙ্গে আছে এমটি মিটার পি-পি— [পেনিসিলিনসহ প্রস্থান ।

প্রবুদ্ধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ···আমার আবার গাইতে ইচ্ছে করছে

প্রবুদ্ধ। গীতাংশ

বন্য বন্য এই অরণ্য
কেউ আর ভাবে নাকো
আর কারও জন্য
সবাই ছুটে যাচ্ছে—
হরিণ শিশুটা বেঁচেছিল কিছুটা
ওকে মেরে ভাগ করে খাচ্ছে,
একাকার আজ পাপ-পুণ্য
মানুষের সংখ্যা শূন্য
মুখোশের আড়ালে সব কটি মুখ
উন্মুখ হয়ে আছে রক্ত স্বাদে।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

শুভার ফ্ল্যাট

ভবেনবাবুর প্রবেশ।

ভবেন। আরে চিড়িয়াখানা বললে কি হবে! এমনি করেই তো চলছে···দীপক মল্লিক রাগ করবে···করবে তো করবে। তা বলেতো আর মঙ্গল বাবাজীকে আমি···জীবন! ও জীবন···

জীবনের প্রবেশ।

জীবন। আমাকে কিছু বলছেন?

ভবেন। হ্যাঁ।

জীবন। বলুন।

ভবেন। মনে কর তোমার সামনে মঙ্গল আর দীপক এসে দাঁড়িয়েছে. তোমার কাকে বেশী পছন্দ?

জীবন। মঙ্গলবাবুকে।

ভবেন। কারণটা কি বল।

জীবন। মঙ্গলবাবু ব্রাহ্মণ, সুন্দর দেখতে, বড় অফিসার, শিক্ষিত···

ভবেন। আর দীপক?

জীবন। ব্রাহ্মণ নয়, দেখতে মাঝামাঝি, চোরাই ব্যবসা করে এবং লেখাপড়া বেশী জানে না। বলতে গেলে দীপক মল্লিক দৈত্য····আর মঙ্গলবাবু দেবতা।

ভবেন। তাহলে মঙ্গলের সঙ্গে শুভার বিয়ে দিয়েছি ঠিক করেছি?

জীবন। বিয়ে আর কি করে দিলেন ?

ভবেন। কেন ? বিয়ে না হলে ভোজ খেলে কিসের ?

জীবন। কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর দিলেই অমনি বিয়ে হয়ে গেল ?

জীবন। আরে বিয়ে তো ভেতরে ভেতরে কবে হয়ে গেছে। তার ওপর মা কালীর কাছে গিয়ে পুরোহিতকে সাক্ষী রেখে শুভার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে দিল এটা আরও ভাল হলো না ?

দীপকের প্রবেশ।

দীপক। নিশ্চয়ই ভাল হয়েছে।

জীবন। আসুন দীপকবাবু আসুন।

ভবেন। কেন আসবে কেন ? আর এসে লাভ কি হবে···চেয়ার তো একটা, মঙ্গল তাতে বসে আছে আর তো চেয়ার খালি নেই। বসবে কোথায় ?

দীপক। বসতে আমি আসিনি মশাই !

ভবেন। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ।

দীপক। কি দেখাবেন ভবেনবাবু! দেখা আমার হয়ে গেছে। আপনি যে কত বড় ছোটলোক তাও দেখে গেলাম।

ভবেন। খবরদার ! মুখ সামলে কথা বলবে।

দীপক। কি ! চোখ রাঙাচ্ছেন ?

জীবন। কি বিপদ ! ও দীপকবাবু ! যা বলবার কাল সকালে বলবেন, আজ বাড়ী যান। আজ মঙ্গলবাবু আর শুভা দেবীর জীবনের সব চেয়ে শুভ রাত্রি। চিৎকার করে গোলমাল বাধিয়ে ওদের শুভ রাত্রিটা আর অশুভ করে দেবেন না। [প্রস্থান।

ভবেন। বিশ্বাস কর দীপু। তোমার সব টাকা আমি ফেরৎ দিয়ে দেব।

দীপক। না। চিটিংবাজের কথা দীপক মল্লিক বিশ্বাস করে না।

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। দীপক মল্লিক!

দীপক। কি! তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছো?

গোপাল। না। চোখ রাঙাইনি। ভদ্র ভাবেই বলছি। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমি কথা দিচ্ছি বাবা যত টাকা তোমার কাছে নিয়েছে সব টাকা আমি তোমাকে ফেরৎ দেব। কাল তুমি আমাকে হিসাব করে বলো, কত টাকা দিয়েছ।

দীপক। আরে ব্যস! বেজায় গরম! চাকরী পেয়েছ—বোন বড়লোক কাপ্তেন ধরেছে—

গোপাল। দীপক!

দীপক। থাম।

গোপাল। আমরা সবাই থামবো, আর তুমি শুধু লেকচার দিয়ে যাবে?

দীপক। নিশ্চয়ই। কারণ আমি ভদ্রলোক—ব্যবসাদার, মাল দেবে এই বিশ্বাসে আমি টাকা দিয়েছি।

গোপাল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

দীপক। ছিঃ ছিঃ কচ্ছো কেন গোপালবাবু! এ্যাডভান্স করা মাল যদি অন্য কাউকে বিক্রি করে দাও, তাহলে—

শুভা আসে। তার পরনে দামী শাড়ি। কিছু গয়না গায়ে।
সিঁথিতে সিঁদুর।

শুভা। ভদ্রতার সীমা কিন্তু অনেকক্ষণ আগে ছাড়িয়ে গেছ দীপকবাবু।

দীপক। আরে বাবা! সাইনবোর্ড তাহলে লাগিয়ে ফেলেছো···

গোপাল। এইবার কিন্তু অপমানিত হবে দীপক!

ভবেন। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

দীপক। সাবধান জোচ্চোর! টাকা ফেলে কথা বলবে।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। কত টাকা তুমি পাবে দীপকবাবু!

দীপক: আজ্ঞে আপনি!

মঙ্গল। কত টাকা পাবে?

দীপক। টাকার কথা থাক মঙ্গলবাবু! কেমন আছেন বলুন?

মঙ্গল। টাকার হিসাব নিয়ে কাল মর্নিংয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

দীপক। তা ভালই করেছেন। শুভাকে আমি বোনের মত ভালবাসতাম। গরীবের মেয়েকে উদ্ধার করে খুব ভাল কাজ করেছেন। তাহলে—

মঙ্গল। কাল সকালে—

দীপক। দেখা হবে।

মঙ্গল। আজ—

দীপক। চললাম। [প্রস্থান।

ভবেন। ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার! সাপ দেখেছে····অমনি গর্তের দিকে দৌড়। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

গোপাল। বাবার জন্যে মান ইজ্জত সব যাবে।

মঙ্গল। আর যাবে না গোপালবাবু!

গোপাল। আমাকে বাবু বলছেন!

মঙ্গল। বাঃ, সম্বন্ধে তুমি যে আমার বড়। অফিসে অবশ্য নাম ধরেই ডাকবো। তবে বেশী দিন নয়।

গোপাল। কেন?

মঙ্গল। শীঘ্রই তোমাকে ক্লার্কের পোষ্ট দিয়ে আমাদের নতুন অফিসে ট্রান্স্‌ফার করা হবে। বেতন প্রায় ডবল হয়ে যাবে।

গোপাল। সত্যি!

মঙ্গল। কেন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

গোপাল। সে কি বলছেন! যে আমাদের সংসারটার ইজ্জত ফিরিয়ে দিল, তার কথা অবিশ্বাস করবো?

মঙ্গল। কিন্তু একটা কথা।

গোপাল। বলুন!

মঙ্গল। বলুন নয়।

গোপাল। তবে?

মঙ্গল। বল।

গোপাল। কিন্তু—

মঙ্গল। শুভার বড়দা তুমি। সেই হিসাবে আমারও বড়দা। কাজেই—

গোপাল। ঠিক আছে। বল কি বলছিলে?

মঙ্গল। অফিসে কিন্তু আপনি বলবে।

গোপাল। সিওর।

মঙ্গল। আর—

গোপাল। বল—

মঙ্গল। শুভার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছে এ কথাটা যেন অফিসের কেউ না জানতে পারে।

শুভা। জানতে পারলে কি হবে?

মঙ্গল। হবে আবার কি! তবে না জানাই ভাল, কারণ—

শুভা। কারণ—

মঙ্গল। একটু প্রেষ্টিজের প্রশ্ন আছে আর কি।

গোপাল। কিছু ভাবতে হবে না। আমি কাউকে কিছু বলব না।

মঙ্গল। অফকোর্স, তুমি ক্লার্ক হয়ে যাওয়ার পর জানতে পারলেও ক্ষতি নেই।

গোপাল। ঠিকই তো। এখন আমি বেয়ারার কাজ করি। এত বড় একটা অফিসার বেয়ারার বোনকে বিয়ে করেছে শুনলে সম্মানের ক্ষতি হবে। কিন্তু তোমার ভাই-বোন কেউ এখনও এলো না তো?

মঙ্গল। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

শুভা। বাবা হয়তো জানতে পেরেছেন।

মঙ্গল। জানতে তো পারবেনই। কিন্তু শঙ্খ আর আরতির নিশ্চয়ই আসার কথা ছিল। ওরা আমাকে কথা দিয়েছিল।

দু'গুচ্ছ রজনীগন্ধার ডাল নিয়ে আরতির প্রবেশ।

আরতি। কথা দিয়েছিলাম বলেই এলাম দাদা। না হলে—

মঙ্গল। আরতি!

আরতি। যাক সে সব কথা। ছোটদা এলো না। অনেক করে

বুঝিয়েও নিয়ে আসতে পারলাম না। তাই আমার আসতে দেরী হয়ে গেল। এই নাও রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তোমাদের শুভমিলন ফুলের মতই সৌরভময় হয়ে উঠুক—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

শুভা। তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ আরতি?

আরতি। কি যে করেছি ঠিক বুঝতে পারি নি। কারণ বাবা জানতে পেরেছেন যে দাদা চাকরী ছাড়েন নি। তাই পাগলের মত তিনি চিৎকার করছেন আর আমাকে ছোটদাকে যা : চ্ছে তাই বলে—যাক বড়দা! আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারছি না। তুমি যেন কাল সকালে নিশ্চয়ই বাড়ী যেও।

শুভা। কিছু খেয়ে যাবে না আরতি?

আরতি। বাড়ীতে বাবা সকাল থেকে কিছু না খেয়ে আছেন। অনেক অনুরোধ করেও একটু সরবত পর্যন্ত খাওয়াতে পারিনি। তাঁকে উপোসী রেখে আমার কিছু খাওয়া কি ঠিক হবে বৌদি? [প্রস্থান।

গোপাল। যাক তোর ননদ তোকে বৌদি বলে মেনে নিয়েছে। তাহলে প্রমোশনটা কদ্দিনের মধ্যে হচ্ছে মনে হয়?

মঙ্গল। এক মাসের মধ্যে।

গোপাল। আচ্ছা—ক্লার্ক ছাড়া কোন ছোটখাটো অফিসার হতে পারি না?

মঙ্গল। পার। যদি—

শুভা। যদি—

মঙ্গল। আমি ব্যাকিং করি।

গোপাল। তাই নাকি! তা হলেতো—যাক রাত হচ্ছে, ডিসটার্ব করবো না। পরে দেখা যাবে কি করলে কি হয়। শুভা চললাম—মঙ্গলবাবু শুভরাত্রি! [প্রস্থান।

শুভা। দাদাও বাবার মত লোভী হয়ে উঠছে ।

মঙ্গল। মানুষের চরিত্রই ওই শুভা। আমিও কি কম লোভি।

শুভা। তার মানে !

মঙ্গল। তিনমাস পরে যখন আমাদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হচ্ছেই তখন আজকে এইভাবে কালীঘাটে গিয়ে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর না দিলেই হতো।

শুভা। হতো তো দিলে কেন ?

মঙ্গল। লোভ।

শুভা। লোভ!

মঙ্গল। লোভ নয় ! তোমাকে পেতে এখনও তিন মাস দেরী—ওরে বাবা—তিন মাস মানেই তিন বছর। তাই লোভে লোভে আজকেই তোমাকে বৌ করে একেবারে বুকে টেনে নিলাম।

[শুভাকে বক্ষ লগ্ন করে]

শুভা। আরতির সঙ্গে তোমাদের বাড়ী প্রথমে যেদিন যাই, সেই দিনই তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল। তারপর সেই ভাললাগা মনের অজান্তে ভালবাসা হয়ে দেখা দিল।

মঙ্গল। তারপর ?

শুভা। পৃথিবীটা হয়ে উঠতো সুন্দর। তোমার কথা বার বার মনে পড়তো। মনে হতো লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে দেখে আসি।

মঙ্গল। সত্যি !

শুভা। হ্যাঁ গো সত্যি। তোমাকে কতদিন স্বপ্নে দেখেছি। দেখেছি তুমি আর আমি—

মঙ্গল। তুমি আর আমি—

[শুভা গান গায়]

শুভা। **গীত।**

ঘর বেঁধেছি অবুঝ মনের
সবুজ বন ছায়।
(সেথানে) চাঁদ ওঠে আর ফুল ফোটে গো
ছোট্ট আঙ্গিনায়।

মঙ্গল। শুভ্রা !

শুভা। **গীতাংশ।**

ডাকে সেথায় ভালবাসার পাখী,
বাতাস ছোটে ফুলের গন্ধ মাখি,
তুমি আমি মুখোমুখি
বসে দুজনায়।

মঙ্গল। তারপর ?

শুভা। জানিনা যাও।

মঙ্গল। জানো, বলছো না।

শুভা। বলব। তবে এখানে নয় –

মঙ্গল। ঘরে গিয়ে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শুভা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উভয়ে হাত ধরাধরি করে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পবিত্র বাবুর বাড়ী।

সত্যব্রতের প্রবেশ।

সত্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঘরে গিয়ে বলবে! কেন এখানে বলা যায় না? কি এমন গোপন কথা যা এখানে বললে ক্ষতি হবে? আরতি!—এই আরতি—শোন।

আরতির প্রবেশ।

আরতি। বলছি তো এখানে বলা যাবে না।

সত্য। বললে কি হবে?

আরতি। বাবা শুনতে পাবেন।

সত্য। উনি শুনলে—

আরতি। হয় আত্মহত্যা করবেন, নয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন।

সত্য। কি আশ্চর্য্য ··

আরতি। অথচ কথাটা তোমাকে না বললেই নয়। চল না ঘরে···

সত্য। ঘরের ভেতর তুমি আর আমি·· দূর ভীষণ লজ্জা করছে!

আরতি। লজ্জার কিচ্ছু নেই, চল তো।

সত্য। আসল কথাটা কি বল।

আরতি। বিয়ে!

সত্য। বিয়ে! মানে তোমার সঙ্গে—

আরতি। আজ্ঞে না, আমার সঙ্গে বিয়ে নয়।

সত্য। তবে কার সঙ্গে?

আরতি। শুভার সঙ্গে।

সত্য। বাঃ, ভারী সুন্দর কথা! প্রেমে পড়লাম তোমার, আর বিয়ে করবো শুভাকে?

আরতি। আরে বাবা কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনবে—

সত্য। নিশ্চয় শুনবো।

আরতি। বড়দা শুভাকে বিয়ে করেছে।

সত্য। কি বললে!

আরতি। আঃ, চুপ কর চেঁচিও না। বাবা শুনলে আর রক্ষে থাকবে না। সেই জন্যেই বলেছিলাম ঘরে চল।

সত্য। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো না তো?

শঙ্খের প্রবেশ।

শঙ্খ। না সত্যব্রতদা! আরতি সত্যি কথাই বলছে।

সত্য। শঙ্খ!

শঙ্খ। আপনি একমাস ছুটিতে ছিলেন···

সত্য। হ্যাঁ, অসুখের জন্যে ছুটি নিয়েছিলাম। কাল জয়েন করেছি। মিঃ দেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আর, বি, সেন এণ্ড কোম্পানী কোন খাতাপত্র সাবমিট করেনি, তাই মঙ্গলের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

আরতি। দাদা প্রায় একমাস হলো এ বাড়ীতে আসে না।

সত্য। সংসার চলছে কি করে?

শঙ্খ। সে অনেক কথা।

সত্য। অনেক কথা পরে শুনবো। আগে বল টাকা পাচ্ছো কোথায়?

শঙ্খ। দাদা দিচ্ছে।

সত্য। মঙ্গল টাকা দিচ্ছে—

শঙ্খ। মাসের শেষে এক ভদ্রলোক দাদার একটা চিঠি আর টাকা দিয়ে গেলেন।

সত্য। মঙ্গল এখন আছে কোথায়?

আরতি। শ্যামবাজারে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে। শুভা, শুভার বাবা, দাদা সবাই মিলে সেখানে থাকে।

সত্য। বিয়েয় তোমরা যাও নি?

শঙ্খ। আমি যাইনি।

আরতি। আমি গিয়েছিলাম।

শঙ্খ। বিয়ে মানে কালীঘাটে শুভাকে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে....

সত্য। কাকাবাবু জানেন?

আরতি। না।

সত্য। কি সর্বনাশ!

শঙ্খ। দাদা যে শেষ পর্যন্ত এই রকম করবে এ আমরা ভাবতেই পারিনি!

সত্য। আমিও তো ভাবতে পারছি না মঙ্গলকে নিয়ে কি করবো।

শঙ্খ। }
আরতি। } তার মানে!

সত্য। আর, বি, সেন এ্যাণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে আমি কেস দিয়ে দিয়েছি! মঙ্গল যদি এখনও সরে না দাঁড়ায় তাহলে তারও রয়েল পানিসমেন্ট হয়ে যাবে।

পবিত্রবাবুর প্রবেশ।

পবিত্র। সুতরাং তুমি মনে মনে বন্ধুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছ।

সত্য। কাকাবাবু!

পবিত্র। এবং চিন্তা করছো কি করে বন্ধুকে আইনের আওতা থেকে বাঁচানো যায়।

সত্য। না। ঠিক তা নয়। তবে...

পবিত্র। কেন সত্যব্রত! কেন তোমার মনে এমন দুর্বলতা? একজন বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার দেশের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়কে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চাইছো? দেশের প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই? মানবতার প্রতি তোমার কোন মমতা নেই?

সত্য। আছে কাকাবাবু। দেশের বুক থেকে দুর্নীতির মূলচ্ছেদ করবো বলেই আমি পুলিশের চাকরী বেছে নিয়েছি।

পবিত্র। তাহলে মঙ্গলের প্রতি তোমায় এত দুর্বলতা কেন?

সত্য। দুর্বলতা নয় কাকাবাবু।

পবিত্র। তবে কি?

সত্য। আমার ধারণা মঙ্গল খারাপ ছেলে নয়।

পবিত্র। খারাপ হয়ে গেছে সত্যব্রত! মঙ্গল একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। সে আমার জীবনের সমস্ত শিক্ষার পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অশিক্ষার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে...

আরতি। আপনি চুপ করুন বাবা!

পবিত্র। পারি না। চুপ করে থাকতে পারি না। আজ জীবন-সায়াহ্নে যখন দেখি আমার সব আদর্শই ভুল হয়ে গেছে তখন পাগলের মত চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। মনে হয় আত্মহত্যা করে প্রমাণ করে

যাই যে পবিত্র ব্যানার্জী তার সবটুকু পবিত্রতা নিয়েই এই বর্বর সমাজ থেকে পালিয়ে গেছে।

সত্য। আপনি শান্ত হোন কাকাবাবু।

পবিত্র। কি ভরসায় ?

সত্য। সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুকে প্রদীপ আমরা জ্বালবই।

পবিত্র। সত্যব্রত !

সত্য। সমাজের বুক থেকে আমরা দুর্নীতি দূর করবই।

পবিত্র। সত্যব্রত !

সত্য। আমার কর্মজীবনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আর, বি, সেন এ্যাণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছি—বিচারে শাস্তি ওদের হবেই। মঙ্গলকে এক মিনিট আগে পর্যন্ত আমি বন্ধু মনে করেছিলাম, এই মুহূর্ত থেকে তাকে বন্ধুর আসন থেকে নামিয়ে দেশদ্রোহীর স্থলাভিষিক্ত করলাম।

পবিত্র। সত্যব্রত !

সত্য। সত্য পালনই আমার জীবনের ব্রত কাকাবাবু! তাই আমি সত্য পথেই চললাম।

[প্রস্থান।

শঙ্খ। সত্যব্রতদা খুব রেগে গেছে।

আরতি। কি হবে ? দাদার যদি জেল হয়ে যায় ?

পবিত্র। জেল তো অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।

শঙ্খ। }
আরতি। } বাবা !

পবিত্র। তোমরা আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে ?

শঙ্খ। কি কথা বলুন ?

পবিত্র। সংসারটা কি সত্যিই ধারে চলছে ?

শঙ্খ। নিশ্চয়ই। বিশ্বাস না হয় মুদীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসুন।

আরতি। আপনি কি আমাদেরও মিথ্যাবাদী মনে করেন ?

পবিত্র। যদি করি, তাকি খুবই ভুল ?

[আরতি ও শঙ্খ মাথা নত করে।]

পবিত্র। কি হলো! মুখ নামালে কেন তোমরা? বল, আমার কথার জবাব দাও? তোমরা দুই ভাই-বোন কি সত্যিই আমাকে মিথ্যা কথা বলনি ?

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। মিথ্যা কথা না বললে আজকের সমাজে বাস করাই মুস্কিল।

পবিত্র। কে তুমি ?

গোপাল। আমি গোপাল!

পবিত্র। গোপাল!

আরতি। আমার বান্ধবী শুভার দাদা।

গোপাল। আমার বোন শুভাই তো আপনার—

আরতি। গোপালদা! শুভা ভাল আছে তো ?

শঙ্খ। কাকাবাবু ভাল আছেন ?

গোপাল। হ্যাঁ।

পবিত্র। কথাটা বলতে ওরা বাধা দিলেও, আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে সত্যি কথাই আশা করি গোপাল।

শঙ্খ। বাধা কখন দিলাম? এই আরতি গোপালদাকে কথা বলতে বাধা দিয়েছি?

আরতি। নাতো। বাধা কখন দিলাম···কি গোপালদা! আমরা আপনাকে কথা বলতে—

পবিত্র। থামো।

শঙ্খ। }
আরতি। } বাবা!

পবিত্র। তোমাদের তিন জনের বয়েস একসঙ্গে যোগ করলে যা হবে. অতগুলো বছর আমি পৃথিবীতে বেঁচে আছি।

গোপাল। তা ঠিক। তবে সত্যের আজকাল কোন দাম নেই জানেন? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম সত্যি কথা বলতে—সত্যি পথে চলতে···কিন্তু কোন লাভই তাতে হলো না। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে মিথ্যাকেই আঁকড়ে ধরেছি।

পবিত্র। গোপাল!

গোপাল। আমি ভাল পথে থেকে খারাপ হয়ে গিয়েছিলাম কাকা-বাবু—এখন খারাপ পথে চলে খুব ভাল আছি।

পবিত্র। বেরিয়ে যাও।

শঙ্খ। বাবা!

পবিত্র। এক মুহূর্ত ও যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে না থাকে।

আরতি। বাবা!

পবিত্র। আমার কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে না গোপাল?

গোপাল। যাচ্ছে। বেরিয়েও আমি যাচ্ছি···তবে একটা কথা আপনাকে বলে যাচ্ছি কাকাবাবু! এ যুগে আপনি মৃত।

পবিত্র। হোয়াট!

গোপাল। মৃত মানুষের আদর্শ মাথায় নিয়ে এ যুগের যৌবন কি পিছন দিকে এগিয়ে যাবে?

পবিত্র। এতবড় সাহস তোমার! তুমি পবিত্র ব্যানার্জীকে—

গোপাল। জ্ঞান দিতে আসিনি। এসেছি টাকা দিতে।

পবিত্র। টাকা!

আরতি। কার টাকা?

শঙ্খ। কিসের টাকা?

গোপাল। আর অভিনয় করে লাভ নেই শঙ্খ! এবার মেকাপ মুছে মঙ্গলবাবুর দেওয়া টাকাগুলো রাখো। আর—

[টাকাগুলো টেবিলে রাখে]

পবিত্র। আর—

গোপাল। আপনার বড় ছেলে মঙ্গলের সম্বন্ধী এই গোপাল ভটচার্য বলে যাচ্ছে, মঙ্গলকে তাড়িয়ে সংসারের বুকে অমঙ্গল ডেকে আনবেন না।

[প্রস্থান।

পবিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শঙ্খ। } বাবা!
আরতি। }

পবিত্র। আজ ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে···আমি সত্যিই মৃত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শঙ্খ। } বাবা!
আরতি। }

পবিত্র। শুধু আমিই মৃত নই। সমাজ মৃত…সংসার মৃত · মহা-মিথ্যার মহাশ্মশানে মৃত মানবাত্মার দুর্গন্ধময় লাশ।

শঙ্খ। আপনি—

পবিত্র। আশাবাদী। এখনও আমার প্রতিজ্ঞা, এই মিথ্যার মহা-শ্মশানেই রচনা করবো সত্যের দেবালয়।

আরতি। আমরা –

পবিত্র। এখনও যদি বাঁচতে চাও আমার কথা শোনো।

শঙ্খ।
আরতি। } বলুন।

পবিত্র। টাকাগুলো ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দাও। [শঙ্খ ও আরতি টাকাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয়] তোমাদের দাদা, তোমাদের দাদার টাকা যেন কোনদিন এ বাড়ীতে না ঢোকে।

শঙ্খ।
আরতি। } বাবা!

পবিত্র। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বারবার মরতে পারো আর সত্যকে আশ্রয় করে একবার মরতে পারবে না? [প্রস্থান।

শঙ্খ। স্বপ্ন ছিল এম-এ পাস করে বিদেশ যাব।

আরতি। স্বপ্নের মৃত্যু। আমি ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত দেখবো—

[প্রস্থান।

শঙ্খ। মৃত্যুর স্বপ্ন। [প্রস্থান।

———

সপ্তম দৃশ্য

ড্রয়িংরুম।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে। শুনেছি পরের কু-স্বপ্ন দেখলে নিজের হয়। তাই যেন হয় ঠাকুর! এই অনাচার ব্যভিচার সহ্য করতে পারছি না আমি। তুমি আমার মৃত্যু দাও প্রভু!

মাতাল সম্বুদ্ধর প্রবেশ।

সম্বুদ্ধ। প্রবু! প্রবুদ্ধ কোথায় যে তুমি তাকে ডাকছো?

কল্যাণী। কোথায় সে হতভাগা?

সম্বুদ্ধ। ফুটপাতে একদল ভিখিরী রান্না করছে—আর তোমার প্রবুদ্ধ তাদের মাঝখানে বসে গান গাইছে।

কল্যাণী। তাকে ধরে আনতে পারলি না?

সম্বুদ্ধ। পাগল না মাথা খারাপ! তার গায়ে হাত দেব আমি?

কল্যাণী। কেন, সে তোর ভাই নয়?

সম্বুদ্ধ। ভাই হলেও সে আমাদের বংশের কলঙ্ক—সোসাইটির কলঙ্ক। তার জন্যে আমাদের মান-সম্মান সব ধুলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে।

কল্যাণী। সম্বুদ্ধ!

পম্পির প্রবেশ।

পম্পি। দাদা-সোনা ঠিক কথাই বলেছে। পাপিকে বলে তুমি একটা

ব্যবস্থা কর দাদা-সোনা। নাহলে সোসাইটির কাছে আমরা আর মুখ দেখাতে পারবো না।

কল্যাণী। মুখ তো আমিও দেখাতে পারছি না পম্পি।

সম্বুদ্ধ। কার কাছে?

কল্যাণী। মানুষের কাছে। সমাজের কাছে।

পম্পি। কার জন্যে?

কল্যাণী। তোমাদের জন্যে।

সম্বুদ্ধ। কি বললে?

রাসবিহারীর প্রবেশ।

রাস। ঠিক বলেছে। তোমার জন্যে আমার মান-সম্মান সব যাবে।

সম্বুদ্ধ। পাপি!

রাস। আমার গাড়ীটা কোথায়?

সম্বুদ্ধ। রাস্তায়।

রাস। গ্যারেজ থেকে গাড়ীটা রাস্তায় কে নিয়ে গেল?

সম্বুদ্ধ। আমি।

পম্পি। কেন তোমার গাড়ী কি হলো?

সম্বুদ্ধ। ব্রেক-ডাউন।

রাস। তাই আমার গাড়ী নিয়ে তুমি টানাটানি শুরু করেছ?

সম্বুদ্ধ। বাঃ, আজ আমাদের ক্লাবের সকলে পিকনিক করতে যাচ্ছি যে—পম্পি যাবি না কি? বাই দা বাই একটা কথা। পাপি আমার হাজার দুই টাকার দরকার।

রাস। টাকা নেই।

সম্বুদ্ধ। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! মিঃ আর, বি, সেনের টাকা নেই! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রাস। সম্বুদ্ধ!

সম্বুদ্ধ। মাথা ঠাণ্ডা কর পাপি! আমার গাড়ীটা এখনি তোমার গ্যারেজে পৌছে যাচ্ছে…টাকা দু'হাজার ছাড়ো, তোমার নতুন গাড়ী উড়িয়ে নিয়ে আমি যাব। রাস্তার দু'পাশের লোকেরা বলবে ওই আসছে আর, বি, সেনের ছেলে। আমি হাসব—লোকে বলবে ওই হাসছে আর, বি, সেনের ছেলে…মদের দোকানে ঢুকলে দোকানদার সব চেয়ে দামী মদের বোতল আমার হাতে প্যাক ক'রে দেবে, কারণ আই এ্যাম সন অফ মিঃ আর, বি, সেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পম্পি। দেবু…দেবু…

দেবুর প্রবেশ।

দেবু। সেলাম মেমদিদি।

পম্পি। মঙ্গলবাবু চেম্বারে আছেন?

দেবু। আছেন।

পম্পি। মঙ্গলবাবুকে গিয়ে বল দাদা-সোনাকে দু'হাজার টাকা দিতে।

দেবু। এখনি বলছি। [প্রস্থান।

সম্বুদ্ধ। থ্যাঙ্ক ইউ মাই ডিয়ার গোল্ডেন সিষ্টার। ঈশ্বরের কৃপায় মঙ্গল তোমায় হোক। আমি তাহলে গেলাম পাপি! কিছু মনে করো না। টাকায় তো তোমার শ্যাওলা পড়ছে…কিছু কিছু না ওড়ালে পুলিশের হাত থেকে বাঁচবে কি করে?

রাস। ননসেন্স!

সম্বুদ্ধ। নো নো পাপি ! ননসেন্স আমি নই। সেন্স আমার এনাফ। তুমিই একটু সেন্স প্রয়োগ করে দেখ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী মিঃ আর. বি. সেনের কটা টাকা আমি খরচ করছি···

রাস। সম্বুদ্ধ !

সম্বুদ্ধ। দু'হাতে ওড়ালেও যার টাকা শেষ হবে না, সেই আর. বি. সেনের ছেলে আমি। আমি জীবনটাকে ভোগ করতে জন্মেছি—ভোগ করবই। তুমি করবে শুধু হিসাব—আর হিসাব। [প্রস্থান।

কল্যাণী। কি গো ! হিসেবে মিলছে ?

রাস। কল্যাণী !

কল্যাণী। যোগের হিসেবে মিলবে না। বিয়োগ কষে দেখ।

পম্পি। হোয়াট !

কল্যাণী। ইংরিজি তো বুঝি না পম্পি। বাংলায় বলি শোন ' অর্থই অনর্থের মূল।

রাস। তার মানে !

কল্যাণী। বুঝতে পারলে না ? অর্থকে পরমার্থ মনে করে অন্ধের মত তুমি জীবন কাটিয়ে এলে। একবার চেয়ে দেখবার সময় পাওনি— ছেলে, মেয়ে, সংসারের দিকে।

রাস। কে বললো ?

কল্যাণী। ফল। ফলই বলে দিচ্ছে গাছের পরিচয়। এক ফল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক ফল মাতাল হয়ে জীবন ভোগ করতে ছুটে গেল ; আর এক অসভ্য, উলঙ্গ, নির্লজ্জ ফল গাছের ডালে থেকে স্বেচ্ছাচারিতার বাতাসে দোল খাচ্ছে। [প্রস্থান।

পম্পি। পাপি ! তুমি আমাকে দার্জিলিংয়ে পাঠিয়ে দাও।

রাস। তোর মামির কথায় রাগ করিস না পম্পি। জানিস তো ও

একটু সেকেলে। থাক ও সব বাজে কথা। পুলিশ আমাদের ওপর নজোর দিয়েছে। এখন মঙ্গলই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। কারণ—

পম্পি। মঙ্গলের অদ্ভুত ব্রেনের কাছে আমরা সবাই পরাজিত।

রাস। মঙ্গল আমাদের বিজনেসের মস্ত বড় অ্যাসেট। ওকে কি করে আরও কাছে আনা যায় তাই ভাবছি।

পম্পি। তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে একটা কথা বলি পাপি।

রাস। কিছু মনে করব না, বল।

পম্পি। মঙ্গলকে আমি বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

রাস। কনগ্রাচুলেশন মাই চাইও! তোমার শুভ ইচ্ছাকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। আসতে পারি?

রাস। কে? ও মঙ্গল! আরে এস এস···পম্পির মুখে কথাটা শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি।

মঙ্গল। কি শুনেছেন স্যর?

রাস। পম্পি!

পম্পি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাটা আমি পাপিকে জানিয়ে দিয়েছি।

মঙ্গল। কিন্তু···

রাস। কোন কিন্তু নেই মাই বয়! তোমাদের দুজনের মেলামেশা দেখে কথাটা অনেক আগেই আমায় মনে হয়েছিল। অনেক কারণে আমি—

পম্পি। পাপি !

রাস। ও ইয়েস ! তাহলে তোমাকে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। এই বিজনেস এ্যাণ্ড প্রপার্টি তোমার নিজের মনে করে কাজ চালিয়ে যাও। আমি আজই আমার এ্যাটর্নিকে ডেকে পাঠাচ্ছি···

মঙ্গল। কেন ?

রাস। তোমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের এ্যারেঞ্জ করবার জন্য তার সঙ্গে তো কনসাল্ট করা প্রয়োজন। পম্পি মাই চাইল্ড ! মঙ্গল মাই বয় ! তোমরা দুজনেই আমার কাছে এস।

॥ পম্পি ও মঙ্গল রাসবিহারীর দু'পাশে দাঁড়ায়। রাসবিহারী উভয়ের মাথায় হাত রেখে বলে ॥

রাস। তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, মধুর হোক, শান্তির হোক—ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনাই করি।

মঙ্গল। }
পম্পি। } পাপি !

রাস। সো লং মাই চাইল্ড এ্যাণ্ড মাই বয় ! সো লং। [প্রস্থান।

পম্পি। কি স্যর ! এবার বিশ্বাস হলো তো ?

মঙ্গল। আশ্চর্য !

পম্পি। কিছু আশ্চর্য নয় মাই ডারলিং ! আমিতো তোমাকে কতবার বলেছি পাপি রাজী হবে, এবং আমি পাপিকে বলব, কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি।

॥ সহসা পম্পি মঙ্গলের কণ্ঠ লগ্না হয়। খাতা হাতে আসে গোপাল ॥

গোপাল। স্যর !

পম্পি। এই ইডিয়ট ! এখানে কি দরকার ?

গোপাল। দরকার আছে। না হলে কি আসতাম !

মঙ্গল। কি দরকার বলতো গোপাল !

গোপাল। (খাতা দেখিয়ে) এইখানে একটা সই করে দিন।

মঙ্গল। ও ইয়েস ! [সাক্ষর করে দেয়] ব্যস কমপ্লিট।

গোপাল। একটা কথা বলব ?

মঙ্গল। পরে।

গোপাল। ছুটি হয়ে গেলেতো দেখা পাবো না। আপনি অনেকদিন ওখানে যান নি, তাই ও বলছিল···

মঙ্গল। আঃ চুপ কর ! বললাম তো পরে শুনবো। যাও—

গোপাল। ওকে তাহলে কি বলবো ?

মঙ্গল। বলবে···আচ্ছা···কাল বলবো যাও।

গোপাল। মিঃ সেন যা বলছেন তাকি সত্যি ?

মঙ্গল। কি বলছেন উনি ?

গোপাল। মিস্ সেনের সঙ্গে আপনার বিয়ে।

পম্পি। সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে ননসেন্স! গেট আউট, আই সে ইউ গেট আউট···

মঙ্গল। ওকে বলবে আমি কাল যাব।

গোপাল। আচ্ছা আমি চললাম স্যর।

[প্রস্থান।

পম্পি। ইডিয়েটটা কার কথা বলছিস মঙ্গল ?

মঙ্গল। আর বলো না। আজকাল ভাল করলেই তো মন্দ হয়। ওদের পাড়ায় আমার এক বন্ধু থাকে···

পম্পি। ছেলে বন্ধু না মেয়ে বন্ধু ?

মঙ্গল। হোয়াট? মেয়ে বন্ধু! বিশ্বাস কর পম্পি! তুমিই আমার জীবনের প্রথম মেয়ে।

পম্পি। তুমিও বিশ্বাস কর মঙ্গল। তুমিই আমার জীবনের প্রথম পুরুষ!

মঙ্গল। পম্পি!

পম্পি। কি দেখছো?

মঙ্গল। তোমার অপরূপ রূপ।

পম্পি। আমার এই সাজসজ্জা তোমার ভাল লাগছে?

মঙ্গল। লাগছে না!

পম্পি। আমারও খুব ভাল লাগে। একটু বুনো বুনো—একটু দুরন্ত দুরন্ত—জানো মঙ্গল, পাহাড়ী মেয়েদের দেখে আমার খুব হিংসে হয়। এখানে আসার আগে—

গীতকণ্ঠে প্রবুদ্ধ আসে।

প্রবুদ্ধ। গান।

দেখে এলাম ঝিলিমিলি গাঁয়ে।
মহুয়া তলায় শুয়ে আছে
একটা মাতাল মেয়ে।
কানেতে তার নকল সোনার দুল।
খোঁপায় গোঁজা একটি কনকে ফুল।
বরফ সাদা মল দু'গাছি
কালো মেয়ের পায়।
[ও তার] ঢুলু ঢুলু কাজল চোখে
হারিয়ে যাওয়ার দৃষ্টি,

[হায়] ঘুমন্ত সেই মেয়ের মুখের
হাসিটা কি মিষ্টি,
আহা ! বৃষ্টি হয়ে ঝরে শিশির
মেয়ের দু' চোখ বেয়ে।

পম্পি। তার মানে ?

প্রবুদ্ধ। তুই তো সেই মেয়েটার মত হতে চাস ?

পম্পি। চাই তো।

প্রবুদ্ধ। কিন্তু হতে পারবি না।

পম্পি। কেন ?

প্রবুদ্ধ। সেই মনটা কোথায় পাবি ? পোশাক খোলবার আগে মন খুলতে হবে। তোর মনে তো তালা দেওয়া।

রাসবিহারী আসে।

রাস। লছমন সিং—আমার চাবুকটা নিয়ে আয় তো।

প্রবুদ্ধ। চাবুক মেরে কি আর রোগ তাড়ানো যায় ?

রাস। হোয়াট !

প্রবুদ্ধ। আমি তো তোমার জীবনের রোগ—আভিজাত্যের ব্যাধি—সোসাইটির ডিজিজ—

রাস। গেট আউট রাস্কেল। [এক পা থেকে জুতো খুলে ছুঁড়ে মারে] গেট আউট।

প্রবুদ্ধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

রাস। জানোয়ারটার জন্যে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

এমটি মিটার আসে।

মিটার। করবেন না স্যর, মাথা হেঁট করবেন না। লজ্জা আবার

কি ? লজ্জা, ঘেন্না, ভয় ওগুলো হলো গিয়ে মান্ধাতার আমলের ব্যাপার। আজকাল অচল। [জুতোটা কুড়িয়ে] কইরে বাবা পেনিসিলিন— আর এক পাটি পেয়েছি। নিয়ে যা।

ছেঁড়া জুতোর পুঁটলি মাথায় পেনিসিলিন আসে।

পেনি। এক পাটি পেয়েছ ?

মিটার। হাঁ বাবা। এটা অপমানের। অসম্মানেরটা এখন বাবুর পায়ে।

মঙ্গল। মিটার !

মিটার। এমটি মিটার পি-পি।

পম্পি। ওর মাথায় ওগুলো কি ?

মিটার। বললাম তো। ছেঁড়া জুতো। বাবুরা, সায়েবরা, মেমসায়েবরা ফেলে দিয়েছেন, আমার পেনিসিলিন কুড়িয়ে জমা করছে। একদিন গিয়ে কোল্ড-ষ্টোরেজে রেখে আসবো। নে ধর—

রাস। পাগলামী করো না। জুতোটা দাও।

মিটার। অপমান ফিরিয়ে নেবেন স্যার ! নিন তাহলে। [জুতো রাসের পায়ের কাছে রাখে। রাস পরে।]

মিটার। যা পেনিসিলিন, এখান থেকে কেটে পড়। রাস্তায় খুঁজে দেখ। অনেক পাবি।

পেনি। তুমি কখন ফিরবে ?

মিটার। ঠিক নেই। আগে রাম রাবণের যুদ্ধ শেষ হোক।

পেনি। ঠিক আছে।

[প্রস্থান।

রাস। রাম রাবণের যুদ্ধ মানে কি ?

মিটার। আপনারা রাবণ আর সত্যব্রত বাবু রাম। রাম আসছে লঙ্কাপুরীতে—

মঙ্গল।
পম্পি। } সত্যি !
রাস।

দোতুল দে আসে।

দোতুল। আজ্ঞে হ্যাঁ সত্যি। ওপর থেকে ভয়ঙ্কর চাপ দিয়েছে, তাই বড়বাবু আসছেন, মানে রেগে-মেগেই আসছেন—

মঙ্গল। ব্যাপারটা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ দে।

মিটার। ভুল বললেন স্যর। এখন উনি মিঃ দে নন।

পম্পি। তবে ?

মিটার। মিঃ ফেউ।

দোতুল। মিটার !

মিটার। এমটি মিটার পি-পি। কথাটা মিথ্যে বলেছি স্যর ? মিলিয়ে দেখুন না। বাঘ আসার আগে ফেউ আসে কিনা বলুন ? মিঃ ফেউ কি খাবেন বলুন ?

দোতুল। সাট আপ !

মঙ্গল। আঃ কি হচ্ছে ! সত্যব্রত থানা থেকে বেরিয়েছে মিঃ দে ?

দোতুল। এখনও বেরোন নি। মানে ওপরওয়ালার সঙ্গে বেজায় কথা কাটাকাটি, মানে তর্কাতর্কি করছেন আমি দেখে এসেছি। মানে গাড়ী নিয়ে আসবেন তো—কাজেই মানে—

মিটার। মানে মানে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ুন।

দোদুল। চললাম স্যর। যা হোক করে ম্যানেজ করবেন—মানে সবাই মিলে যুক্তি করে ভাবতে থাকুন। [প্রস্থান।

মিটার। ভাবতে থাকুন। ততক্ষণ আমি একটা সিগারেট খেয়ে নিই। [মিটার সিগারেট ধরায়]

মঙ্গল। শুনুন!

রাস। বল বাবাজী!

মঙ্গল। দ্বিতীয় পথটা আগে বলে রাখছি। প্রথম পথ শেষ হলে—অর্থাৎ তাতে কাজ না হলে দ্বিতীয় পথ ধরবো।

রাস। যেমন—?

মঙ্গল। আপনাকে যা-তা বলে গালাগাল দিয়ে আমি চাকরী ছেড়ে দিতে চাইব।

পম্পি। আর প্রথম পথ?

মিটার। ঘণ্টা।

পম্পি।
রাস। } ঘণ্টা!

মিটার। বেড়ালের পায়ে।

রাস। মিটার!

মিটার। এমটি মিটার পি-পি। কিন্তু বাঁধবে কে?

মঙ্গল। আপনি পারবেন না?

মঙ্গল। আমি স্যর নীতি সুধা, নীতি কথা, নীতি বাক্য কখনও ভুলি না। অর্থাৎ সব সময় মনে রেখেছি, 'পারিব না ও কথাটি বলিও না আর।'

মঙ্গল। অলরাইট! কত টাকা দিতে হবে বলুন তো?

মিটার। বড় মাছ ধরতে গেলে টোপ বড়ই লাগবে।

রাস। তিন?

মিটার। আনলাকী থি্।

পম্পি। পাঁচ?

মিটার। পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ ফেলিয়োর হয়েছিলেন।

মঙ্গল। দশ?

মিটার। 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' দশ হাজার টাকার টোপ মিঃ কাতলাকে গিলতেই হবে। আমাকে কিন্তু দশ টাকা লাগবে স্যর!

রাস। এই নাও দশ টাকা। [টাকা দেয়]

মিটার। বাস দক্ষিণা কমপ্লিট। [টাকা পকেটে রাখে] এবার পূজো?

রাস। আগে রাজী করাও তারপর দিচ্ছি। -

সত্যব্রত আসে।

সত্য। দিচ্ছি-দিচ্ছি তো কতদিন ধরে করছেন মিঃ সেন! আজ পর্য্যন্ত একটা ছেঁড়া কাগজও জমা দিলেন না।

রাস। অনেক দিনের কারবার তো স্যর! তাই হিসাব-পত্র এক জায়গায় করতে দেরী হচ্ছে।

সত্য। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে মঙ্গল।

মঙ্গল। তুমি কাজ কমপ্লিট করে নাও। আমি এখনি আসছি। একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি আই ডোণ্ট লাইক—ঠিক তোমার মতই আমিও পছন্দ করি না। [প্রস্থান।

পম্পি। বসুন স্যর। বসলেও কি আপনার আদর্শ লস হয়ে যাবে

সত্য। না-না তা কেন···[বসে] মিঃ সেন !

রাস। বলুন স্যর।

সত্য। নতুন করে আর কি বলব বলুন ? আপনি কি খাতাপত্র সরকারকে দেখাবেন না ?

রাস। নিশ্চয়ই দেখাব। তবে—

মিটার। বুঝতেই তো পারছেন বড়বাবু ! এখনও রেডি হয়নি।

সত্য। আপনি !

মিটার। কাঁঠালী কলা। সর্ব ঘটেই আছি।

সত্য। সেতো দেখতেই পাচ্ছি।

মিটার। চলুন স্যর।

সত্য। কোথায় ?

মিটার। একটু ওদিকে

সত্য। কেন ?

মিটার। একটা কথা বলব।

সত্য। এখানেই বলুন।

মিটার। এখানে বলা কি ঠিক হবে স্যর ?

সত্য। মিটার !

মিটার। এমটি মিটার পি-পি। ঠিক আছে এখানেই বলি। দশ পাবেন—এক মাস সময় দিতে হবে।

সত্য। মানে ?

মিটার। মিঃ সেন হিসাব-পত্র এক মাস পরে দেখাবেন। আপনাকে এনিহাউ ম্যানেজ করতে হবে···বিনিময়ে আপনি পাবেন দশ।

সত্য। দশ ?

মিটার। দশ হাজার টাকা !

সত্য। সাট আপ! এখনি আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করবো। আপনার এত বড় সাহস যে আমাকে ঘুষ দিতে আসেন? গেট আউট ইউ ডেভিল ক্রিমিনাল!

মিটার। আবার ভুল করলেন স্যর!

সত্য! হোয়াট!

মিটার। সাউণ্ড বক্সের সাউণ্ড শুনে মনে করলেন কথাটা ওখান থেকেই আসছে। একবারও ভাবলেন না যে কথা আসে ওই মেসিন থেকে?

রাস। মিটার!

মিটার। এমটি মিটার পি-পি! সাউণ্ড বক্স ফেল মিঃ মেসিন! নাউ আই অ্যাম গোয়িং টু রিপেয়ারিং-সপ। মেরামতীর দোকানের গাদায় পড়ে থাকতে যাচ্ছি। কারণ—আর আমার [স্বর বন্ধ করে বলে] সাউণ্ড রেরুচ্ছে না। [প্রস্থান।

সত্য। মিটারকে দিয়ে আপনি আমাকে ঘুষ খাওয়াতে চাইছিলেন মিঃ সেন? আপনি কি মনে করেছেন সব মানুষগুলোই আপনার মত? সকলেই টাকার লোভে সত্যকে বিক্রি করে দেবে? বলুন—জবাব দিন আমার কথার।

পম্পি। শুনুন স্যর!

সত্য। না। কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। কোন কথা তোমাকে শুনতে হবে না সত্যব্রত! একটা কথা শুধু শুনে রাখো এরা ভদ্রলোক নয়।

পম্পি। মঙ্গলবাবু!

মঙ্গল। ভদ্রলোক হলে অযথা একটা ভদ্রলোককে হ্যারাশ্‌ করতে পারতেন না। শুনুন মিঃ সেন! একমাসের মধ্যে আপনার বিজনেসের হিসাব যদি না দেখাতে পারেন তাহলে আপনার কাছে আমার চাকরী করা সম্ভব নয়।

সত্য। মঙ্গল!

মঙ্গল। বিশ্বাস কর সত্যব্রত। কতদিন বলেছি হিসাব সাবমিট করুন। ভদ্রতা রাখতে গিয়ে আমি অনেক কিছু সেক্রিফাইস করেছি, কিন্তু কে কার কথা শোনে। শুনুন মিঃ সেন!

রাস। বল।

মঙ্গল। সত্যব্রত আমার বন্ধু। তাই আমার খাতিরে আরও একমাস আপনাকে সময় দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে যদি হিসাব কমপ্লিট করে দেখাতে না পারেন তাহলে—ওতো আইনের সাহায্য নেবেই, আমিও চাকরী ছেড়ে দেব।

সত্য। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম মঙ্গল।

রাস। ভুল আমাকেও বুঝেছেন স্যর।

সত্য। থামুন। শুধু মাত্র কথা বলে সাধু সাজবার চেষ্টা করবেন না। মঙ্গলের সম্মানার্থে আমি ওর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। একমাসের মধ্যে যদি সমস্ত হিসাব সাবমিট না করেন তাহলে জাজাল এবং চোরা কারবারের অপরাধে আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হব। [প্রস্থান।

রাস। থ্যাঙ্কস্‌ মাই বয়! সো মেনি থ্যাঙ্কস্‌!

[হ্যাণ্ডসেক করে প্রস্থান।

মঙ্গল। নাটক কেমন দেখলে?

পম্পি। অপূর্ব! নায়কের অভিনয়ের তুলনা নেই।

মঙ্গল। ডারলিং !

পম্পি। এবার নায়িকার কাজ দেখবে এস। [মঙ্গলের হাত ধরে]

মঙ্গল। কোথায় ?

পম্পি। পর্দার অন্তরালে।

[উভয়ের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

শুভার ফ্ল্যাট।

জীবন বাবুর প্রবেশ। হাতে কাগজ।

তাতে কবিতা লেখা। পাঠ করে।

জীবন।　　অন্তরালে বসিয়া বসিয়া
　　　　দিনরাত কি ভাবিছ তুমি !
　　　　বুঝিতে কি পারিতেছ না
　　　　ছলে কলে তোমারে
　　　　কতবার ডাকিতেছি আমি ?

শুভার প্রবেশ।

শুভা। একি ! জীবনবাবু! আপনি সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ঘরে ?

জীবন। কবিতা লিখেছি। তাই তোমাকে শোনাতে এলাম।

শুভা। আপনি কবিতা লেখেন ?

জীবন। আগে লিখতাম না। এখন লিখি, মানে তুমি এই ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে মাথায় কবিতা আসতে শুরু করলো। মানে হঠাৎ হঠাৎ আসতে শুরু করলো। শুনবে একটা কবিতা ?

শুভা। জীবন বাবু !

জীবন। বিশ্বাস কর শুভা ! তুমিই আমার কবিতার উৎস। তোমার চোখের দিকে তাকালেই হাজার হাজার কবিতা, গান, গল্প আমার মাথায় এমন কিলবিল কিলবিল করে উঠে যে—

শুভা। রোগীকে প্রেসক্রিপসন লিখে দিতে গিয়ে ওই সব লিখে ফেলেন।

জীবন। ঠিক ধরেছ। যানো শুভা, আমার ভেতর যে এমন প্রতিভা লুকিয়ে ছিল আমি জানতাম না। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর, মানে পাশে পাশে থাকো তাহলে আমি বোধ হয় সেকেণ্ড রবীন্দ্রনাথ হয়ে যেতে পারি। [হঠাৎ কবিতা বলতে থাকে]

কবিতা

তুমি যদি থাকো আমার পাশে
মাঝে মাঝে ফোটাও জ্ঞানের ফুল।
সন্দেহ নেই তোমার প্রেমের গুণে
হতে পারি সেকেণ্ড নজরুল॥

জীবন। [শুভার কাঁধে হাত রেখে] বল শুভা ! তুমি আমাকে প্রেরণা দেবে ?

শুভা। বেরিয়ে যান—এখান থেকে বেরিয়ে যান বলছি।

জীবন। প্রেরণা দেবে না ?

শুভা। কি ভেবেছেন আপনি ? কি মনে করেছেন বলুনতো ?

হঠাৎ আমার গায়ে হাত দিলেন—আপনি কি আমাকে অন্য কিছু ভেবেছেন ?

জীবন। না না তা কেন! তবে মঙ্গলবাবু অনেক দিন হলো আসেননিতো তাই—

শুভা। থামুন। আমার স্বামী কদিন আসেনি বলে মনে করেছেন আর কোনদিন আসবে না, কেমন? সেই সুযোগে আমার সঙ্গে আপনি প্রেম করতে এসেছেন ?

জীবন। শুভা!

শুভা। আসুক আমার স্বামী। তাকে আমি আপনার সব কথা বলবো।

জীবন। মঙ্গলবাবু আর আসবেন না শুভা।

শুভা। আপনাকে খবর দিয়েছে ?

জীবন। খবর না দিলেও, খবর আমি নিয়েছি। আমি জানি—

শুভা। কি জানেন বলুন ?

জীবন। মিঃ আর, বি. সেনের মেয়ে পম্পি সেনের সঙ্গে মঙ্গলবাবু জমিয়ে প্রেম করছে।

শুভা। মিথ্যা কথা বলে স্ত্রীর কাছে তার স্বামীকে ছোট করবেন না।

জীবন। মিথ্যা কথা নয় শুভা। বিশ্বাস কর আমি সত্যি কথাই বলছি!

শুভা। আপনারা আমার স্বামীকে ভুল বুঝেছেন। আপনারা কেউ তাকে চেনেন না। আমি তার স্ত্রী, আমি জানি তিনি কি বিরাট মনের মানুষ।

জীবন। মঙ্গলবাবুর প্রতি তোমার এতবড় বিশ্বাস যে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা আজও চোখে পড়লো না।

শুভা। তার মানে!

জীবন। সত্যিই যদি সে তোমায় স্বামী হতো তাহলে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর দিত না।

শুভা। কি বলছেন জীবন বাবু!

জীবন। জীবনকে চেনো শুভা, জীবনকে চেনো! মঙ্গলের আশায় বসে থেকে জীবনকে হারিয়ে ফেলো না। আমি তাহলে যাই··· আরও কিছু কবিতা লিখে ফেলি···আসছে···এই মুহূর্ত্তে একটা কবিতা মনে আসছে···

কবিতা

জীবন তোমাকে দেবে
অর্থ অলঙ্কার
এ সমাজ ভীষণ জঙ্গল।
ফিরায়ে দিওনা তারে
অবহেলা করে
ফিরে আর আসিবে না মঙ্গল॥

প্রস্থান

শুভা। লোকটা ডাক্তার হলে কি হবে, একেবারে ছোটলোক! কিন্তু যে কথাগুলো বলে গেল তা কি সত্যি? দূর দূর একটা লম্পটের কথা শুনে মঙ্গলকে আমি ভুল ভাবছি। না না, আমার স্বামীকে আমি চিনি।

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। চিনতে তোর ভুল হয়ে গেছে শুভা!

শুভা। দাদা!

গোপাল। শুধু তোর নয়। আমারও ভুল হয়ে গেছে।

শুভা। কি বলছো তুমি দাদা?

গোপাল। আজকের সেই জঘন্য দৃশ্য দেখার পর থেকে আমি—

শুভা। কি দেখেছ দাদা?

গোপাল। আমার পক্ষে তোকে বলা সম্ভব নয়।

মাতাল মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি শুভা—

শুভা। এ কি! তুমি মদ খেয়েছো?

গোপাল। শুধু মদই খায়নি শুভা—জাহান্নামে যাবার বিষও খেয়েছে

মঙ্গল। বাজে কথা বলবে না গোপাল!

গোপাল। বাজে কথা! এখনও বলছো বাজে কথা?

মঙ্গল। গোপাল!

গোপাল। গোপাল সরল বিশ্বাসে এতদিন তোমার সব কথা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু আজ? আজ যে দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি তাও কি মিথ্যা বলতে চাও লম্পট!

মঙ্গল। সাট্ আপ্! একটা বস্তির কুকুরের মুখে ও কথা আমি টলারেট করবো না।

গোপাল। মুখ সামলে কথা বলবে মঙ্গল ব্যানার্জী।

শুভা। দাদা! তুমি এখান থেকে যাও।

গোপাল। না। যাব না আমি।

মঙ্গল। তা যাবে কেন? চলে গেলে মঙ্গল ব্যার্জীকে জোঁকের মত শুষবে কে?

গোপাল। মঙ্গল!

শুভা। কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছিনা…কি যে হয়েছে তাও জানি না। ওগো শুনছো। আমি কারও কথা বিশ্বাস করতে চাইনা ··তুমি ঘরে চল…

মঙ্গল না।

শুভা। যাবে না?

মঙ্গল। সময় হবে না।

শুভা। কি বলছো তুমি!

মঙ্গল। বুঝতে পারছো না শুভারানী? এতদিন ধরে কেন তোমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াইনি এখনও বুঝতে পারোনি?

শুভা। না, বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস কর আমি বুঝতে চাইও না।

গোপাল। শুভা!

শুভা। তুমি যাও দাদা। বিশ্বাস করে আমি যাকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছি···তার সব কিছুকেই বিশ্বাস করতে দাও। চল। লোকে যে যা বলে বলুক,—আমি জানি তুমি কখনও আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পার না। এস— হাত ধরে]

মঙ্গল। খবরদার বেশ্যা! খবরদার আমার গায়ে হাত দিবি না। [হাত ছিনিয়ে নেয়]

গোপাল। কি বললি জানোয়ার! [সহসা মঙ্গলের গালে চড় মারে]

শুভা। দাদা! এ তুমি কি করলে?

মঙ্গল। ঠিকই করেছে। বস্তি থেকে তুলে এনে করুণা করে ফ্ল্যাটে রেখেছিলাম। দুবেলা যাদের ভাত জুটতো না তাদের মুখে রাজসিক খাবার তুলে দিয়েছিলাম কিনা তাই তার দাম মিটিয়ে দিল।

গোপাল। না। দাম এখনো মেটেনি মঙ্গল ব্যানার্জী! অপেক্ষা

কর। ওই ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েটার জীবন নিয়ে তুমি যেভাবে ছিনিমিনি খেলেছ·· তার উপযুক্ত দাম আমি কিছুক্ষণের মধ্যে মিটিয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

মঙ্গল। যা যা! তোর মত নেড়ী কুত্তার ঘেউ ঘেউনিকে মঙ্গল ব্যানার্জী পরোয়া করে না। [প্রস্থানোদ্যত]

শুভা। কোথায় যাচ্ছো?

মঙ্গল। সে কৈফিয়ৎও তোমাকে দিতে হবে?

শুভা। হবে না! আমি না তোমার স্ত্রী!

মঙ্গল। স্ত্রী! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শুভা। ওকি! তুমি অমন করে হাসছো কেন গো?

মঙ্গল। শুভারানীর কথা শুনে গো!

শুভা। মদ খেয়ে কি তোমার মাথার ঠিক নেই?

মঙ্গল। যথেষ্ট ঠিক আছে। আর ঠিক আছে বলেই আজ তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। বল, কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে?

শুভা। ডেকে না পাঠালে তুমি আসতে না?

মঙ্গল। না।

শুভা। তার মানে!

মঙ্গল। মানে-ফানে ছাড়ো। বেশী কথা বলবার আমার সময় নেই।

শুভা। তাহলে কি লোকে যা বলছে···সবই সত্যি!

মঙ্গল। সূর্যের মত সত্যি। [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা শুভা মঙ্গলের পায়ে ধরে।

শুভা। না। না · কিছুতেই সত্যি নয়। কিছুতেই সত্যি হতে পারে না। মা কালীকে সাক্ষী রেখে তুমি আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছ। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি আমার জীবন যৌবন

সবই উজাড় করে দিয়েছি। তোমার আমার দুটি মনের অনন্ত বিশ্বাসের ফসল আজ আমার গর্ভে। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি মঙ্গল·· এ সত্যি তুমি মিথ্যা করে দিওনা!

মঙ্গল। যাও—যাও···দুটো সেন্টিমেণ্টাল কথা বলে মঙ্গল ব্যানার্জীর স্বর্গের স্বপ্ন ধ্বংস করতে পারবে না।

শুভা। মঙ্গল!

মঙ্গল। তোমার সঙ্গে আমি যৌবনের খেলা করছি শুভারানী।

শুভা। না।

মঙ্গল। তোমার ভালবাসার আমার কাছে কোন মূল্য নেই।

শুভা। না।

মঙ্গল। তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে ভালবাসার খেলাঘর আমি ভেঙ্গে দিয়ে গেলাম।

[সহসা শুভাকে লাথি মারে। শুভা পড়ে যায়। মঙ্গল তার সিঁথির সিঁদুর মোছে। পরে হাসতে হাসতে চলে যায়।]

শুভা। না। আমার প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাসের মন্দির ভেঙে দিয়ে তুমি শ্মশান করে দিও না।

[শুভা মাথা নত করে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে। আসে দীপক মল্লিক। শুভা মাথা তুলে দীপককে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে।]

শুভা। না···না···না··· [দ্রুত প্রস্থান।

দীপক। শুভার প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাসের মন্দির ভেঙে গেছে। এবার সেখানে তৈরী হবে দীপক মল্লিকের লোভ, লালসা, কামনার প্রাসাদ। [প্রস্থান।

নবমদৃশ্য

পবিত্র বাবুর বাড়ী

শঙ্খর প্রবেশ।

শঙ্খ। প্রাসাদ···পৃথিবীর উচ্চতম প্রাসাদ হলো গিয়ে আমেরিকার সিয়ার্স' টাওয়ার—একশো দশ তলা। উচ্চতা চারশো চল্লিশ ফুট। জীব ···পৃথিবীর বৃহত্তম জীব ব্লু হোয়েল। ওজন একশো পঞ্চাশ টন পর্য্যন্ত হতে পারে। হোটেল···ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বড় হোটেল হচ্ছে বোম্বের ওবেরয়। মোট পাঁচশো রুম। পৃথিবীর নিকটতম উপগ্রহ চাঁদ। চাঁদের ওজন কত? চাঁদের ওজন·· চাঁদের ওজন ইস্ কিছুতেই মনে পড়ছে না! এই মাত্র পড়ে এলাম চাঁদের ওজন···

আরতির প্রবেশ।

আরতি। তোর মাথার চেয়ে কম।

শঙ্খ। যা ইয়ার্কি মারিস না। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।

আরতি। কি নিয়ে আসবো?

শঙ্খ। ক্যারিয়ার ডাইজেষ্টটা।

আরতি। কি হবে?

শঙ্খ। চাঁদের ওজনটা দেখে নেব।

আরতি। থাক খুব হয়েছে! দয়া করে আর তোমাকে পরীক্ষায় বসতে হবে না।

শঙ্খ। কেন?

আরতি। কি হবে পরীক্ষায় বসে? অনেক পরীক্ষা দিয়েছিস। বন্ধুদের কাছে পর্য্যন্ত ধার করে দিস্তা দিস্তা দরখাস্ত করছিস; কিন্তু চাকরী পেয়েছিস কি?

শঙ্খ। পাইনি। তবে পাবো।

আরতি। না চাকরী কোন দিনই আমরা পাবো না। কারণ—

শঙ্খ। কারণ—?

আরতি। আমাদের ভাগ্য খারাপ।

শঙ্খ। আরতি!

আরতি। বড়দা সংসার থেকে পালিয়ে গেল। সংসারে অভাব নামল। তোর আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। ভাগ্য এত ভাল যে বুড়ো বাবা পর্য্যন্ত একটা খাতা লেখার কাজ পেলো না।

শঙ্খ। তাহলে—

আরতি। মুদির দোকানে এক পয়সা ধার দেবে না। এমন বন্ধু নেই যার কাছে হাত পাতিস নি। বিক্রি করার মত যা ছিল সবই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে—এর পরেও তুই ভাগ্যের স্বপ্ন দেখিস?

পবিত্রবাবুর প্রবেশ।

পবিত্র। নিশ্চই দেখবে আরতি। অনন্ত আশার স্বপ্ন দেখেই তো মানুষ বেঁচে আছে মা।

আরতি। কিন্তু সেই আশার, সেই স্বপ্নেরও তো শেষ আছে, সীমা আছে বাবা?

শঙ্খ। তুই বোধ হয় মনে মনে ভেঙ্গে পড়েছিস আরতি?

আরতি। তুই ভেঙ্গে পড়িসনি ছোটদা? সারাদিন চাকরীর সন্ধানে ঘুরে সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ী ফিরিস, তখন আয়নার সামনে

গিয়ে দাঁড়িয়েছিস কোন দিন? দেখেছিস কি অপরিসীম ক্লান্তিতে মুখখানা তোর ম্লান হয়ে যায়?

পবিত্র। আরতি!

আরতি। ভেঙ্গে কি আপনিও পড়েননি বাবা? আমি কি দেখিনি রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বারান্দায় পায়চারী কচ্ছেন? আপন মনে নিজের সঙ্গে কথা বলছেন?

পবিত্র। তবু আমি ভেঙ্গে পড়িনি আরতি। তবুও আমার স্বপ্ন দেখার বিরাম নেই। আমি স্বপ্ন দেখি সত্যের জয় হবেই…ন্যায়ের জয় হবেই। আবার আমার সংসার সোনার হাসিতে ভরে উঠবে—শঙ্খ চাকরী পাবে। তোর বিয়ে হবে—আমি আবার প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়ে আনন্দের হাসি হাসবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শঙ্খ। }
আরতি। } বাবা।

পবিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সত্যব্রতর প্রবেশ।

সত্য। কাকাবাবু!

পবিত্র। কে? ও সত্যব্রত! এস। অনেকদিন আসোনি।

সত্য। আসতে কষ্ট হয় কাকাবাবু। আপনাদের দুঃখের ভাগ নিতে পারি না।

শঙ্খ। সেই জন্যেই বুঝি আসা কমিয়ে দিয়েছেন সত্যব্রতদা?

সত্য। দেব না? তোমরা যে আমাকে পর ভাব শঙ্খ।

শঙ্খ। পর ভাবি?

সত্য। ভাব না? পর না ভাবলে কেন তোমাদের দুঃখের ভাগ

আমাকে নিতে দাও না ! আমি দেখেছি, যে দুটো টাকা পায় সেও এসে যা খুশি তাই বলে অপমান করে যায়। অথচ আমি অপমান থেকে তোমাদের বাঁচাতে চেয়েও তার থেকে বেশী অপমানিত হই।

পবিত্র। সত্যব্রত !

সত্য। আমার কথা শুনুন কাকাবাবু !

পবিত্র। বল !

সত্য। আপনার কাছে যে যা পায় হিসাব করে বলুন। সব টাকা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে নিজের হাতে টাকা নিতে হবে না।

পবিত্র। ধার মিটলেই তো আর খিদে মিটবে না বাবা।

সত্য। বেশতো, আরও কিছু টাকা আমি শঙ্খর হাতে দিচ্ছি।

পবিত্র। তা হয়না সত্যব্রত।

সত্য। কাকাবাবু !

পবিত্র। কিছু মনে করোনা বাবা। তুমি আমার স্নেহের পাত্র। তোমার সঙ্গে আমার স্নেহ ভক্তির পবিত্র সম্বন্ধ। তুচ্ছ টাকা পয়সা দিয়ে সেই মধুর সম্পর্কের মাঝখানে দেনাপাওনার বিষ ছড়িয়ো না।

[প্রস্থানোদ্যত।

আরতি। কোথায় যাচ্ছেন বাবা ?

পবিত্র। মুদির দোকানে। বসন্ত যেতে বলে গেল। দেখে আসি খাতা লেখার কাজটা পাই কি না।

শঙ্খ। }
আরতি। } বাবা।

পবিত্র। ওরে ! অভাব হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইস্কুল। সেই ইস্কুলে পড়ে মানুষ যদি পাস করতে পারে, তাহলে সংসার অফিসে চাকরী তার বাঁধা। [প্রস্থান।

শঙ্খ। আমিও চললাম আরতি।

আরতি। কোথায়?

শঙ্খ। চাকরীর সন্ধানে। যে কোন চাকরী আমাকে পেতেই হবে। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে। তাতে যদি মুটেগিরি করতে হয়…কুলি-গিরি করতে হয় আমি তাও করবো, তবু বাবাকে আমি মুদির দোকানে খাতা লেখার কাজ করতে দেব না—কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

সত্য। এত কষ্ট করবে তবু আমার টাকা নেবে না?

আরতি। তুমি কে যে তোমার টাকা নেব?

সত্য। আমি কে, তুমিই জানো।

আরতি। সে জানা বোধহয় ভুল হয়ে গেছে।

সত্য। তার মানে?

আরতি। আমাদের বিয়ে বোধহয় হচ্ছে না।

সত্য। কেন?

আরতি। বুড়ো বাবা, বেকার ছোটদাকে ছেড়ে তোমার ঘরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সত্য। আমি যদি তোমার বাবা এবং ছোটদার জীবনের দায়িত্ব নিই।

আরতি। তুমি নিতে চাইলেও ওরা মেনে নেবে কেন?

সত্য। তাহলে তোমার আমার ভালবাসা মিথ্যা হয়ে যাবে?

আরতি। মিথ্যা হবে কেন? ভালবাসা আরও গভীর হবে।

সত্য। কিন্তু আমি যদি সে গভীরে ডুবতে না পারি?

আরতি। মুক্তো-ভরা ভালবাসার ঝিনুক চিরকাল সেই গভীর জলেই পড়ে থাকবে।

সত্য। আরতি !

আরতি। তুমি জেনে রেখ সত্যব্রত ! আর কোন ডুবুরীকে আমি সে ঝিনুক কুড়তে দেব না। [প্রস্থান।

সত্য। তোমার বাবার কাছেই পেয়েছি আমি নব জীবনের মন্ত্র। তাই পবিত্র অধিকার প্রয়োগ করেই তোমাকে জীবনসঙ্গিনী করব।

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

শুভার ফ্ল্যাট

হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে গোপাল আসে।

আপন মনে বলে।

গোপাল। করব বললেই হোলো ··সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে চাই টাকা—অনেক টাকা। আর সেই অনেক টাকা রোজগার করতে হলে আজকের যুগে অমানুষ হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। এই সামান্য ব্যাপারটা যদি আগে বুঝতাম তাহলে মঙ্গল ব্যানার্জী আমাদের ঠকাতে পারতো না। আর জীবন ডাক্তারের সাহায্যে শুভার পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে হতো না।

জীবনের প্রবেশ।

জীবন। শুভা কেমন আছে গোপাল ?

গোপাল। কালকের চেয়ে অনেক ভাল। তবে ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে।

জীবন। সর্বনাশ!

গোপাল। না জীবন বাবু! ভয়ের কিছু নেই। আমি বলেছি মঙ্গলের চলে যাওয়ার পর তুই বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলি। তাই বাধ্য হয়ে তোকে ইন্‌জেকশন দিতে হয়েছে·· আর সেই ইন্‌জেকশনের প্রতিক্রিয়ায় তোর পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে।

জীবন। বাঃ ঠিক বলেছ। মিথ্যা কথা বলে সত্যিকে ভারী সুন্দর করে চাপা দিতে পারতো·· একটু চেষ্টা করলে তুমি বোধহয় সাহিত্যিক হতে পারতে। যাক ঘড়িটা হাতে ঠিক হয়েছে তো?

গোপাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জীবন। তোমার স্যুটটা বেশ পুরোনো হয়ে গেছে গোপাল···কালই কিনে নেবে। এখন টাকা দেব?

গোপাল। না। এখন থাক। কালই নেব।

জীবন। সেই সঙ্গে শুভার খানকতক দামী শাড়ী কিনে নেবে গোপাল। ওর নেকলেশটা অবশ্য আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েই কিনবো।

গোপাল। ঠিক আছে···শুভাকে আমি বলে দেব।

জীবন। তোমাকে বলতে হবে না···আমি নিজেই বলবো··· [কবিতা বানিয়ে বলে]

॥ কবিতা ॥

ওই দূর নীলাকাশে
দেখা যায় তারকার বিভা···
মনে হয় ঠিক যেন
আমার····আমাদের শুভা।

কবিতার কি গভীর ভাব বুঝতে পেরেছ?

গোপাল। পেরেছি।

জীবন। শুভা কেমন আছে একবার দেখে আসবো ?

শুভা আসে যেন নিজেকে বয়ে নিয়ে। ভূলুণ্ঠিত আঁচল, আলুলায়িত চুল, উদাস দৃষ্টি, ভেজা কণ্ঠ।

শুভা। ভাল আছি ডাক্তার বাবু।

গোপাল। শুভা !

শুভা। খুব ভাল আছি ··স্বামী আমাকে ছেড়ে গিয়ে আবার বিয়ে করেছে, বিয়ের পর একদিনও শ্বশুর বাড়ীর মুখ দেখলাম না···একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন বুকে চেপে ধরে একটা একটা করে দিন গুনছিলাম। তোমরা আমার সেই একরাশ স্বপ্নের গলাটিপে শেষ করে দিয়েছ ··এর পরেও আমি ভাল না থেকে পারি ?

গোপাল। শুভা !

শুভা। তুমি কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে দাদা ? তোমার কাছে আমি কি অন্যায় করেছিলাম যার জন্যে এমনি করে আমার আশার প্রদীপ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলে ? [কান্না]

গোপাল। বিশ্বাস কর শুভা ! আমরা এসব স্বপ্নেও ভাবিনি—

জীবন। তাছাড়া তোমার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে ভালই হয়েছে।

শুভা। ভালই হয়েছে !

জীবন। হয়নি ? যে মঙ্গল তোমার ভালবাসার কোন দাম দিলে না—কি হতো তার স্মৃতি বয়ে বয়ে ? কি দিয়েছে সে তোমাকে ?

গোপাল। ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, আর অপমান।

শুভা। দাদা !

গোপাল। মঙ্গল শুধু তোকে অপমান করেনি—অপমান করেছে আমার বাবার, আমাদের বিশ্বাসের। তোর ভালবাসা নিয়ে সে শয়তান খেলা করেছে—তোর বিশ্বাসকে সে ঠকিয়েছে—

জীবন। কিন্তু আমি? আমি তোমাকে ঠকাবো না। তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব আমি নেব শুভা।

শুভা। [কাঁদিতে কাঁদিতে আমি কি পাগল হয়ে গেছি, না স্বপ্ন দেখছি?

জীবন। পাগল হবারই কি আছে, আর স্বপ্ন দেখারই বা কি আছে! জীবনকে চিনতে শেখো শুভা। আমার বাড়ী, গাড়ী, টাকাকড়ি ভবিষ্যতে তোমারই হবে। আপাততঃ কিছুদিন তুমি আমার নারসিং হোমে নার্সের কাজ করবে। খাওয়া-পরার কোন ভাবনা ভাবতে হবে না। দৈনিক তুমি খেতে পাবে—আঙ্গুর, আপেল, দুধ—আর—

ভবেনবাবুর প্রবেশ। হাতে ছোট প্যাকেটে মাংস।

ভবেন। মাংস। দীপক বাবাজী কিনে দিলে। বললে শুভা মাংস ভালই রাঁধে। অনেক দিন ধরে তার হাতে রান্না মাংস খেতে ইচ্ছে করছে!

শুভা। বাবা!

ভবেন। কি হলো! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলি যে? উনোনে তাড়াতাড়ি আঁচ দে—মাংসটা ভাল করে রাঁধবি। মসলা, তেল, আদা, আর ফার্ষ্ট ক্লাশ দই নিয়ে দীপক এখুনি আসছে—

দীপকের প্রবেশ।

দীপক। দই আর মসলাপত্রগুলো ওখানে রেখে এলাম শুভা।

ভবেন। এস বাবা এস। শুভা আমার সেই শুভাই আছে। মঙ্গলের পাল্লায় পড়ে দু'দিন একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল—তা বলেকি তোমাকেও ভুলতে পারে দীপু ?

শুভা। তুমি কি মদ খেয়েছ বাবা ?

ভবেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সামান্য। এক গণ্ডুস। খেতে চাইনি। দীপু বাবাজী বললে বিলিতি জিনিষ খেতে দোষ নেই—তাই একটু খেলাম—

দীপক। গোপাল বাবু! চলবে না কি ? সঙ্গে নিয়ে এসেছি—

শুভা। বেরিয়ে যাও—তোমরা বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

দীপক! সে কি ! বেরিয়ে যাব কি ! আবার যে নতুন করে এলাম।

জীবন। তোমার অনেক আগে আমি এসেছি। নো হোপ। আমি শুভাকে নার্সের চাকরী দিয়েছি।

দীপক। বাজে কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু! শুভার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওকে আমি নিজের কাছে রাখবো।

ভবেন। মাংসে একটু বেশী করে তেল দিস শুভা....

গোপাল। শুভা মাংস রাঁধতে পারবে না।

ভবেন। চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা! বাপের মুখের ওপর কথা বলছিস ? শুভা দীপুর কাছেই থাকবে।

গোপাল। থামো তো তুমি। ভদ্রলোক নামকরা ডাক্তার—দু'এক মাসের মধ্যে বিলেত যাবেন—দু'হাতে পয়সা উপায় করেন—শীঘ্রই উনি পৃথিবী বিখ্যাত ডাক্তার হয়ে যাচ্ছেন।

জীবন। কবিতা লেখার কথাটা বাদ দিচ্ছো কেন ?

শুভা। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

গোপাল। } শুভা !
ভবেন। }

এমটি মিটারের প্রবেশ।

মিটার। রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছে—রাজকন্যা বরমাল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমরা রাজন্যবর্গের গুণ, শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় শুনছি ও দেখছি।

গোপাল জীবন ডাক্তার অমায়িক ভদ্রলোক—শুভাকে নার্স হিসাবে পেলে উনি দেশের অনেক উপকার করবেন।

ভবেন। থাম, থাম। মস্তানী করিস না। দীপক প্রদীপের মত জ্বলন্ত যৌবন। ও যৌবন ওর নেই—

জীবন। আমি ডাক্তার এবং কবি। স্বাস্থ্য ও সাহিত্য দুটোই আমার হাতে।

গোপাল। আমার ইচ্ছা তুই জীবনবাবুকেই—

ভবেন। আমার ইচ্ছা দীপক মল্লিক—

দীপক। আমার জীবনে আছে বিরাট স্বপ্ন—

শুভা। থামো থামো—তোমরা একবার দয়া করে চুপ কর—

গোপাল। }
ভবেন। } শুভা!

শুভা। তোমরা কি কসাইখানা খুলেছ দাদা? তোমরা কি আমার রূপ-যৌবন কুচিকুচি করে কেটে মাংসের মতন বিক্রি করতে চাও?

গোপাল। শুভা!

শুভা। ডাকো…ডাকো তোমাদের খরিদ্দারদের—বলুক ওরা কি দিয়ে কিনতে চায় আমাকে। বলুন, কত দেবেন আমার দাম? কত দেবেন আমার যৌবনের বিনিময়ে? টাকা দেবেন, বাড়ী দেবেন, গাড়ী দেবেন?

জীবন। }
দীপক। } শুভাদেবী!

শুভা। বাড়ি, গাড়ী, অর্থ অলঙ্কার অনেককিছু দিয়েই তো আমাকে কিনতে পারেন। আমার বাবা, দাদা চান আমাকে বিক্রি করে দিতে। বিক্রি আমি হবো—কিন্তু দাম চাই—উপযুক্ত দাম—বলুন কে কত দেবেন—বলুন—বলুন—

মিটার। মি লর্ড! হে আমার দর্শকবৃন্দ! আপনারা কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ফেলুন। আজব মার্কেটে আজ যৌবনের নিলাম হচ্ছে - আপনারা মন দিয়ে লক্ষ্য করুন—

শুভা। বলুন, আপনারা কে কত দেবেন? আমি বিক্রি হব। বিক্রি যখন হবো তখন উপযুক্ত মূল্য গুনে নেবেন আমার বাবা-দাদা। বলুন কে বেশী দাম দেবেন? যে বেশী দাম দেবেন—আমি আমার মনের মঙ্গল দীপ একফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে তাঁরই হাত ধরে চলে যাব। বলুন—কে বেশী দাম দেবেন—কে দেবেন বেশী দাম?

গীতকণ্ঠে প্রবুদ্ধের প্রবেশ।

প্রবুদ্ধ। গীত

নিলাম হচ্ছে আজ নিলাম।
আজব মার্কেটে আমি
খবর পেলাম।
(হচ্ছে) টন হিসাবে মন বিক্রি
ভেব না গুন দিলাম।
ভূষির দরে হাসি বিকোর
মিথ্যার দরে সত্যি।

সত্যি কথা বলছি শোন
মিথ্যা নয় এক রত্তি।
শান্তির কি দর জানবো বলে
লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম।
সুখের সঙ্গে পাইল দিয়ে
বিক্রি হচ্ছে দুঃখ।
খুসি দিয়ে পাষাণ ভাঙ্গা
ওজন কিন্তু সূক্ষ্ম।
সেলট্যাক্স তাই বেশী নয়কো
শুধু একটি সেলাম।
বেচছো তুমি বেচছি আমি
কিনছে মাঝি মাল্লায়।
নারীর যৌবন বিক্রি হচ্ছে
লোভের দাঁড়ি পাল্লায়।
(কিন্তু) হৃদয়ের নেই কোন দাম
তাইতো ফিরে এলাম।

গোপাল। ছোটবাবু! আপনি এখানে?

প্রবুদ্ধ। মিটারের মুখে খবরটা শুনে দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের আসল খদ্দেরকে খবর দাওনি কেন?

মিটার। আসল খদ্দের কে বলুন তো?

প্রবুদ্ধ। মঙ্গল বাবুর বড় শালা—আমার বাবার বড় ছেলে···আমার বড়দাদা আজব মার্কেটের সব চেয়ে বড় খদ্দের! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

মিটার। আই এ্যাম একসট্রিমলি স্যরি! আজকের মত তাহলে নিলাম বন্ধ।

জীবন । }
দীপক । } আমরা তাহলে আজকের মত চলি ।

শুভা । না-না, যাবেন কেন আপনারা ?

জীবন । }
দীপক । } যাব না ?

শুভা । না । আর যাবেনই যদি ··তাহলে আমার দাম বলে যান ।

জীবন । আমি দেব আমার ব্যবসার যা কিছু আছে ।

দীপক । আমি দেব তুমি যা চাইবে ।

শুভা । পারবে দিতে ? দিতে পারবে তোমরা ?

জীবন । }
দীপক । } নিশ্চয় পারবো ।

শুভা । তাহলে শোন । বাড়ি, গাড়ী, অর্থ অলঙ্কার কিছু আমি চাই না । আমি চাই ভালবাসা । তোমাদের মধ্যে যার হৃদয়ে ভালবাসা আছে···হৃদয় আছে, সেই আমাকে ভালবাসা দিয়ে হৃদয় দিয়ে কিনে নিয়ে যাও । [কান্না]

[দীপক মল্লিক ও জীবনবাবু মাথা নত করে চলে যায় ।
মিটার হাসে ॥]

মিটার । ভালবাসা ওরা কোথায় পাবে ? হৃদয় বলে কি ওদের কিছু আছে ? থাকলে কি পারতো আজ যৌবন কিনতে আসতে ?

শুভা । ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—এই কি আমাদের দেশের সমাজ ! এই সমাজের মানুষেরা এখনও গান গায়, স্বপ্ন দেখে, কবিতা রচনা করে ! আমার বিশ্বাস করতে ভয় করছে যে এ আমার বাবা, ও আমার দাদা । আর এই আমি এখনও বেঁচে আছি !

ভবেন। শুভা !

শুভা। লজ্জা করে না তোমার বাবা হয়ে মেয়ের সামনে তার যৌবনের খদ্দের ডেকে নিয়ে আসতে ?

গোপাল। কথা শোন—

শুভা। লম্পট জীবন ডাক্তারের কাছে বোন বিক্রি করে তুমি বড়-লোক হতে চাও দাদা ! বাঁচার এত সাধ তোমার ? এ বাঁচার চেয়ে কি মরে বাঁচা সুখের নয় ?

মিটার। ব্যাপারটা একই। বেঁচে মরে থাকা।

গোপাল। সাট্ আপ রাস্কেল। আপনার কথাতেই শুভার মাথা বিগড়ে গেল। গেট আউট···গেট আউট ফ্রম মাই হাউস।

মিটার। ভুল করছো কেন গোপালবাবু !

গোপাল। ভুল করছি !

মিটার। সিওর। আমাকে তুমি মানুষ মনে করছো কেন ! আমি তো মানুষ নই।

গোপাল। তবে কি আপনি ?

শুভা। কে আপনি ?

ভবেন। কেন আপনি—

মিটার। আমি একটা সূক্ষ্মবোধ···আমি একটা সুন্দর উপলব্ধি—আমি একটা উজ্জ্বল সত্যিকথা !

গোপাল। মিটার !

মিটার। এমটি মিটার পি-পি। আমি মানব মনের শূন্যতা পরি-মাপক যন্ত্র। এবং মানবসমাজের জঙ্গলের বিচিত্র একটি জন্তু। [প্রস্থান।

ভবেন। শোন শুভা ! দীপককে আমি কাল আবার নিয়ে আসব।

গোপাল। না। জীবনই শুভার জীবন হবে।

শুভা। শুভার জন্যে তোমরা কেন এত ভাবছো গো! শুভা তার বাঁচার পথ ঠিক করে ফেলেছে···

গোপাল। } তার মানে!
ভবেন। }

শুভা। আমি স্বামী পরিত্যক্তা—আগামী দিনের স্বপ্ন থেকে বঞ্চিতা—তোমাদের এই বর্বর সমাজের কাছে আমি অপরিচিতা, তাই আত্ম-হত্যা করেই আমি আত্মরক্ষা করবো। এ ছাড়া আমার কোন উপায় নেই—[কাঁদিয়া ফেলিল]

পবিত্রবাবু আসে।

পবিত্র। বৌমা!

গোপাল। আপনি!

পবিত্র। চিনতে পেরেছ তা হলে? উনি বুঝি তোমাদের বাবা?

ভবেন। হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে? কিছু খাবার জিনিষ এনেছো?

পবিত্র। না। আমি আপনার মেয়ে শুভার শ্বশুর।

শুভা। বাবা! [প্রণাম করে]

পবিত্র। এস মা। সাবিত্রী সমান হও। বেয়াই মশাই! আমি আমার পুত্রবধূকে নিতে এসেছি।

ভবেন। তার মানে!

গোপাল। শুভাকে আপনি নিয়ে যাবেন?

পবিত্র। মা যখন নিজে থেকে বুড়ো ছেলের কাছে গেল না—তখন বাধ্য হয়েই আমাকে মায়ের কাছে আসতে হলো। নে মা তৈরী হয়ে নে। রাস্তায় সত্যব্রত গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে—

গোপাল। পুলিশ অফিসার সত্যব্রতবাবু?

পবিত্র। হ্যাঁ। কিন্তু পুলিশ অফিসার হিসাবে আসেনি। এসেছে আমার ছেলের বন্ধু হিসাবে। গাড়ীটাও ভাড়া—মায়ের কি তৈরী হতে দেরী হবে?

শুভা। না বাবা দেরী হবে কেন। দাদা! শ্বশুরবাড়ী চললাম—বাবা! তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। [প্রণাম করে]

ভবেন। তুই সত্যি সত্যি চলে যাবি শুভা!

শুভা। যাবো না? নারীর দেবতা স্বামী—সেই স্বামীর স্বর্গ শ্বশুর আমাকে নিতে এসেছেন, আমি কি না গিয়ে থাকতে পারি?

গোপাল। কিন্তু কি সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ী যাবি?

ভবেন। মঙ্গল তো আবার বিয়ে করেছে—

শুভা। তবু তার সম্বন্ধেই আমি তার বাবার সঙ্গে যাব। করুক সে বিয়ে—তবু আমার কাছে সে দেবতার চেয়ে বড়। স্বর্গের চেয়েও পবিত্র—

পবিত্র। বৌমা!

শুভা। আসুন বাবা! মেয়ের অপরাধ নেবেন না। আমার জীবনের অসংখ্য ভুল ক্ষমা করে আপনি আমাকে তীর্থক্ষেত্রে নিয়ে চলুন—।

ভবেন।
গোপাল। } শুভা!

শুভা। সেই পরম তীর্থের মন্দিরে নাইবা থাকলো দেবতা, মন্দির তো আছে। আমি সেই শূন্য মন্দিরের বন্ধ দুয়ারে জীবনভর মাথা কুটে মরবো—চোখের জলে আল্পনা এঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে থাকবো—আমি মরণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেখে যাব আমার শূন্য মন্দিরে দেবতা আবার ফিরে এল কিনা। [প্রস্থান।

পবিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

গোপাল। হাসছেন!

পবিত্র। হাসবো না? এ হাসি আমার জয়ের হাসি। আমি যে হারিনি এ হাসি তার জলন্ত প্রমাণ। বুঝলে গোপাল! এখনো প্রকৃতি তার চরিত্র হারায়নি। এখনও পাখী ডাকে—ফুল ফোটে। মানুষ তার চরিত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেললে কি হবে—একদিন তাদের এ ভুল ভাঙ্গবেই। তমসা তিমির এই রাতের দুয়ার খুলে একটা উজ্জ্বল প্রভাত ছুটে আসবেই। [প্রস্থান।

ভবেন। কিরে! হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? শুভাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

গোপাল। শুভা আর ফিরবে না।

ভবেন। ফিরবে না তো আমি খাব কি? মাংসটা রান্না করবে কে? দীপক মল্লিক আর আসবে না—জীবন ডাক্তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। না-না—অসম্ভব—শুভাকে আমি যেতে দেব না—কখনও না। শুভা! ফিরে আয়—মাংসটা রান্না কর—এই যে দেখ—তুই—আমার হাতে মাংস। [প্রস্থান।

গোপাল। নিয়ে তো গেলে পবিত্রবাবু! খাওয়াবে কি? শঙ্খ তো এখনও বেকার। আরতি অবশ্য কি একটা কাজ পেয়েছে—তাতে কি সবার মুখে দুবেলা খাবার জুটবে? না। শুভাকে আবার ফিরে আসতে হবে। শুভা এখনও মঙ্গলকে স্বামী বলে মেনে নিচ্ছে? কিন্তু আমি মানি না। শয়তান মঙ্গলকে কাল আমি অফিসের মধ্যে ধরবো। অনেক টাকা তাকে দিতে হবে। না দিলে শুভার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারটা আমি পম্পি সেনকে বলে দেব। [প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

সেন ম্যানসন।

পম্পির প্রবেশ।

পম্পি। পম্পিকে এখন বলে কোন লাভ হবে না। আগে বলা উচিত ছিল।…তখন তো কথায় কথায় বলতে মঙ্গল খুব ভাল বিজনেস বোঝে! [ঘড়ি দেখে] কি ব্যাপার চঞ্চলতো এখনও এলো না!

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। খুকি!

পম্পি। মামি!

কল্যাণী। চুপ কর হতভাগী। লজ্জা করে না একজন পর পুরুষের সঙ্গে—

পম্পি। কি বলছো তুমি?

কল্যাণী। কি আর বলছি…কতটুকু বলতে পারছি…

পম্পি। দয়া করে চুপ করবে!

কল্যাণী। কেন চুপ করবো কেন? কি ভেবেছিস তোরা দুই ভাই বোনে? মদ খেয়ে নিত্যি নতুন মেয়েমানুষ নিয়ে তিনি তো মত্ত হয়ে আছেন…আর তুই? তুইতো তাকেও ছাড়িয়ে গেলি। মঙ্গলকে পছন্দ করলি…তাকে মেনে নিয়ে, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিলাম। কিন্তু ছ' মাস যেতে না যেতে আবার অন্য পুরুষের দিকে হাত বাড়িয়েছিস। কেন? কোথায় পেলি এত সাহস? কোন সাহসে তুই চঞ্চলের সঙ্গে এত মেলামেশা করিস?

পম্পি। আমার খুশি।

কল্যাণী। না ওরে না! তুই যে মেয়ে। মায়ের জাত।

পম্পি। মা—

কল্যাণী। হ্যাঁ খুঁকি! রাণী হয়ে কোন লাভ নেই, নারী হয়ে দেখ কি স্বর্গীয় সান্ত্বনায় তোর সাহারা মন ছায়ায় ছায়ায় ভরে উঠেছে।

পম্পি। ছায়া আমি চাই না···

কল্যাণী। আজ চাস না, কিন্তু একদিন চাইতে হবে।

পম্পি। মামি!

কল্যাণী। ওরে হতভাগী! যৌবন তো বন্যার মত। দু' দিন পরেই চলে যাবে কিন্তু জীবন? জীবন পড়ে থাকবে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। কি নিয়ে কাটাবি সেই বিরাট জীবন?

পম্পি। হাঃ-হাঃ-হাঃ –

কল্যাণী। সিঁথিতে সিঁদুর নেই···কপালে নেই সিঁদুরের টিপ··· এয়ো-স্ত্রীর পবিত্র চিহ্ন শাঁখা নোয়া পর্যান্ত হাতে রাখিস নি···তবে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস কেন?

পম্পি। আমি চললাম···

কল্যাণী। যাবার আগে শুনে যা···মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস তখন মা হবার তপস্যা কর।

পম্পি। হোফলেশ··· [প্রস্থান।

কল্যাণী। রক্তের দোষ···না হলে কত মেয়েরই তো লেখা-পড়া শিখছে—কজন আর পম্পির মত জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে!

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। খেলা করতে করতে কোথায় যে গেল!

কল্যাণী। কার কথা বলছো মঙ্গল?

মঙ্গল। পম্পি। একটা জরুরী কাজ ছিল—

কল্যাণী। তোমাকে একটা কথা বলবো বাবা ?

মঙ্গল। বলুন।

কল্যাণী। পম্পির সঙ্গে তোমার কি ঝগড়া হয়েছে ?

মঙ্গল। কেন ? হঠাৎ একথা বলছেন—

কল্যাণী। হঠাৎ বলিনি বাবা। ক' দিন ধরে লক্ষ্য করছি···মেয়েটা যেন কেমন হয়ে গেছে···

মঙ্গল। তা হবে। আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি। সময় কোথায় বলুন ? দিনরাত কাজ নিয়ে পাগল হবার উপক্রম···

কল্যাণী। কাজ তো টাকার জন্যে। টাকাই কি তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় লক্ষ্য মঙ্গল ?

মঙ্গল। তার মানে !

কল্যাণী। মানেটা না বোঝার মত ছেলেমানুষ তুমি নও মঙ্গল। তোমার মনে রাখা উচিত তুমি বিয়ে করেছ···

মাতাল সম্বুদ্ধর প্রবেশ।

সম্বুদ্ধ। বিয়ে করেছে তো কি হয়েছে ? বিয়ে করেছে বলে বৌকে মাথায় নিয়ে নাচবে না কি ?

কল্যাণী। সম্বুদ্ধ !

সম্বুদ্ধ। ওয়েট···ওয়েট···আগে কাজ মেটাই। কি হলো মঙ্গল বাবু ···দেরী কচ্ছো কেন···ছাড়ো।

মঙ্গল। টাকা তো ক্যাশিয়ারকে দিতে বলে এসেছি।

সম্বুদ্ধ। হাজার টাকায় কিছু হবে না।

মঙ্গল। ঠিক আছে···আরও এক হাজার টাকা বলে দিচ্ছি··· চলুন···

কল্যাণী। দাঁড়াও মঙ্গল।

মঙ্গল। দাঁড়াবার সময় নেই। অনেক কাজ জমে গেছে···

কল্যাণী। জমুক। তবু আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

মঙ্গল। হোয়াট! আপনি আমাকে আদেশ কচ্ছেন?

রাসবিহারীর প্রবেশ।

রাস। না-না মঙ্গল! আদেশ করবে কেন? হয়তো কোন জরুরী কথা আছে তাই শোনবার জন্য অনুরোধ কচ্ছে।

মঙ্গল। এখন আমার কোন কথা শোনার সময় হবে না।

রাস। সময় করে নিতে হবে।

মঙ্গল। না সম্ভব নয়।

কল্যাণী। মঙ্গল!

সম্বুদ্ধ। আঃ, কেন দেরী করে দিচ্ছো মামি!

রাস। তুমি থামো সম্বুদ্ধ।

সম্বুদ্ধ। থামো বললেই তো আর থামতে পারি না পাপি! কারণ জীবনের ট্রেন হাওয়ার বেগে ছুটছে···

রাস। তার মানে?

সম্বুদ্ধ। পরে বলবো। আগে টাকাগুলো নিয়ে আসি। কই মঙ্গলবাবু! এস।

রাস। না। মঙ্গল এখন যাবে না।

মঙ্গল। যাবো না!

কল্যাণী। না। তোমার সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা আছে।

মঙ্গল। আপনি কি মনে করেছেন বলুন তো?

রাস। মঙ্গল!

মঙ্গল। আপনারা কি মনে করেছেন মঙ্গল ব্যানার্জী আপনাদের আজ্ঞাবহ দাস, যে যা হুকুম করবেন মাথা নত করে আমি তাই পালন করবো? বলুন কি ভেবেছেন আপনারা?

কল্যাণী। তুমি আমাদের অপমান করছো?

সম্বুদ্ধ। অপমান আবার কখন করলো? ও তো ঠিক কথাই বলেছে।

মঙ্গল। আপনি থামুন!

সম্বুদ্ধ। যা বাবা! আমাকে মেজাজ দেখাচ্ছো কেন ব্রাদার! আমি তো তোমার মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট শালাবাবু। টাকা পেলে স্পিক্ টি নট···চল দেরী হয়ে যাচ্ছে। কেয়া এতক্ষণ হোটেলে এসে গেছে···

রাস। সাট আপ্, রাস্কেল!

সম্বুদ্ধ। কেয়া—কেয়া! আমার নাইনটিন্থ গার্ল ফ্রেণ্ড। তাকে আমার ডেট দেওয়া আছে—কি নাইস দেখতে তোমাকে আর কি বলব। মঙ্গলতো দেখেছ···বল না জিনিষটা খারাপ?

কল্যাণী। ওগো! এখনও তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছো? বলি তুমি কি বেঁচে আছো না মরে গেছ?

রাস। কল্যাণী!

কল্যাণী। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা আমাকে অপমান করবে আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে? দেখ—তাই তুমি দেখ। পারোতো ওদের সঙ্গে তুমিও আমাকে অপমান কর···[কান্না]

রাস। তুমি কাঁদছো কল্যাণী!

কল্যাণী। না হাসছি। জামাই অপমান করছে, ছেলে অপমান করছে, একটু আগে মেয়ে অপমান করে গেল তাই আনন্দে আমি হাসছি—[কান্না]

সম্বুদ্ধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রাস। গেট আউট···গেট আউট—

সম্বুদ্ধ। হোয়াট!

কল্যাণী। বেরিয়ে যা জানোয়ার! এখান থেকে তুই এখনি বেরিয়ে যা।

সম্বুদ্ধ। খবরদার বাজে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি—

রাস। কি বললি জানোয়ার!

সম্বুদ্ধ। সাট আপ, ননসেন্স!

কল্যাণী। সম্বুদ্ধ!

সম্বুদ্ধ। ফারদার জানোয়ার বলে গাল দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

কল্যাণী। কি করবি তুই হতভাগা?

সম্বুদ্ধ। তোমাদের গলাটিপে জন্মের মত জানোয়ার বলে গাল দেওয়া বন্ধ করে দেব।

রাস। সম্বুদ্ধ!

সম্বুদ্ধ। আজ চমকে উঠলে চলবে কেন? ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি—টাকার তপস্যা করতে গিয়ে তুমি দিনকে রাত বানাচ্ছো। হাতে তোমার মদের পেয়ালায় রঙিন মদ চলকে উঠছে—দেখতে দেখতে মনটা আমার পাগলা ঘোড়ার মত খেয়ালের পথে ছুটতে শুরু করলো—

মঙ্গল। সম্বুদ্ধ বাবু!

সম্বুদ্ধ। তোমার মাননীয় শ্বশুর শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলতো মিঃ ভগ্নিপতি—যে আমড়া গাছে যেমন আম ফলে না—তেমনি বিলাসের পথে ছুটন্ত এই খেয়ালী পাগলা ঘোড়াকে আজ আর কিছুতেই সংযত করা যায় না। [প্রস্থান।

রাস। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

কল্যাণী। স্বপ্ন দেখবে কেন! নিজেকে দেখছো।

রাস। নিজেকে দেখছি!

কল্যাণী। দেখছো না? ওরা তোমার যৌবনকালের প্রতিচ্ছবি। দেখে চিনতে পারছো না?

রাস। কল্যাণী!

কল্যাণী। ঐশ্বর্য্য দিয়ে লালসার পাত্র পূর্ণ করতে গিয়ে আজ তোমার জীবনের পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চার দিক শুধু শূন্য—আর শূন্য।

[প্রস্থান।

রাস। কল্যাণী! সম্বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ, পম্পি ওরা সকলে মনে করেছে আমি মরে গেছি। না। আমি মরিনি। সকলের মনের ইচ্ছা আমার নখদর্পণে। ওরা বুঝতে পারে না যে সব কিছু বুঝতে পারে মিঃ আর, বি, সেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[প্রস্থানোদ্যত]

মঙ্গল। দাঁড়ান!

রাস। কিছু বলবে?

মঙ্গল। হ্যাঁ!

রাস। বল।

মঙ্গল। অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।

[প্রস্থান।

রাস। না। রাসবিহারী সেন মঙ্গল ব্যানার্জীর মত একটা সাধারণ মানুষের কথায় অপেক্ষা করবে না।

পম্পি আসে।

পম্পি। পাপি!

রাস। কি হয়েছে মা?

পম্পি। মঙ্গল আমাদের বিজনেস থেকে টাকা সরাচ্ছে।

রাস। শুধু টাকাই সরাচ্ছে না মা—বিজনেসটাকে নিজের দখলে রাখতে চায়।

পম্পি। আর সেই ভয়ে তুমি অস্থির হয়ে উঠেছো? কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন পাপি—তোমার ছেলেরা বিজনেসের কিছু না বুঝলেও তোমার মেয়ে বিজনেস বোঝে?

রাস। ভুলে যাই নি মা। তবে মঙ্গল তোর স্বামী—

পম্পি। থামোতো। স্বামী—স্বামী বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে!

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। না কিনে এখনও নেয়নি, তবে প্রায় ডাবল দাম দিয়ে বসে আছে। শেয়ার মার্কেটের যা অবস্থা তাতে কিছু বেশী টাকা দিয়েও ওটা কিনে নেওয়া দরকার—

রাস। কোথাকার শেয়ারের কথা বলছো?

মঙ্গল। চা বাগানের। এই দেখুন বিজ্ঞাপনটা।

[বিজ্ঞাপন পড়তে দেয়। রাসবিহারী পড়ে]

রাস। যা ভাল বোঝ তাই কর বাবাজী! আমি আর কি বলব।

মঙ্গল। ঠিক আছে—আপনি যখন বলছেন—পম্পি—তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে এক মত?

পম্পি। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে যে কথা হলো—সব ভুলে বসে আছো?

মঙ্গল। স্যরি।

পম্পি। তুমি কি কিছু ভাবছো মঙ্গল ?

মঙ্গল। না—না—কি আর ভাববো—[বেল বাজায়]

[দেবু আসে। হাতে লাল রংয়ের খাতা

মঙ্গল। [খাতা খুলে] এইখানে একটা সই করে দিন।

রাস। সই ! কেন ?

মঙ্গল। যে শেয়ারটা কিনছি—সেটা যে আপনি অনুমতি দিয়েছেন তার একটা—

রাস। বুঝেছি। কিন্তু টাকা কত লাগবে ?

মঙ্গল। এক লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ টাকা একত্রিশ পয়সা। সইটা করে দিন।

[রাসবিহারী সই করে। তার হাত কাঁপে]

মঙ্গল। কাঁপছেন কেন ?

রাস। শরীরটা ভাল নেই মঙ্গল।

মঙ্গল। ডাক্তার মুখার্জিকে কল দেব ?

রাস। এ রোগ ডাক্তারে সারাতে পারবে না বাবাজী।

পম্পি। পাপি ! তুমি মিথ্যে ভয় করছো।

রাস। কি জানি মা। ভুল করে রোগ ডেকে এনেছি কিনা…তাই মনে হচ্ছে বাঁচার আশা খুবই কম।

[প্রস্থান।

মঙ্গল। দেবু !

দেবু। আমাকে দু'দিন ছুটি দিন স্যর।

মঙ্গল। কেন ?

দেবু। বাবার খুব অসুখ। আজ চিঠি এসেছে। বিশ্বাস না হয় এই দেখুন চিঠি।

মঙ্গল। ছুটি এখন হবে না।

দেবু। স্যর বাবার যে ভীষণ অসুখ…আপনার বাবা থাকলে বুঝতেন।

মঙ্গল। দেবু'

দেবু। ক্ষমা করবেন স্যর। ছুটি না দিলেও আজ আমি বাড়ী যাবই।

মঙ্গল। বাট রিমেমবার, চাকরী চলে যাবে।

দেবু। চাকরী গেলে চাকরী পাবো স্যর। কিন্তু বাবা মারা গেলে এ জীবনে আর তাকে দেখতে পাবো না। [প্রস্থান।

মঙ্গল। সান অব বীচ…

পম্পি। গাল দিলে কি হবে মঙ্গল! তোমার কোন পার্শোন্যালিটি নেই।

মঙ্গল। তার মানে?

পম্পি। ওকে চাকরী থেকে ডিসচার্জ কর। না হলে—তোমাকে কেউ ওরা সম্মান জানাবে না। [প্রস্থান।

মঙ্গল। জানাবে পম্পি জানাবে। ম্যানেজার থেকে যখন আমি মালিক হবো তখন কত ব্যাটা এসে বলবে—

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। নমস্কার স্যর! কেমন আছেন?

মঙ্গল। কি ব্যাপার! কাজটাজ কি রকম করছো?

গোপাল। কাজ!

মঙ্গল। কেন? কাজের নাম শুনে চমকে উঠলে কেন? মন দিয়ে কাজ কর—তোমার ইনক্রিমেণ্টের শীঘ্রি ব্যবস্থা করছি—

গোপাল। চুপ কর মিথ্যাবাদী! শুভার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে পম্পি সেনকে বিয়ে করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছো, তাই না?

মঙ্গল। গোপাল!

গোপাল। পাছে আমি তোমার গোপনতা এদের কাছে ফাঁস করে দিই এই ভয়ে আমার চাকরীটাও খেয়ে দিয়েছ।

মঙ্গল। সে কি! আমি তো—

গোপাল। কিছু জানো না? কিন্তু কেন আমার চাকরী গেল সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে মঙ্গলবাবু।

মঙ্গল। একটা বস্তির কুকুরের কাছে আমি আমার কোন কাজের কৈফিয়ৎ দিই না।

গোপাল। দিতে হবে মঙ্গলবাবু! এই বস্তির কুকুরের কাছেই তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

মঙ্গল। হোয়াট!

গোপাল। তুমি মনে করেছ তোমার সব পাপ চাপা থাকবে, তাই না? না। তোমার সমস্ত গোপনতা আমি মিঃ সেনের কাছে, তাঁর মেয়ের কাছে প্রকাশ করে দেব।

মঙ্গল। কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ তোমার চাকরী চলে গেছে, তাই তোমার সমস্ত সত্যি কথাগুলো আজ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।

গোপাল। তবু তোমাকে পাপের শাস্তি নিতে হবে শয়তান!

মঙ্গল। গেট আউট—আই সে ইউ গেট আউট···

গোপাল। না। তোমার চালাকীর শাস্তি না দিয়ে এখান থেকে আমি যাব না।

মঙ্গল। যাবে না? এটা কি তুমি বস্তি মনে করেছ রাস্কেল!

গোপাল। খবরদার মঙ্গল ব্যানার্জী! আমাকে তুমি চেনো না। জানো না আমার ভেতরের জানোয়ারটাকে। শুভাকে চিনে তার চরিত্র চিন্তা করে তুমি আমাকে বিচার করেছ? না, আমি শুভার মত নরম নই—ভীতু নই—ভাল মানুষ নই।

মঙ্গল। তোমাকে আমি একমিনিট সময় দিলাম। যা বলার বলে শেষ করে নাও।

গোপাল। আমার চাকরী আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

মঙ্গল। না।

গোপাল। শুভাকে স্ত্রী বলে মেনে নিতে হবে।

মঙ্গল। অসম্ভব।

গোপাল। না হলে শুভার সারা জীবনের ভরণ-পোষণের জন্য তোমাকে বিশ হাজার টাকা দিতে হবে।

মঙ্গল। ইমপশিবল্।

গোপাল। মঙ্গল ব্যানার্জী! তাহলে শুনে রাখো ··

মঙ্গল। দারোয়ান—দারোয়ান—

গোপাল। ওঃ, দারোয়ান দিয়ে আমাকে বার করে দেবে! ঠিক আছে · আমি চললাম। কিন্তু মনে রেখো—তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

মঙ্গল। গোপাল!

গোপাল। এবং সম্ভবতঃ সেই দেখাই শেষ দেখা। [প্রস্থান।

মঙ্গল। ব্লাডি···সোয়াইন···সান অব বীচ,···আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা আদায় করতে এসেছে। হ্যাঁ দেখা হবে—তাতে কি হয়েছে? তোর মত একটা হন্যে কুকুর আমার কি করতে পারে? নো-নেভার—ইউ কান্ট ডু এনি হার্ম টু মাই লাইফ—তুই আমার কিছুই করতে পারবি না। [প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

পবিত্রবাবুর বাড়ী।

অসুস্থ শুভা আসে। তার হাতে মঙ্গলের
ফটো। শুভা ফটো দেখে।

শুভা। না গো না···তুমি আমার তেমন কিছু ক্ষতি করতে পার নি—আর পারনি বলেই আমার সেই পবিত্র বিশ্বাসের মন্দিরে তোমাকে একদিন ফিরে আসতেই হবে। [কান্না] ওগো! তোমাকে ফিরে আসতেই হবে।

শঙ্খের প্রবেশ।

শঙ্খ। ফিরে আসতে তো হবেই। না হলে বাকী প্রশ্নগুলো মুখস্থ করবো কখন? [শঙ্খকে আসতে দেখে শুভা ফটোটা লুকায়] আচ্ছা বৌদি! তাড়াতাড়ি উত্তর দাও, কাঁদলে চোখ দিয়ে জল বেরোয় কেন?

শুভা। তাতো জানি না ভাই।

শঙ্খ। কেন জানো না ভাই! তুমি যখন কাঁদো তখন চোখ দিয়ে জল বেরোয় না?

শুভা। কখন আবার কাঁদলাম?

শঙ্খ। এখনি তো তুমি কি একটা দেখতে দেখতে কাঁদছিলে। আমাকে দেখে সেটা লুকিয়ে রেখে কান্না বন্ধ করলে।

শুভা। বাজে কথা বলবে না।

শঙ্খ। বাজে কথা বলছি! তুমি কিছু লুকোও নি?

শুভা। না।

শঙ্খ। যদি বার করতে পারি তাহলে—?

শুভা। খুব শীগ্‌গির তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবো।

শঙ্খ। ঠিক আছে, তাহলে তাই করো। [আস্তিন গুটোয়]

শুভা। কি হবে মশাই, কুস্তি লড়বে নাকি ?

শঙ্খ। ইয়েস ইয়াহিয়া খাঁ···স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন না করলে যুদ্ধ চলবেই। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী।

শুভা। তাহলে রেডি। [সহসা শঙ্খ এগোয় শুভা পিছোয়] ভাল হবে না ঠাকুরপো!

শঙ্খ। মন্দ তো হবে।

শুভা। বিশ্বাস কর ওটা কিছু নয়।

শঙ্খ। কিছু নয় বলেই তো দেখাতে চাইছো না। [আঁচল ধরে]

শুভা। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করবে নাকি ?

শঙ্খ। নট্ বস্ত্র—বাট বস্তুটি অবশ্যই করিব হরণ। [আঁচল ছেড়ে শুভার হাত ধরে চমকে উঠে] বৌদি!

শুভা। আমি চললাম ভাই। আরতির আসার সময় হয়ে গেছে।

[প্রস্থানোদ্যতা]

শঙ্খ। জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে···কই একবারও তো বলনি ?

শুভা। বলে কি হবে ভাই ? ভাগ্যই যার পুড়ে গেছে সামান্য একটু জ্বর তাকে আর কতখানি পোড়াবে। [কাশি]

শঙ্খ। চুপচাপ শুয়ে পড় বৌদি। আমি এখনি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

শুভা। ডাক্তার আনতে হবে না ভাই—

শঙ্খ। হবে বৌদি হবে। তোমার মনের রোগ হয়তো ডাক্তার ভাল করতে পারবে না—কিন্তু দেহের রোগ তো ভাল হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

শুভা। আমার মনের ডাক্তার তো বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে। [ফটো বার করে] কিগো কেমন করে ভুলে আছো? কি পেয়েছ তুমি পম্পি সেনের কাছে? [কাশি] আঃ, বুকটা জ্বলে গেল···জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে কাশিটাও এসে জুটেছে। [ছবি দেখে] এই হাসি তোমার কি করে মিথ্যে হয়ে গেল গো? কি করে ভুলে গেলে সেদিনের সেই কথা?

গীত।

হায়রে রাতের বুকে
স্মৃতির পাখনা মেলে
স্বপ্নের পাখীগুলো উড়ে যায়।
অশ্রু আখরে আঁকা
ভালবাসা কথাটি
বেদনার আগুনেতে পুড়ে যায়।
(আজ) জীবনের বালুচরে
ফেলে ছায়া ছায়া পদচিহ্ন
মরণ এগিয়ে আসে
সাথে লয়ে ধূসর সায়াহ্ন।
হৃদয় হিসাব করে
কি পেল কি পেল না
আঁখি জলে আঁখি দুটি ভরে যায়॥

মাতাল গোপালের প্রবেশ

গোপাল। কি রে শুভা! হাসির হাটে এসে কাঁদছিস কেন?

শুভা। দাদা তুমি!

গোপাল দেখতে এলাম শ্বশুর বাড়িতে তুই কি সুখে আছিস।

শুভা। যতখানি সুখে রাখা সম্ভব এরা আমাকে ততখানি সুখেই রেখেছে দাদা। তুমি কেমন আছো বল? বাবা কেমন আছেন?

গোপাল। খুব ভাল আছি। আমাদের সুখের সীমা নেই। জীবন ডাক্তার তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আবার বস্তিতে উঠে গেছি।

শুভা। তুমি মদ খেয়েছো?

গোপাল। তুই তো খাইয়েছিস মদ। তোর জন্যেই তো চাকরী চলে গেল। তোর জন্যেই তো আজ আমাকে মদ খেতে হয়েছে।

শুভা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর দাদা।

গোপাল। ক্ষমা করলেই কি বাবার খিদে মিটবে। কাল সারাদিন আমরা উপোষ করেছি···বুড়ো বাপটা দোকানে দোকানে গিয়ে খাবার চেয়ে বেড়াচ্ছে—

শুভা। বলো না দাদা! ও কথা আর আমার কাছে বলো না! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

গোপাল। সহ্য করতে না পারিস তো আমার সঙ্গে ফিরে চল।

শুভা। আমি যাব না।

গোপাল। তাহলে টাকা দে।

শুভা। টাকা!

গোপাল। হ্যাঁ টাকা। কাল থেকে উপোষ করে আছি। খিদের পেট জ্বলে যাচ্ছে। না যাস তো টাকা ছাড়।

শুভা। টাকা কোথায় পাবো?

গোপাল। কেন? নন্দ চাকরী করছে, শ্বশুর দোকানে খাতা লিখছে, তোর আবার অভাব কিসের?

শুভা। সে টাকায় আমি হাত দিই না।

গোপাল। তাহলে তোর হাতে যে সোনার নোয়াটা রয়েছে ওটা খুলে দে।

শুভা। না। ওকথা তুমি বলো না দাদা। এ আমার এয়োতীর চিহ্ন, এ আমার স্বামীর কল্যাণের নিদর্শন! জীবন থাকতে এ আমি হাত থেকে খুলে দিতে পারব না।

গোপাল। শুভা—[অগ্রসর]

শুভা। না। এক পা এগিয়ো না। প্রাণ থাকতে আমার হাতের নোয়া তুমি খুলে নিতে পারবে না।

গোপাল। দেখাই যাক। পারি কি না…

শুভা। না। ছেড়ে দাও—

[সহসা শুভার হাত ধরে নোয়া খুলে নিতে যায় গোপাল]

সত্যব্রতের প্রবেশ।

সত্য। গোপালবাবু!

গোপাল। কে? ও আপনি!

সত্য। বেরিয়ে যান…এই মুহূর্তে আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।

গোপাল। সেতো যেতেই হবে। কারণ—

শুভা। দাদা!

গোপাল। কালিই যখন মাখলি হতভাগী—তখন জীবন ডাক্তার কি দোষ করেছিল!

সত্য। গেট আউট···গেট আউট···ননসেন্স!

গোপাল। চিৎকার করবেন না স্যর, চিৎকার করবেন না! চিৎকার করলেই আপনার অভিসারে আসা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শুভা। এত নীচ তুমি!

গোপাল। চুপ কর শয়তানী। কে নীচ হিসাব করে দেখ। মঙ্গলের মোহে পড়ে আধখানা মুখ পুড়িয়েছিস···বাকী আধখানা মুখ পোড়াচ্ছিস মঙ্গলের বন্ধু বুধ—অর্থাৎ ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলে।

শুভা। }
সত্য। } কি বললে!

গোপাল। কিছু নয় শুধু ছিঃ-ছিঃ ছিঃ— [প্রস্থান।

সত্য। আমি চলে যাচ্ছি বৌদি!

পবিত্রবাবুর প্রবেশ।

পবিত্র। মুদির দোকানের খাতা লেখার চাকরীটাও গেল।

শুভা। কেন বাবা?

পবিত্র। ওরা বললে—আমি নাকি চোর।

সত্য। }
শুভা। } চোর!

পবিত্র। হ্যাঁ। কিন্তু কেন বললো বুঝতে পারলাম না। বসন্ত

হঠাৎ এসে বললো—আপনি দোকান থেকে নেমে যান। আপনার মত চোরকে আমরা কর্মচারী রাখতে পারবো না।

শুভা। আজ সকালে ঠাকুরঝির সঙ্গে বসন্তবাবুর কি নিয়ে যেন ঝগড়া হচ্ছিল!

পবিত্র। তুমি একটু আগে কার সংগে ঝগড়া কচ্ছিলে বৌমা?

শুভা। আমি? ঝগড়া কচ্ছিলাম! কই না তো!

পবিত্র। সত্যব্রত!

সত্য। আজ্ঞে—

শুভা। [ইশারায় বলতে মানা করে] আপনি তো অনেকক্ষণ এসেছেন ঠাকুরপো—

সত্য। তা অনেকক্ষণ এসেছি বৈকি কই বৌদি তো কারো সঙ্গে ঝগড়া করেনি।

শঙ্খের প্রবেশ।

শঙ্খ। এতরাত্রে ডাক্তার এলো না বৌদি! কাল সকাল ৯টার পরে আসবে।

পবিত্র। বৌমার জ্বর হয়েছে বুঝি?

শঙ্খ। আজ্ঞে না···তেমন কিছু হয় নি।

পবিত্র। শঙ্খ!

শঙ্খ। হ্যাঁ মানে সামান্য একটু সর্দি কাশি···

পবিত্র। আরতিকে সকালে জিজ্ঞাসা করলাম—কি জন্য বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিলি? সে বললে ও কিছু না।

সত্য। কাকাবাবু!

পবিত্র। একটু আগে কে এসে বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে গেল… বৌমা বললে কেউ আসেনি।

শুভা। বাবা!

পবিত্র। শম্ভু ডাক্তার আনতে গিয়েছিল, অথচ আমাকে বলছে তেমন কিছু হয়নি। তোমরা সবাই লুকোচ্ছো…আমার সঙ্গে, নিজের সঙ্গে…সকলেই আজ সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছো…

শুভা। আপনার শরীর ভাল নেই বাবা! চলুন ঘরে চলুন ··

পবিত্র। আরতি বাড়ি এসেছে?

শুভা। সে এখনি এসে পড়বে বাবা। চলুন আপনাদের খেতে দেব। সত্য ঠাকুরপো! আপনিও এখানে একমুঠো খেয়ে যাবেন।

পবিত্র। আর একটু অপেক্ষা কর বৌমা! আরতি এলে সবাই মিলে একসঙ্গে খাব। সেই কখন খেয়ে গেছে মেয়েটা—

টলিতে টলিতে আরতির প্রবেশ।

আরতি। রাত্রে আর আমি কিছু খাবো না। তোমরা খেয়ে নাও গে।

পবিত্র। আরতি! তুই টলছিস কেন মা?

আরতি। শরীরটা ভাল নেই বাবা।

পবিত্র। কি হয়েছে তোর?

শুভা। মাতালের মত টলছো…

সত্য। এতরাত পর্য্যন্ত ওভার টাইম না করলেই পার আরতি!

আরতি। ওভার টাইম না করলে যে সংসারের অভাবটা আবার ওভার ফ্লো করত সত্যদা।

পবিত্র। তোর কি হয়েছে মা! কথাগুলো পর্যন্ত কই দেখি তোর হাতটা···[পবিত্রবাবু আরতির পালস্ পরীক্ষার জন্ত তার হাত ধরে। কিন্তু সহসা চিৎকার করে।] আরতি!

শুভা। কি হলো বাবা!

পবিত্র। সব মিথ্যে হয়ে গেল মা। পবিত্র ব্যানার্জীর পবিত্রতার সব শিক্ষা মিথ্যে হয়ে গেল।

আরতি। বাবা!

পবিত্র। চুপ কর।

সত্য। কাকাবাবু!

পবিত্র। সত্যব্রত! আরতি মদ খেয়েছে।

সকলে। আরতি!

আরতি। মদ না খেলে নিজেকে যে আমি আর বইতে পারছিলাম না।

পবিত্র। সাট্ আপ লজ্জাহীনা!

[সহসা পবিত্রবাবু আরতির গালে চড় মারে।
আরতি হেসে ওঠে]

আরতি। হাঃ হাঃ-হাঃ, লজ্জাহীনা! ঠিক বলেছেন বাবা···ঠিক কথাই বলেছেন···কিন্তু কেন আমি লজ্জাহীনা, কার জন্ত লজ্জাহীনা·· কাদের জন্য লজ্জাহীনা হয়েছি সে কথাটা একবারও ভেবে দেখেছেন?

সকলে। আরতি!

আরতি। আরতি আরতির পঞ্চ প্রদীপের মত নিজেকে পুড়িয়ে তোমাদের সবার জীবনে আলো দেখিয়েছে। সংসারের অভাব মেটাতে গিয়ে আজ ধূপের মত নিঃশেষ হয়ে গেছে তোমাদের আরতি। কিন্তু ভয় নেই···আমি আমার আলোর দাম মিটিয়ে নিয়ে এসেছি। অনেক

টাকা···অনেক অনেক টাকা। এই দেখ এই ব্যাগে আছে। খুলে দেখ—এতটাকা এক সঙ্গে তোমরা কখনও দেখনি—কখনও না।

পবিত্র। তোর টাকা আমরা ছোঁব না।

আরতি। বাবা!

শুভা। আপনি শান্ত হোন বাবা! ঠাকুরঝি চল ঘরে চল।

পবিত্র। না ছুঁয়ো না—ওকে ছুঁয়ো না বৌমা। ওকে ছুঁলে তোমার সমস্ত ত্যাগ মিথ্যে হয়ে যাবে। ওকে স্পর্শ করলে আমার সততা তিতিক্ষা শুদ্ধি—সব জাহান্নমে তলিয়ে যাবে—

শুভা।
শঙ্খ। } বাবা!

পবিত্র। পৃথিবী দুলছে—পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। আরতিকে—ওই অমানুষ মেয়েটাকে আমার সামনে থেকে চলে যেতে বল।

আরতি। বাবা!

পবিত্র। ওরে হতভাগী মেয়ে, অমৃতের যে এমন লবণ স্বাদ আমি আগে কখনও জানতাম না সারা জীবন জীবন-সমুদ্র মন্থন করে যে স্বপ্নের অমৃত কলস লাভ করলাম সে কলসে অমৃত নেই, আছে শুধু বিষাক্ত গরল। হাঃ-হাঃ-হাঃ— প্রস্থান

শঙ্খ। ঘড়িটা কত টাকা দিয়ে কিনেছিলি আরতি?

আরতি। তিনশো টাকা! কেন পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? আরও দামী ঘড়ি চাস?

শঙ্খ। চাই। তবে ঘড়ি কিনতে নয়—নিজেকে ঘড়ি বানাতে।

সত্য। তোমরা কি সবাই পাগল হয়ে গেলে?

শঙ্খ। কাল থেকে আমি ঘড়ি হয়ে যাব সত্যদা। কালের ঘড়ি।

কিছুতেই থেমে থাকবো না—ইচ্ছার কাঁটা ঘুরে ঘুরে বার বার লাল রংয়ের বারোটার ঘর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবো—জীবনে আমাকে জিততেই হবে।

আরতি। ছোটদা!

শঙ্খ। হ্যাঁরে আরতি। সাফল্যের মুকুট চিরকাল দূরে থেকে হাতছানি দেবে, আর আমি সুতভার দেওয়ালের আড়ালে জীবন ভ'র পড়ে থাকবো অবক্ষয়ী ফসিলের মত? না। আই এ্যাম নট টু লুজ, আই এ্যাম দা রেবেল ইয়ুথ অব টোয়েন্টিয়েথ, সেঞ্চুরী—আই এ্যাম সিওর টু উইন দা ট্রফি। আমি জিতবোই—জীবন জীবন খেলায় জিততেই আমি চললাম। [প্রস্থান।

সত্য। আরতি ওকে ফেরাও—

আরতি। যার নিজের ফেরার পথ নেই সে অন্যকে ফেরাবে কি করে?

শুভা। তার মানে?

আরতি। [ব্যাগ নিয়ে] মানে এখনও বুঝতে পারলে না তোমরা? আমি খারাপ হয়ে গেছি।

সত্য।
শুভা। } আরতি!

আরতি। আরতি শেষ হয়ে গেছে আরতি আজ কলগার্ল—আরতি আজ অনেক মানুষের রাত্রী সহচরী। [প্রস্থানোদ্যতা।

সত্য। দাঁড়াও আরতি।

আরতি। কেন, তোমার প্রেম ফিরিয়ে নিতে চাও?

সত্য প্রেম কি ফিরিয়ে নেওয়া যায়?

আরতি। তাহলে বল এর পর তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে ?

[সত্যব্রত কিছুক্ষণ চুপ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে]

সত্য। পারবো।

আরতি। হাঃ হাঃ হাঃ, পারবে না সত্যদা ! তোমার প্রেমের ব'ন ঝড় উঠেছে—সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাসের ঝড় যে আমাদের ভালবাসার ঘর ভেঙে দিয়ে যাবে।

শুভা।
সত্য। } আরতি !

আরতি। সময় আর প্রয়োজনের ঘূর্ণিপাকে আমি হারিয়ে গেলাম সত্যদা ! আমি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলাম ! [প্রস্থান।

সত্য। আরতি—

শুভা। আরতি ঠাকুরঝি ! [কাশি ও রক্ত বমন। সত্যব্রত রক্ত দেখে শুভাকে ধরতে যায়]

সত্য। একি ! তোমার মুখ দিয়ে যে রক্ত উঠছে বৌদি—

শুভা। না ছোঁবেন না সত্য ঠাকুরপো ! আমাকে ছুঁলে আপনিও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

সত্য। পড়বো নয় বৌদি পড়েছি। আমি-তুমি-সে এবং সকলেই বোধহয় আজ অসুস্থ। মানবীকতা ক্ষয়গ্রস্থ—অনেক অসুস্থ স্বপ্ন বুকে নিয়ে পৃথিবীও অসুস্থ—অসুস্থ পৃথিবী। [শুভাকে ধরে নিয়ে—

[প্রস্থান।

———

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

মঙ্গল ম্যানসন।

খোলা চিঠি হাতে মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। অসুস্থ হোলে কি হবে! আমাকে তাড়ালো···আরতিকে তাড়ালো তবু সেই আদর্শবাদী মহাপুরুষের স্বপ্ন সার্থক হলো না?··· [চিঠিখানা দেখে] শুভার টি-বি হয়েছে হয়েছে তো আমি কি করবো?

পম্পির প্রবেশ।

পম্পি। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা ছাড়তে হবে। চাকরটাকে বলে দিয়েছি দাদা এলে যেন বাড়ী ঢুকতে না দেয়। হ্যাঁ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, বেশ সুন্দর একটা চাকর পেয়েছি···ব্যাটার মুখে সাত চড়ে রা নেই—বাজারে গেছে এলে দেখবে।···যাক সে কথা···মামি বোধহয় কাশী চলে যাবে। কিন্তু পাপির ব্যবস্থা কি করা যায় বলোতো?

রাসবিহারীর প্রবেশ।

রাস। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দাও কিম্বা গলাটিপে মেরে ফেলো।

পম্পি। পাপি!

রাস। খবরদার তুই আমাকে পাপি বলবি না!

মঙ্গল। আপনি মিথ্যে রাগ করছেন···

রাস। সাট আপ ক্রিমিন্যাল! তোমাকে আমি পুলিশে দেব। আমি নিজে লালবাজারে গিয়ে বলবো মঙ্গল ব্যানার্জী আমার সব চুরি করে নিয়েছে। আমার টাকা চুরি করে বাড়ী কিনেছে···আমার বিরাট বিজনেস জোচ্চুরী করে নিজের নামে করে নিয়েছ। ওকে আপনারা এ্যারেষ্ট করুন···

মঙ্গল। করবে। আপনি এখনি গিয়ে বলে আসুন। তারপর দেখুন মজা।

রাস। তার মানে ?

মঙ্গল। পুলিশ আপনাকেই এ্যারেষ্ট করবে। জীবন ভর আপনি চোরাকারবার করেছেন। শুধু আমার অনুগ্রহেই এখনও আপনি জেলে যান নি। আপনি যদি আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন তাহলে যে খাতা-পত্রের ডুনম্বর করে সত্যব্রতকে ঠকিয়ে সরকারের কাছে সাধু সেজেছেন, সেই সব অরিজিন্যাল খাতাপত্র আমি পুলিশের হাতে তুলে দেব।

রাস। কাল সাপ। দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুশেছিলাম।

পম্পি। পাপি! তুমি মিথ্যা ভেবে মরছো। তোমার ছেলেরা মানুষ হলে এ অবস্থা হতো না। তোমার ভালর জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছি।

রাস। বাঃ-বাঃ-বাঃ, চমৎকার! খাসা লেকচার। তবে মনে রাখিস, তোরা যেমন আমাকে ফাঁকি দিয়ে পথে বসিয়ে সমস্ত টাকা পয়সা বিজনেস হস্তগত করেছিস—তেমনি তোরাও এ সম্পত্তি কোন দিন ভোগ করতে পাবি না—পাবি না—পাবি না। [প্রস্থান।

মঙ্গল। বিংশ শতাব্দীতে মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পম্পি। শোন মঙ্গল! তুমি কিছু মনে করো না, আমি একটু ক্লাবে যাচ্ছি।

মঙ্গল। কখন ফিরবে ?

পম্পি। এ্যাজ আর্লি এ্যাজ পশিবল। [প্রস্থান।

মঙ্গল। পম্পির চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আগের মত আর গ্ল্যামার নেই। ঠিক পম্পির মত আমার পি, এ, এ্যাংলো মেয়ে লুসির চেহারাও ভেঙ্গে গেছে। ভাঙবেই তো। আমার আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ক্ষুধারও পরিবর্ত্তন হচ্ছে…আজ রাত ১০টার সময় দেখা হবে নতুন এক যৌবনের সংগে…[চিঠি বার করে] ইডিয়েট সত্যব্রত ! তুমি—তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই রয়ে গেলে… জীবন কাকে বলে বুঝতে পারলে না। হাঃ হাঃ-হাঃ !

সত্যব্রতর প্রবেশ।

সত্য। মে আই কাম ইন মিঃ ব্যানার্জী ?

মঙ্গল। ওঃ সিওর সিওর মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড ! তারপর কি মনে করে ?

সত্য। প্রতিদ্বন্দী মনে করে।

মঙ্গল। প্রতিদ্বন্দী !

সত্য। ইয়েস। তুমি অন্ধকার, মিথ্যা, লোভ লালসার প্রতিনিধি ; আমি আলো, সত্য, ত্যাগ, বিশ্বাসের পূজারী…ভিন্নমুখি জীবনবোধের দুই বিন্দুতে আজ দুজনের স্থান। তাই তোমার সংগে আজ আমার প্রতিদ্বন্দীতার সম্পর্ক।

মঙ্গল। সত্যব্রত !

সত্য। একজন সুস্থ মানুষ হিসাবে তোমার সঙ্গে আমার চ্যালেঞ্জ মঙ্গল। তোমাকে সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।

মঙ্গল। কি বলতে চাও তুমি ?

সত্য । শুভার সম্পর্কে কি ভেবেছ ?

মঙ্গল । শুভা !

সত্য । নামটাও বোধ হয় অপরিচিত মনে হচ্ছে ? মনেও পড়ছে না শুভা নামের কোন একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা !

মঙ্গল । সত্যব্রত !

সত্য । কে দিয়েছিল তোমাকে বর্বর সাহস সেই শুভার মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিতে ? তুমি জানো শুভার আজ কি অবস্থা ? তুমি খোঁজ রাখো কোথায় আছে, কি খাচ্ছে সেই শুভা ?

মঙ্গল । প্রয়োজন নেই ।

সত্য । কিন্তু তোমার এই "প্রয়োজন নেই" অবজ্ঞাটুকু শুভার জীবনে এনে দেবার কি প্রয়োজন ছিল মঙ্গলবাবু ?

মঙ্গল । সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে ?

সত্য । হ্যাঁ ।

মঙ্গল । না । তোমাকে আমি কৈফিয়ৎ দেব না ।

সত্য । তাহলে যাকে কৈফিয়ৎ দিতে তুমি বাধ্য সেই শুভাকেই তুমি কৈফিয়ৎ দাও ।

মঙ্গল । কোথায় শুভা ?

শুভা আসে । তার মলিন মুখ । কোঠরাগত চোখ ।

যত্নহীন চুল । ছেঁড়া শাড়ী পরনে । দু'হাতে
একগাছি করে প্লাস্টিকের চুড়ি ।

মঙ্গল । শুভা !

সত্য । চিনতে পারছো ভদ্রমহিলাকে ?

মঙ্গল । একি চেহারা হয়েছে তোমার শুভা ?

শুভা। খারাপ কি? তোমার ভালবাসার—তোমার প্রেমের আনন্দে বুকের সব রক্ত যে মুখ দিয়ে উঠছে। [কাশি]

মঙ্গল। সত্যিই তোমার টি, বি, হয়েছে?

সত্য। চিঠি পাওনি?

মঙ্গল। পেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

সত্য। বিশ্বাস করবে আদালতে গিয়ে।

মঙ্গল। সত্যব্রত!

সত্য। শ্বশুরের ব্যবসার যাবতীয় খাতাপত্র ছ' নম্বর করে আমার বিশ্বাসের বুকে ছুরি বসিয়ে জীবনে তুমি একবার জিতেছো মঙ্গলবাবু,—কিন্তু দুবার জিততে পারবে না।

মঙ্গল। আর আমি জিততে চাই না সত্য।

সত্য। চাইলেও জিততে দেব না। জীবনে অজস্র সত্যি কথা বলেছি, এই প্রথম আদালতে গিয়ে মিথ্যে কথা বলবো, তোমার হায়ার সোসাইটির প্রত্যেকটি ভদ্রলোককে ধরে ধরে বলবো মঙ্গল ব্যানার্জী এই মেয়েটিকে কালীঘাটের কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। সেদিনের সেই ব্রাহ্মণ সাক্ষী—আর দ্বিতীয় সাক্ষী আমি।

শুভা। ছিঃ ঠাকুরপো! তাই কি বলতে আছে?

সত্য। কি বলছো বৌদি!

শুভা। ঠিকই বলছি ভাই। আমার লজ্জা, আমার সম্মানের কথা বাদ দিলাম; কিন্তু আপনার বন্ধুর মাথা যে হেঁট হয়ে যাবে। আমি হিন্দুর মেয়ে—হিন্দুর বৌ, স্বামী আমার কাছে দেবতার চেয়েও মহান! যে কাজ করলে আমার সেই দেবতার অসম্মান হবে জীবন থাকতে আমি আপনাকে সে কাজ করতে দেব না।

মঙ্গল। শুভা!

শুভা। ওগো! তোমার ভালবাসা মিথ্যা হলেও আমার ভালবাসাতো মিথ্যা নয়। আমি তোমার জীবনের দু' দিনের সঙ্গিনী হতে পারি, কিন্তু তুমি যে আমার চিরদিনের সাথী। নাইবা থাকলে তুমি আমার কাছে, নাইবা থাকলাম আমি তোমার সাথে, তবু তুমি যে আমার জন্ম জন্মান্তরের আরাধ্য দেবতা।

মংগল। শুভা!

সত্য। শেষ পর্যন্ত এই হলো! ছিঃ ছিঃ, এই করবে জানলে তোমাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি বলে এখানে আনতাম না। চল।

শুভা। একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো! মন্দির দুয়ারে যখন এসেই পড়েছি তখন দূর থেকে দেবতাকে শেষ দেখা দেখে শেষ বারের মত প্রণাম করে যাই।

[দূর থেকেই গলায় আঁচল জড়িয়ে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে এবং উঠে কাশতে কাশতে রক্ত ওঠে। মঙ্গল সরে যায়। সত্যব্রত শুভাকে ধরে প্রস্থান করে।]

মংগল। ব্লাডি, সোয়াইন, সান অব বীচ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মাতাল পম্পির প্রবেশ।

পম্পি। কি হলো, অমন করে হাসছো কেন?

মঙ্গল। দাঁড়াও পম্পি! আর এগিয়ো না। রক্ত—

পম্পি। কিসের রক্ত?

মংগল। একটা রুগ্ন মাদী কুকুর হঠাৎ এখানে ঢুকে পড়েছিল।

পম্পি। ইস্! তোমার জুতোয় রক্ত লেগেছে। বেয়ারা বেয়ারা

—সায়েবের কালো জুতো দুটো পরিষ্কার করে নিয়ে আয়। উনি এখনি কাজে বেরোবেন।

পবিত্রবাবু কালো জুতো জোড়া কাপড়ে মুছতে
মুছতে নিয়ে আসে   সহসা মঙ্গলকে
দেখে থমকে দাঁড়ায়।

পম্পি। ওই দেখ আমাদের নতুন চাকর। তুমি বোম্বে যাওয়ার পরদিন থেকে কাজ করছে। কি হলো বেয়ারা দাঁড়িয়ে গেলি কেন? সাহেবের পা থেকে জুতো দুটো খুলে নিয়ে ওই জুতো দুটো পরিয়ে দে।

মঙ্গল। না।

[পবিত্রবাবু জুতো সমেত দুটো হাত দু' গালে দিয়ে হাসে]

পবিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পম্পি। কি হলো তোমার?

মঙ্গল। ড্রিংকস্ নিয়ে এস। কুইক ড্রিংকস্—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

পম্পি। মঙ্গল কথা শোন, কথা শোন। [প্রস্থান।

পবিত্র। মিঃ এমটি মিটার পি-পি! অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে, কারণ তুমি আমাকে আজ সত্যি চিড়িয়াখানা দেখালে, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চতুর্দশ দৃশ্য

হোটেল পামেলা।

উকিলের পোশাক পরে মিটারের প্রবেশ।

মিটার। পাশের ঘরে…পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে যৌবনবতী তরুণী। দেখতে শুনতে ভালই…অবিবাহিতা। তন্বী শ্যামা শিখরদশনা ইত্যাদি ইত্যাদি। যার একঘণ্টা সময়ের দাম মাত্র একশত টাকা। বড় সাহেবকে তিনি একঘণ্টা মধুময় সঙ্গ দান করবেন। ওদিকে হোটেল পামেলার নীচে অপেক্ষমান বেকার যুবক চঞ্চল হয়ে উঠেছেন—চঞ্চল হয়ে উঠেছেন আপনারাও। কারণ অনেক আগে আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম চিড়িয়াখানা দেখাব। একস্কিউজ মী! আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আর একটু ধৈর্য্য ধরুন। কথা যখন দিয়েছি চিড়িয়াখানা তখন নিশ্চয়ই দেখাবো। ব্যবস্থাপত্র কমপ্লিট। এই দেখুন দামী মদ্য—যা একটু পরেই পশুরাজ সিংহ পান করবেন, এবং মদ্যপান করেই তিনি পাশের ঘরে যাবেন, কারণ আগেই বলেছি পাশের ঘরে আছে -

মাতাল মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। সুন্দরী যুবতী। তাই না মিটার!

মিটার। এমটি মিটার পি-পি! আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয় সুন্দরী। যতই হোক যুবতী। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা।

মঙ্গল। ঠিক আছে। [বসে] কই ওটা দাও—

মিটার। নিশ্চয় দেব স্যর। এই নিন আপনার মন শুদ্ধি করার গঙ্গাজল। [বোতল নামায়]

মঙ্গল। [মদ খেতে খেতে] তুমি আমাকে বড় বেশী বিরক্ত কর মিটার।

মিটার। এমটি মিটার পি-পি। তা স্যর একটু করি।

মঙ্গল। তুমি তো জানো—মদটদ আমি বেশী খাই না!

মিটার। আজ্ঞে না পান করেন।

মঙ্গল। তাছাড়া তুমি নিশ্চয়ই জানো, মেয়েমানুষ-টেয়েমানুষ আমি খুব বেশী ভালবাসি না।

মিটার। পাগল না মাথা খারাপ স্যর। বেশী মেয়েমানুষ আবার কখন ভাল বাসলেন—আজকেরটা নিয়ে মাত্র উনিশ জন হবে।

মঙ্গল। তোমার ক্যাণ্ডিডেট কি কাজ করতে পারবে মনে হয়?

মিটার। কিছু না পারুক আপনার বোতল বইতে অবশ্যই পারবে।

মঙ্গল। অল রাইট। মেয়েটিকে একবার পাঠিয়ে দাও।

মিটার। নিশ্চয় স্যর। মন শুদ্ধি কমপ্লিট, এবার দেহ শুদ্ধি তার পরই আমার মক্কেলের চাকরীর এ্যাপোয়েন্টমেণ্ট লেটার—

মঙ্গল। দেব বাবা দেব। আগে নৈবেদ্যটিকে আসতে বল।

মিটার। নিশ্চয় স্যর। তার আগে আমার ফীজ দশ টাকা—

মঙ্গল। এই নাও। [দশ টাকা দেয়]

মিটার। ঠিক আছে স্যর। আপনার এক ঘণ্টার রাত্রি মধুময় হোক। [প্রস্থান।

মঙ্গল। শুভা, পম্পি, লুসি, চামেলী, রাবেয়া, শর্মিলা বাঈ এদের

দেহে বেশ ভাল মধু ছিল। আজকের মৌচাক কি আমার মন ভরাতে পারবে? [কোকিল ডাকে] আরে ব্যস! কোকিল ডাকছে। কোলকাতার কোকিল—জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে —কোলকাতার চাঁদ!

পিছু ফিরে বসেছিল। নেশার ঘোরে
বকছিল। আসে আরতি।

আরতি। আপনি বুঝি চাঁদ দেখতে ভালবাসেন স্যর!

মঙ্গল। ওঃ সিওর।

[ঘুরে দেখে বোন। আরতি দেখে দাদা। দুজনে ফ্রিজ করে যায়। শঙ্খকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে মিটার]

মিটার। সিওর চাকরী হয়ে যাচ্ছে—তুমি সাহেবের সামনে দাঁড়াও।

[শঙ্খ দেখে দাদা ও বোন পাথরের মত দাঁড়িয়ে। সেও যেন পাথর হয়ে যায়]

মিটার। কিছুক্ষণ আগে ওই মিঃ পশুরাজ একটি জীবকে সাবাড় করে এসেছেন। সেটি একটি গর্দভ। অর্থাৎ গাধা। গাধাটি মরেছে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে। সেই মরা গাধার সৎকারের জন্য একটি অভাগিনী হরিণী রাস্তায় রাস্তায় সাহায্য চেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার প্রিয় দর্শকবৃন্দ! কিছুক্ষণের জন্য আমি আপনাদের দিব্যদৃষ্টি দান করছি। হরিণীটিকে অবলোকন করুন।

রক্তে ভেজা ছেঁড়া শাড়ী পরা শুভার প্রবেশ।

শুভা। বাবু মশাইরা, দিদিমণিরা! আজ আমার খুব দুর্দিন। গাড়ী চাপা পড়ে আমার শ্বশুর মশাই মারা গেছেন। তার সৎকারের জন্য আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি। আপনারা কিছু ভিক্ষা দেন।

মিটার। মিঃ লর্ড! এইবার দেখুন—ইয়েস ইহাই চিড়িয়াখানা

সমাপ্ত

নিউ প্রভাস অপেরা প্রযোজিত

সর্বশ্রেষ্ঠ পালা

যুগের ধারাপাত

রচনা/নির্দেশনায়—**বীর সেন**

মানসিক অস্থিরতা আর বেকারত্বের টানা পোড়েনে হাবুল, কেলো আর গেঁড়া শিকার হয় ভদ্রতার মুখোশধারী সমাজের উঁচুতলার মানুষ অনল দাশগুপ্তের। ওরা অপমান করে আদর্শবাদী শিক্ষক কেশব ভট্টাচার্য্য আর বিষান বেদজ্ঞকে। বন্ধ করে দেয় সুভাষ বিদ্যামন্দির—শিক্ষকদের জব্দ করার জন্য। মা, বাবা, দাদা, বৌদিকে নিয়ে অনুপমদের ছোট্ট সংসার। অনামিকা ভালবাসে অনুপমকে আর অনল দাশগুপ্তের ম্যানেজার প্রাণতোষ অধিকারী ভালবাসে অনামিকাকে। প্রাণতোষের ষড়যন্ত্রে অনুপমদের সংসার ভেঙ্গে গেল। দাদা, বৌদি, বাবাকে নিয়ে চলে গেল নিউ আলিপুরে। অনুপম থাকল মায়ের কাছে একটি বস্তি বাড়ীতে। কেশব ভট্টাচার্যের মেয়ে সন্ধ্যা অপহৃতা হলো অনল দাশগুপ্তের চক্রান্তে। শেষ পর্য্যন্ত কে জয়ী হলো? মাষ্টার মশাই কেশব ভট্টাচার্য না অনল দাশগুপ্ত? অনুপম না প্রাণতোষ? বৌদি, সন্ধ্যা আর অনামিকার পরিণতি কি হ'লো? এ সবের উত্তর পেতে হলে পড়ুন ও পড়ান—উপভোগ করুন—উপভোগ করান—

বীরসেন রচিত

যুগের ধারাপাত

পালাখানিতে।

জগদ্ধাত্রী প্রেস, ৮।১, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-৭ হইতে
শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র কর্তৃক মুদ্রিত।

যে কোন একটি বেছে নিন

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অসাধারণ সৃষ্টি

বর্ণ পরিচয়

● ● ●

এক আশ্চর্য নাটক

কমলেশ ব্যানার্জীর

শ[illegible]মা ভোঙে

● ● ●

এ্যামেচার ক্লাবের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

রঞ্জন দেবনাথের

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ

● ● ●

চণ্ডী ব্যানার্জীর

অনবদ্য সৃষ্টি

সিঁদুর পরিয়ে দাও

● ● ●